উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196 MLD

শীতের স্থানীয় সবজি নেই, দাপট ভিনরাজ্যের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সবজি ভাণ্ডার হলদিবাড়ি বাজারে টাটকা সবজি যেন উধাও। নেই ঢালাও গাঢ় সবুজ পাতার বাঁধাকপি, সাদা ধবধবে টাটকা ফুলকপি, চকচকে বেগুন! আছে কিন্তু আবার নেই, পেঁয়াজকলি, টমেটো, বড় দানার মটরশুঁটি কিংবা বিট, গাজর। শীতের মরশুমে শীতের যেমন দেখা নেই, তেমনই হাওয়া হয়ে গিয়েছে শীতের টাটকা সবজিও। এর আগে শীতের শুরুতে বাজারে গিয়ে এমন অপুষ্ট, বিবর্ণ, প্রায় আধশুকনো সবজি অনেকেই দেখেননি। অথচ এবার সেই সবজিই চড়া দামে কিনছেন ক্রেতারা। হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা অ্যাগ্রি অ্যান্ড হর্টিফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের (ফার্মার্স ক্লাব) এমডি মানস মিত্র বলেন, 'বাজারে এখন আগাম শীতকালীন শাকসবজি আসতে শুরু করেছে। এগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করা এবং ভিনরাজ্য থেকে আনা। ফলে স্বাদ এবং পুষ্টিগুণে ঘাটতি রয়েছে। দামও আকাশছোঁয়া।'

হলদিবাড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ভিনরাজ্যের শীতের সবজি।

অন্যবছর এমন সময় সবজিতে ভরে যায় হলদিবাড়ির বাজার। এবারের এমন উলটপুরাণের বিষয়ে চাষি থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ী, সবাই অসময়ে অতিবৃষ্টিকে দায়ী করেছেন। অসময়ে অতিবৃষ্টির কারণে মাটিতে অতিরিক্ত রস থাকায় সবজির জলদি চাষ শুরু করা সম্ভব হয়নি। পুজোর পর থেকে শীতের সবজির যে আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়, তার দেখা মেলেনি। প্রায় এক মাস দেরিতে সবজি চাষ শুরু হয়। এরপরেই পাইকারি বাজারে সবজির আকাল দেখা দিয়েছে। চাহিদা এবং জোগানের ফারাক হয়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের সব বাজারে সবজির দাম আকাশছোঁয়া।

মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, পুজোর ঠিক আগে অতিবর্ষণের কারণে এবার অনেক বীজতলা সহ ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে শীতের আগাম সবজি চাষ ব্যাহত হয়েছে। জমির মাটি ভেজা থাকায় এবং বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নতুন করে চাষের প্রস্তুতি নিতে মাসখানেকের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে এবছর সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না বলে আশঙ্কা কৃষি আধিকারিকদের।

বক্সিগঞ্জের চাষি নুর মহম্মদ বলেন, 'অসময়ের বৃষ্টিতে শীতের আগাম সবজি চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। অনেকের চাষের জমি তৈরি করা হলেও বর্তমানে জমির মাটি ভেজা রয়েছে। তাই টমেটো, লংকা, কপি, বেগুন, পটল, লাউ, ওলকপি, ফুলকপি, পালং চাষ নষ্ট হয়েছে।'

কালিম্পংয়ে জৈব চাষ স্ট্রবেরির

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : রং ধরেছে কালিম্পংয়ের স্ট্রবেরিতে। ফলের মিষ্টি সুবাস ভাসছে পাহাড়জুড়ে। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কালিম্পংয়ের এই স্ট্রবেরি আর কয়েকদিনের মধ্যে বাজারেও চলে আসবে।

গত অক্টোবরে সেখানকার ৩টি ব্লকের তিন শতাধিক চাষিকে উইন্টার ডাউন প্রজাতির স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছিল হর্টিকালচার দপ্তরের তরফে। তার আগে জুলাই মাসেও দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিং ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলা গাছের চারা। জেলা হর্টিকালচার অফিসার (ডিএইচও) সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'কমলার চারা থেকে ফল মিলতে

সময় লাগে ৬-৭ বছর। মাঝের এই সময়ে চাষিদের বিকল্প সংস্থানের জন্য দেওয়া হয়েছে স্ট্রবেরি।' কমলার সঙ্গেই ইন্টার ক্রপিং পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি রোপণ করে স্ট্রবেরি চাষে কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে বলে দাবি দপ্তরের।

জেলা হর্টিকালচার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং-১ ব্লকের সিন্দেবং, পুদুং ও তাসিডিং, লাভা-আলগাড়া ব্লকের দলপচাঁদ, গীতডাবলিং ও গীতবিয়ং-পডং ব্লকের কাগে ও সেকিয়ং এলাকার চাষিদের কমলা ও স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক মাল্চিং-এর মাধ্যমে ওই স্ট্রবেরি চারা রোপণ করা হয়। ডিসেম্বরের গোড়াতেই ফল হয়ে উঠেছে লাল টুকটুকে। ইতিমধ্যে স্বাদও পরখ করে দেখেছেন হর্টিকালচার দপ্তরের কর্তাদের পাশাপাশি চাষিরাও। সিন্দেবংয়ের নীতু রাই নামক এক চাষির কথায়, 'এত ভালো স্ট্রবেরি যে এখানে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।'

প্রাক-বড়দিন পালন

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : ধর্মযাজক ফিলিপ মুর্মুর উদ্যোগে এবং বানিয়াডাবরি লাভ আর্মি চার্চের ব্যবস্থাপনায় বুধবার মহাসমারোহে পালিত প্রি-খ্রিস্টমাস বা প্রাক-বড়দিনের অনুষ্ঠানে মেতে উঠল শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াডাবরি এলাকার খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ মানুষের পাশাপাশি সকল এলাকাবাসী। সাঁওতালি নাচ, গান ও বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের

মধ্যে দিয়ে প্রাক-বড়দিনে তৈরি হল উৎসবের আমেজ।

বাইবেল পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনায় শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। ধর্মযাজক ফিলিপ বললেন, বড়দিন আসতে বেশ কয়েকদিন দেরি থাকলেও ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই আমাদের এলাকায় প্রাক-বড়দিনের উৎসব শুরু হয়ে যায়। আজ বৃক্ষরোপণ, নাচ-গান, বাইবেল পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। বড়দিনের আগে পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০২-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং ঃ ৪৯-এপি-I-২০২৪ (দুই প্যাকেট); কাজের নাম ঃ নিউ কোচবিহারে এসএঅই-এর সাথে সম্পর্কিত সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ - রেলওয়ে ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স - নিউ কোচবিহার। টেন্ডার মূল্য: ২১,৪৮,২৭,৮২৬.৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ১২,২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 4 Nos. 100MT Godown, Construction of 1 No. of SHG work shed cum sales counter under RKVY 2024-2025. Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৫৯, ১৬০, ১৬৪-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৯.১১.২০২৪। (সিভিল এবং পি.ওয়ে কাজ)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং. ঃ ১৫৯-এমএল ডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/ মালদা-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ লাইন/ জামালপুরের অধীনে কল্যাণপুর রোড স্টেশনে একটি ডাইরেকশনাল লুপের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ১,৬৯,৫১,৭৪৯.৪৯; (২) টেন্ডার নং. ঃ ১৬০- এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন-III/এমএলডিটি-এর অধিক্ষেত্রের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি. ওয়ে)-II/ জামালপুর-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে ওয়াইলেগ সহ জামালপুর ইয়ার্ড এবং জামালপুর-মুঙ্গের লাইন (০-৭/৬৩৯) সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের ট্র্যাক কার্যকলাপের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৬৩,৯৯,৬২৫.৪৪; (৩) টেন্ডার নং. ঃ ১৬৪- এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ ডিজেল লোকো শেড, জামালপুরে বৈদ্যুতিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করার কারণে ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ১,৮৮,৮৭,৬৯২.২২; টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ টেন্ডার নং. ১, ২ এবং ৩ প্রতিটির জন্য ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in / ডি আর এম অফিস/এমএলডিটি।

MLD-155/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞপ্তি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য (ইএন-০২/২০২৪) বেতন স্তর - ২ (জিপি ১৯০০/- টাকা) -এ সাংস্কৃতিক কোটার জন্য নিয়োগ (খোলা বিজ্ঞাপন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যোগ্য প্রার্থী, যারা ভারতের নাগরিক, তাদের থেকে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য নিম্নরূপে দেওয়া ০২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ- সি = ০২টি পদ] পূরণের জন্য আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

ক্রম. নং.	সাংস্কৃতিক প্রতিভা	পদের সংখ্যা
১	গিটারিস্ট	০১
২	নাট্য শিল্পী (মহিলা)	০১

আবেদন খোলার তারিখ ঃ ০৫/১২/২০২৪
আবেদন বন্ধের তারিখ ঃ ০৪/০১/২০২৫

দ্রষ্টব্য ঃ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহৌল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি মহকুমা, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য বন্ধের তারিখ ১৪/০১/২০২৫।

আবেদনকারী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন ঃ www.nfr.indianrailways.gov.in → জেনারেল ইনফো → রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন্স (স্পোর্টস, স্কাউটস এন্ড গাইড এন্ড কালচারাল) → রিক্রুটমেন্ট এগেইনস্ট কালচারাল কোটা।

সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার (এইচকিউ ও রেক্ট.), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নিউ বঙ্গাইগাঁওএ কোচ, ট্রান্সফর্মার, অগ্নি শনাক্তকরণ এবং ট্রেকশনের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২০। কাজের নামঃ কোচের সেটে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৬১-২০০৫ আরইভি-১ এবং মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার ইউনিট-০১ টি অনুসারে আর৪০৭-সি রেফ্রিজারেন্ট-০২ টি সহিত আরএমপিইউর অন্তর্ভুক্তিরে এলএইচবি ইওজি কোচসমূহের জন্যে রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট আরএমপিইউ টাইপ-১। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯-২০০৯ আরইভি-১, টাইপ-১ অনুসারে, আরডিএসও স্পেসিফিকেশনএ বিবেচিত অনুসারে যোগানের সুবিধা অনুরূপে সাজসরঞ্জাম সহিত সম্পূর্ণ। (১) কেবল আরডিএসও অনুমোদিত উৎসরে বিবেচনা করা হবে। (২) ডিআরজি. নং. আইসিএফএসকে৩-৭-৬-০৩৫.৩ অনুসারে আর্থিং লাগ ব্যবস্থা আরএমপিইউর ওপরে হবে। (৩) প্যাকিংর নির্দেশাবলী এইরকমে হবেঃ ওয়াটার প্রুফ ডুট বস্তার সঙ্গে ভাঁজ লাগা কাগজে প্যাক করা রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট এবং আইসিএফকে খড়ের গদিতে সেইসমূহের যোগান এবং পালন করতে হবে। খড়ের গদি রং করা হইতে হবে এবং শনাক্তকরণের জন্যে ফার্ম লোগো থাকতে হবে। কেবল কোচে এসি প্যাকেজ ইউনিটসমূহ লোড করার পরে খালী খড়ের গদিসমূহ ফার্ম সংগ্রহ করতে পারবেন। **বায়না রাশিঃ** ৮,৩৫,৩৭০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯৪২। কাজের নামঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৮০-২০০৭ (আরইভি.২) অনুসারে ৪ওয়ার ডেল্টার কনফিগারেশন স্টার-স্টার, ৬০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার ৭৫০ভি/৪১৫ভি, ৩ ফেজ। **বায়না রাশিঃ** ৬৮,১৫০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৮৪৬। কাজের নামঃ পরিশিষ্ট এ অনুসারে বিস্তৃত কাজের সুবিধারে সিএনজি রহিত ডিপিসিতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি শনাক্তকরণ এবং দমন পদ্ধতির (এফডিএসএস) ব্যবস্থা করা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৪২,৭৮০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘণ্টায়।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২১। কাজের নামঃ মেসার্স মেধা ট্রেকশন ইকুইপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের মেক-টিজি-৭১-৫৯-৬ (মেধা) পার্ট নং. এসপিটিএস৪০১২১৫৫আর০০০১। ১৬০০ এইচপি আইজিবিটি জেমুর জন্যে এই আইটেমের হেতু প্রযোজ্য হওয়া আইসিএফ পরিশিষ্ট সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমপি.০.২৪.০০.৪৫ (আরইভি-০২) এর দফা নং. ৬ অনুসারে মাউন্টিং বোল্ট সহিত ট্রেকশন অল্টারনেটর কমপ্লিট (রেক্টিফায়ার এবং কাপলিং ছাড়া)। **বায়না রাশিঃ** ৩,২১,২৪০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৮৬৬। কাজের নামঃ ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্যে আরএসপি পিবি আইটেম নং ৭৮৯ অনুসারে ১০০ এলএইচবি কোচের হেতু (৪০০ শৌচালয়) ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং (এসইউপিপিএল-৪৩/২০২৩-২৪)। এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে ইপিপিএফএসের কন্ট্রোল প্যানেলের মাউন্টিং ডাইমেনশনের হেতু ডিআরজি. নং. এমআই০০৭৮৫১ এএলটি নেই অথবা অনন্তিমের অনুসরণের দ্বারা এবং অনন্তিম অথবা স্পেসিফিকেশনঃ এমএমডিটিএস১৯০২৭ আরইভি.০৩ অনুসারে সামগ্রীর যোগান ধরা হবে। প্যাকিং এবং মার্কিং এমএমডিটিএস১৯০২৭ আরইভি. ০৩ অথবা অনন্তিম অনুসারে করা হবে (প্যাকিং, মাল পরিবহন এবং স্থাপনের শুল্ক সহিত)। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৩,৭৬০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০-১২-২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

প্রাইভেট ডাক্তারের গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। বেতন 14,000/- শিলিগুড়ি। Ph : 82405 36937. (C/113497)

•

ন্যূনতম যোগ্যতায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করুন শিলিগুড়িতে। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 78639 77242. (C/113498)

•

Wisdom School (CBSE), Nishiganj, Cooch Behar. Post : PRT & TGT, Salary : 10K-20K. 7602506869 / 9064081181 / 727807150 (W). (C/113827)

•

রিপেয়ারিং শিখুন মাত্র ১ বছরে। ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, AC, ওয়াটার পিউরিফায়ার, গিজার। নিশ্চিত কাজের সুযোগ। ফোন - 9836710994. (M-112630)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 16/PS/PHD/2024-25, Date.-03/12/2024 and last date for submission of bids-11/12/2024 upto 1.30 pm**. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer,
Phansidewa Panchayet Samity

সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, তারিখ ঃ ০২-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং.ঃ ইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, কাজের নাম ঃ সিংঘাবাদ - সিংঘাবাদ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ করা। (ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি)। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৪,১৬,২৩৯.৯২ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,১৭,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও ডিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE

This is for the information of the public at large that the undersigned is one of the Co-owners of diverse lands situated in various Dags recorded in the owners name including land in L.R. Dag No. 24 & 78/492, in Mouza- Tari, J.L. No 68, within the ambit of Atharakhai 1 No. Gram Panchayat, District- Darjeeling, Police Station- Matigara, Pin 734013 (hereinafter referred to as the Said Property). The said Property is private property and any person attempting to transact with, encroach upon, enter into any contract concerning the said property under any purported document/s, shall do so at his/her/its/their own risk and peril as the said transaction shall not be under any legal mandate from the owners and any person, organisation having made any representation and/or intending to make any representation to any affiliating body, government department, local authority including the Office of the Atharakhai Gram Panchayet No. 1 and the BL & LRO which involves the said property shall do so at his own risk and peril and shall be responsible for the costs and consequences thereof.

Chandranath Dutta
Advocate, Calcutta High Court
10 Old Post Office Street
First Floor, Room No 21
Kolkata 700001
E mail : cndutta@gmail.com
9903478761, 8017398761

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায়, ৩/১২/২৪ তারিখে কোলকাতা হাইকোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি S. Chatterjee এবং Sourangsu Chatterjee একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113832)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 19.11.24 তারিখে Jalpaiguri E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kamlesh Kr. Singh এবং Kamalesh Kumar Singh একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113614)

•

I Puni Saura, W/o Dinesh Saura, Resident of Vill. Subhasini TG, Ps. Jaigaon, P.o. Hasimara, Dt. Alipurduar. Puni Oraonsaura is written in my SBI bank account. Puni Saura and Puni Oraonsaura were indentified as one and only person as affidavit in Alipurduar Magistrate Court. (C/113833)

•

আমি নিশা শাহ, পিতা, লক্ষ্মীনারায়ণ শাহ, স্থায়ী ঠিকানা ভগৎ সিং নগর, পোস্ট ও থানা জয়গাঁ, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল সার্টিফিকেটে আমার মায়ের নাম রীনা দেবী শাহ লেখা আছে। আমার পুরোনো পাসপোর্টে ও আমার মায়ের আধার কার্ডে রীনা শাহ লেখা আছে। আলিপুরদুয়ার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে রীনা দেবী শাহ ও রীনা শাহ এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলেন। (C/113834)

বিক্রয়

দেশবন্ধুপাড়া (টিকিয়াপাড়া) মেন রোড, দোকান বিক্রয় হইবে। মোঃ ৯০৪৬৫১০১১১ (C/113826)

•

জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়ায় মিলন বেকারির কাছে ১৪০০ স্কোয়ার ফুটের বাড়ি (২০১৯ সালে তৈরি, ২ কাঠার বেশি জমি) বিক্রি হবে। মোঃ 9635273473. (B/S)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সিনেমা

CINEMA

From 5th December
BISWADEEP
PUSHPA-2
Time : 12.45, 4.15, 7.15
Ticket : BC - 100/-
SPL - 50/-

SHOW TIME - 9.15 AM, 1.00 PM, 4.30 PM, 8.00 PM

আজ টিভিতে

প্রোডাকশন হাউস থেকে তিতিরকে লুক সেটের জন্য ডেকে পাঠায়। তিতির কি বাড়িতে জানিয়ে দেবে সে অভিনয়ে সুযোগ পেয়েছে? **চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭ **আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.৫৫ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০৫ বদনাম, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), ৯.৩০ স্বপ্ন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ মন মানে না, সন্ধ্যা ৭.০৫ মজনু, রাত ৯.৫০ তুমি আসবে বলে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ লাভ ম্যারেজ, সন্ধ্যা ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ অমানুষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রহমত আলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হিং টিং ছট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রত্যাঘাত

অমানুষ রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

হোটেল ট্রান্সিলভানিয়া ৩ বিকেল ৪.৫৬ **সোনি পিক্স**

মন মানে না বিকেল ৪.১৫ **জলসা মুভিজ**

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া দুপুর ১.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

Dinhata-I Panchayat Samity
Office of the Executive Officer
Dinhata-I : Coochbehar

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for NIT No- Din-I P.S./07/24-25, dated- 29.11.2024 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme. Details are shown in W.W.W.Wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 16.12.2024 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata-I : Coochbehar

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

E-Tender are invited for 15th C.F.C. scheme in different places of Sitai Panchayat Samity against the Tender Number is Sitai/06/2024. For details please visit http://wbtenders.gov.in and http://etender.wb.in the last date for submission of tender is 19/12/2024 (upto 10:00 A.M.)

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Tender Notice

DDP/N-29/2024-25, DDP/N-30/2024-25 & DDP/N-31/2024-25

e-Tenders for 27 (Twenty Seven) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-29/2024-25 & DDP/N-30/2024-25 is 19.12.2024 at 12:00 Hours & DDP/N-31/2024-25 is 26.12.2024 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুজাতিক কোনও সংস্থা থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। মিথুন : পরিশ্রম হলেও ফেলে থাকা কোনও কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে। কর্কট : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। ভেবে কাজ করুন। প্রেমে শুভ। সিংহ : সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ায় আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। প্রেমে সমস্যা কাটবে। কন্যা : আটকে থাকা টাকা আজ হাতে পেতে পারেন। পেটের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। তুলা : অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে আজ শুভ দিন। ফেলে রাখা কাজে হাত দিন, সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : অফিসের কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে সবার প্রশংসা পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে বিনা কারণে ভুল বুঝবেন। ধনু : সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। কোনও সৎব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হতে পারে। কুম্ভ : ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। মীন : মায়ের শরীর সেরে যাওয়ায় স্বস্তি। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে খরচ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৯ অঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ সুদি, ২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ১১।৫১। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।১৩। বৃদ্ধিযোগ দিবা ১।৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১। ৫১ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।১৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১১।৫১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৮ গতে ১।৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।১৫ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১১।৫১ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫১ গতে ২।৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ নবান্ন কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ঋষি অরবিন্দ ঘোষ তিরোভাব দিবস। শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের আবির্ভাব উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯।২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।৯ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196 MLD

মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

আটের পাতায়

অসমে প্রকাশ্য রাস্তায়, হোটেলে নিষিদ্ধ গোমাংস

আটের পাতায়

ভারতকে চোখরাঙানি

বাংলা, বিহার, ওড়িশা দখলের হুমকি বিএনপি'র

স্বস্তি ও অস্বস্তি ঢাকায় সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সভায় মুহাম্মদ ইউনূস। নীচে, খুলনায় বাসস্ট্যান্ড অবরোধে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : লাগাতার হিন্দু নির্যাতনের মধ্যেই ঢাকায় যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। তার আগেই ভারতকে কার্যত চোখ রাঙাল ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের সরকার। বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম একটি ফেসবুক পোস্টে নয়াদিল্লিকে বিঁধে লিখেছেন, ভারতের উচিত দ্ব্যর্থহীন ভাবে জুলাইয়ের অভ্যুত্থানকে স্বীকৃতি দেওয়া। সেটিকে উপেক্ষা করে নতুন বাংলাদেশের ভিত্তিস্থাপন করা উভয় দেশের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর হবে।'

মাহফুজ আলমের থেকে আরও এক কাঠি ওপরে উঠে ভারত থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশাকে আলাদা করার হুমকি দিয়েছেন বিএনপি'র সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি। তিনি এক বিক্ষোভ মিছিলে বলেন, 'ভারত যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে, আপনাদের যদি অশুভ ইচ্ছা থাকে তাহলে আমরাও বাংলা-বিহার-ওড়িশা দাবি করব। ভারতের শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে তারা বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল কবজা করে নেবে তাহলে আপনারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন।' রিজভি এদিন বলেন, 'জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে তরুণদের আত্মত্যাগ দেখে গোটা বিশ্ব কেঁদে উঠলেও ভারত এখনও শেখ হাসিনাকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।'

ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চলছে। ভারতের তরফে বারবার কড়া বার্তা দেওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারেনি ইউনুসের সরকার। এই পরিস্থিতিতে এদিন প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির নেতানেত্রীরা একটি বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার, আগরতলায় সহকারী হাই কমিশনে হামলা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'আজকের বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন ঠিকই। কিন্তু দেশের প্রশ্নে সকলেই ঐক্যবদ্ধ। ভারতের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালীভাবে সরকারকে সমাধানের কথা বলা হয়েছে। আওয়ামি লিগের আমলে গত ১৫ বছরের বেশি সময়ে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের যে অর্থনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের চেষ্টা, অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের চেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে বৈঠকে।' ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলি প্রকাশ করার পাশাপাশি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ দেশের জন্য ক্ষতিকর চুক্তি বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে বৈঠকে। ভারতকে মর্যাদাশীল এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করার পরামর্শও দিয়েছে দলগুলি।

ভারত-বাংলাদেশের তিক্ততা যখন বাড়ছে তখন ঢাকায় বসতে চলেছে দুই দেশের বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক। আগামী সপ্তাহে সেই বৈঠকে যোগ দিতে ঢাকা আসবেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। ১০ ডিসেম্বর ওই বৈঠক হতে পারে। বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আমরা চাই ভালো একটা সম্পর্ক। সেটা উভয় তরফেই হওয়া উচিত।' তবে পরিস্থিতি যে ক্রমশ কঠিন তার আঁচ মিলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম প্রধান উপদেষ্টাকে বলেছেন, বাংলাদেশ বিরোধী যে প্রচার চলছে তার জবাবে দুটি ভারতের তত্ত্বে শান দেওয়া উচিত। পালটা মিডিয়া সেল তৈরি করার কথাও বলেছেন তিনি। তবে রাজনৈতিক কারণে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলে আশাপ্রকাশ করেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। এদিকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ কেন্দ্রকে বলেছেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দেওয়া উচিত কেন্দ্রের। সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেওয়া হোক।' বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন মোদি সরকারকে।

দুশ্চিন্তার নাম যখন বাংলাদেশ

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। ওপারের আঁচ পড়েছে গৌড়বঙ্গেও। মালদার মহদিপুরে বাণিজ্যে অনাগ্রহী রপ্তানিকারকদের একাংশ। আতঙ্কে ওপারের স্বজনদের সঙ্গে প্রতীকী ভাষায় যোগাযোগ রাখছেন উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দারা। ভারতে আসা বাংলাদেশিরা চিকিৎসার অজুহাতে এপারে কিছুদিন আশ্রয় নিচ্ছেন।

মহদিপুরে বিলাপ, 'এই দেশ চাইনি'

অস্থির বাংলাদেশ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : অস্থির বাংলাদেশে হিংসাত্মক পরিস্থিতির সঙ্গে চলছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও। দেখা দিয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যে। ডলারের অভাবে কোনও ভারতীয় রপ্তানিকারক সংস্থা বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আগ্রহী নয়। বর্তমানে মহদিপুর স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য অনেক কমেছে বলে জানাচ্ছেন মহদিপুর কাস্টমসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট দেশদুলাল চ্যাটার্জি। শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু রপ্তানি করা হচ্ছে না। শুধু আমদানি-রপ্তানিই নয়, কমেছে দু'দেশের পর্যটকদের আনাগোনাও।

বুধবার মহদিপুর ইমিগ্রেশন অফিসের সামনে এক বাংলাদেশি পরিবার জরুরি কাজ সেরে দাঁড়িয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে ইতস্তত করছিলেন। শেষে জানালেন, তাঁর নাম জাহিরুল ইসলাম। বাড়ি বাংলাদেশের ভোলাহাটের *এরপর ছয়ের পাতায়*

'সুরক্ষিত' বলে ভারতেই ওঁরা

বিধান ঘোষ ও রূপক সরকার

হিলি, ৪ ডিসেম্বর : নিজের দেশে নিজেরাই সুরক্ষিত নয়। সংখ্যালঘুদের উপর যখন-তখন হতে পারে আক্রমণ। সারাক্ষণ এই আতঙ্কেই রয়েছে তারা। যাঁদের পুরোনো ভিসা রয়েছে, তাঁরা কিছুদিনের জন্য নিরাপদে থাকতে ভারতে আসছেন। যদিও ভারতে আসার কারণ হিসাবে নথিতে চিকিৎসার উল্লেখ করছেন বাংলাদেশিরা। তবে ভারতে থাকলে কিছুটা হলেও নিরাপদে থাকছেন তাঁরা। এই দাবি করছেন ভারতে আসা বা ভারত থেকে দেশে ফেরা বাংলাদেশিরা।

বর্তমানে বাংলাদেশিদের জন্য ভারতে আসার ভিসা বন্ধ করেছে কেন্দ্র। ভারতে চিকিৎসা করাতে আসা ক্যানসার আক্রান্ত কিশোর শর্মা বলেন, 'আমি বেশ কিছুদিন আগে ভারতে ক্যানসার চিকিৎসার জন্য এসেছি। যখন আসি তখন বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি ছিল না। এখন আতঙ্ক নিয়ে দেশে ফিরছি।'

বাংলাদেশি মুন্নি শর্মা জানাচ্ছেন, 'ভারত শান্তির জায়গা। ভালো লাগার জায়গা। এখানে আসতে বারবার মন চায়। বাংলাদেশের বর্তমান যা পরিস্থিতি তা খুবই ভয়ংকর। আমরা খুব আতঙ্কে রয়েছি, কখন কী হয়!'

বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা রাজেশ কুমার বলেন, 'ভারতে আসতে ভালো লাগে। কাকার চিকিৎসার জন্য এসেছি। কয়েকটা দিন নিরাপদে থাকতে পারব। তবে মন-প্রাণ দেশেই পড়ে রয়েছে। ওখানে আত্মীয়স্বজন থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু রয়েছে।'

হিলি ইমিগ্রেশন দপ্তর জানিয়েছে, *এরপর ছয়ের পাতায়*

'ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছি'

অস্থির বাংলাদেশ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : অশান্ত বাংলাদেশ। টিভির পর্দায় একের পর এক ঘটনার ছবি উদ্বিগ্ন করে তুলছে এপারকেও। ট্যাপের আশঙ্কায় কেউ ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছেন, কেউ আবার ভিসার অভাবে পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। কেউ আবার চিন্তিত, এই বুঝি আত্মীয়র উপর ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে। রায়গঞ্জের বাড়িতে বসে স্থির থাকতে পারছেন না ইটাহার হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকার (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সরকার (৭০)। তাঁদের আক্ষেপ, 'এই বাংলাদেশ আমার একদম অচেনা।'

বাংলাদেশে অমিত সরকারের দাদা, দিদি ও ভাইয়ের পরিবার থাকেন। কেউ থাকেন ঢাকায়, কেউ চট্টগ্রামে ও কেউ রংপুরে। প্রত্যেকেই প্রবীণ। তবে ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে পরিবার পেনশন পাচ্ছেন না। এক ভাইঝি জলসম্পদ বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত, তাঁকে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। এদিন হতাশার কথা শোনা গেল মধুছন্দা দেবীর মুখে মুখে। প্রবীণ শিক্ষকের *এরপর ছয়ের পাতায়*

তাহাদের কথা

মেলা নিয়ে মেলা কথা, ফিশফাশও কম নয়

শুভ সরকার

ক্যালেন্ডার কী বলছে, জানি না। তবে আসব আসব করতে করতে শীতকাল এসেই গিয়েছে। আর শীত নিয়ে অন্ত্যাক্ষরী খেলতে বসলে মিল গুনতে গুনতে হাজির হয়ে যায় পিঠেপুলি, পায়েস, নলেন গুড়, ভাপা পিঠে, পিকনিক আর অবশ্যই মেলা। থুড়ি মোচ্ছব। মেলা বিনা শীতকাল ভাবাই যায় না। সেই করোনাকালের পর থেকে এই গায়ে গা ঘষাঘষির কদর যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। মেলায় গাদাগাদি ভিড় আমাদের শারীরিক ওমটুকুর আঁচ পোহানোর সুযোগ করে দেয়।

কোচবিহারে রাসমেলা। আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসব। একটা শীতের গা ঘেঁষে। আরেকটা একেবারে মাঝশীতে। আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে নামের মধ্যে মেলা নেই বটে, তবে কে না জানে, গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই প্রতিবেশী জেলার দুই জমজমাট উপলক্ষ্যের দিকে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন দুই জেলা সদর ও আশপাশের বাসিন্দারা।

আর এই দুই মেলা ও উৎসবের মওকায় দিব্যি হাত সেঁকে নেন স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধিরা। সার্কাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দোকানপাট ইত্যাদি ছাপিয়ে একটা সময় তো ক্রমাগত কথা হতে থাকে রাজনৈতিক ফায়দা আর রাজনৈতিক কায়দা নিয়ে। কোচবিহার রাসমেলা। আদর করে বলতে গেলে, এ মেলার বয়সের গাছপাথর নেই। শতাব্দীপ্রাচীন তকমাটাও যেন কম পড়ে যায়। কত লোক আসে, কত দোকান বসে, আর সবথেকে বড় কথা, এর সঙ্গে কত আবেগ জড়িয়ে, তার ইয়ত্তা নেই।

এ মেলা এমন, যেখানে বাপঠাকুরদার স্মৃতিচারণ মিলে যায় নয়া প্রজন্মের খুদের টমটম গাড়ি কেনার বায়নায়। ভেটাগুড়ির জিলিপিতে কামড় বসালে কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যে রস, তা যতটা *এরপর ছয়ের পাতায়*

উচ্ছেদের প্রতিবাদে আর্থ মুভারের সামনে মহিলারা। বুধবার গঙ্গারামপুরে। - চয়ন হোড়। (খবর তিনের পাতায়)

রাজ্যে ষষ্ঠ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে নতুন পালক

'নেচার' ইনডেক্সে প্রথম ১০০-তে গৌড়বঙ্গ

সৌকর্য সোম ও সম্বিত গুপ্ত

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : বহু বিতর্ক ও অভিযোগ ঘিরে থাকলেও বিগত বেশ কিছুদিন ধরে গবেষণায় উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলেছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন নামী আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা, বিজ্ঞানীদের গবেষণার স্বার্থে বিদেশযাত্রা এমন নানা পালক জুড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে। মালদা ও দার্জিলিং-এর বায়ুদূষণের মাত্রা, ডিপ ফেক থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে অধ্যাপকের বিদেশপাড়ি এমন নানা সাফল্য রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুলিতে। এবারে অধ্যাপক সৌগত পাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার জন্য 'নেচার ইনডেক্স'-এর রসায়ন বিভাগের সামগ্রিক তালিকায় ৬৭তম স্থানে উঠে আসল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বখ্যাত 'নেচার' ইনডেক্স-এ সারা দেশের প্রথম ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জুড়ল গৌড়বঙ্গের নাম। 'নেচার' ইনডেক্সের অ্যাকাডেমিক তালিকায় ৮৮তম স্থানে রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম তিনে রয়েছে আইআইএসইআর (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ), আইএসিএস(ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স), আইআইটি (খড়্গপুর)। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ও ৪৯ স্থানে রয়েছে।

রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস গর্বের সঙ্গে জানান, 'গত ১ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় এক জোয়ার এসেছে। আমাদের গবেষকরা দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে সামগ্রিকভাবে গবেষণার উন্নতি, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার এক আদর্শ পরিবেশ তৈরি করেছে।'

২০১৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে বিশ্বের অন্যতম উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান জার্নাল 'নেচার'-এর তরফে চালু করা হয়, এই নেচার ইনডেক্স। যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণার বিচার করে এক তালিকা প্রকাশ করে। তবে এই তথ্যের তালিকায় আসা সহজ নয়, শুধুমাত্র নির্বাচিত ১৪৫টি জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলে তবেই এই ইনডেক্স-এর মূল্যায়নে আসা যায়।

প্রথম বিশ্বের তাবড় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে মালদার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উচ্চারিত হবে, যার জন্য ক্যাম্পাস জুড়ে এক খুশির হাওয়া।

> যেভাবে সৌগতবাবু এবং অন্য গবেষকরা মিলে কাজ করছিলেন, তাতে এটা পাওনাই ছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। যে নেচার জার্নাল নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রকাশ করে থাকে, সেখানে আমাদের স্থান পাওয়া এক চূড়ান্ত সাফল্য। ভবিষ্যতে আমরা এইভাবেই এগিয়ে যেতে চাই।
>
> **ডঃ বিবেকানন্দ মণ্ডল**
> ডিন অফ সায়েন্স, বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমশ কমে আসা শক্তির উৎস এবং বাড়তে থাকা জনসংখ্যার এই পৃথিবীতে বর্তমান সময়ে অপ্রচলিত শক্তি নিয়ে গবেষণার তাগিদ অগ্রাধিকার রাখে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সৌরশক্তি। তবে এই শক্তির উৎসের ব্যবহারে এখনও অনেক ফাঁক রয়েছে। আর এখানেই উল্লেখযোগ্য সৌগত পালের গবেষণা। সোলার প্যানেলে সূর্যের আলো ধরে রাখা, এখনও বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। এই বিষয়কে মাথায় রেখেই সৌগতবাবু প্যানেলের পারমাণবিক গঠন বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয়স্তরের বিভিন্ন সেমিনারে তাঁর এই গবেষণা বিশেষ খ্যাতি পেয়েছে।

আরও দূরে ...

রাজপথে ঘোড়ার গাড়ি। বুধবার ইংরেজবাজারে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

দুটি নয়া ট্রেনের প্রস্তাব সুকান্তের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের সঙ্গে সরাসরি দক্ষিণ দিনাজপুরের যোগাযোগ বাড়াতে নতুন বছরে এক জোড়া ট্রেন উপহার দিতে চান সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দীর্ঘদিন ধরে জেলার বাসিন্দাদের এই দাবিপূরণ করতে এবার উদ্যোগী হলেন সুকান্ত। পরিকাঠামোর অভাবে এতদিন দূরপাল্লার ট্রেন চালু নিয়ে ততটা আশান্বিত হত না বালুরঘাটবাসী। কিন্তু এবারে পিট ও সিক লাইনের কাজ প্রায় শেষের দিকে আসতেই, দূরপাল্লার ট্রেন চালু নিয়ে রেলমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

মঙ্গলবার রেলমন্ত্রকে অশ্বিনী বৈষ্ণোবের সঙ্গে দেখা করে বালুরঘাট থেকে বেঙ্গালুরু এবং বালুরঘাট থেকে গুয়াহাটি জোড়া ট্রেনের দাবি জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। শুধু তাই নয়, বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেল প্রকল্পের কাজ, গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনকে অমৃত ভারতের আওতায় আনা, রামপুরে শিলিগুড়ি ইন্টারসিটির দাঁড়ানো এবং হাওড়া আর তেভাগা, দৌলতপুর রেল স্টেশনে দাঁড়ানো সহ জেলার রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা দাবি লিখিতভাবে রেলমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সুকান্ত।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোবের সঙ্গে সুকান্ত।

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ি কিংবা কলকাতাগামী কয়েকটি ট্রেন ও দিল্লিগামী ট্রেন চলাচল করলেও, দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতের সাথে রেল যোগাযোগের দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দারা। সুকান্ত সাংসদ হবার পরে এই নতুন ট্রেনগুলি চালু করার জন্য উদ্যোগীও হয়েছিলেন। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে তিনি তা করতে পারেননি বলে বারবার আক্ষেপ করেন। বালুরঘাট রেল স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেন চালানোর জন্য পিট ও সিক লাইনের ব্যবস্থা ছিল না। সুকান্তবাবুর তৎপরতায় এই কাজগুলো প্রায় শেষ পর্যায়ে। তাই এবার দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতের ট্রেনের দাবি জোরাল হতেই রেলমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন সুকান্ত মজুমদার।

অবশ্য রেলমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করে রেল প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। জেলার আটকে থাকা রেল প্রকল্প যেমন বালুরঘাট-হিলি রেল প্রকল্প, বুনিয়াদপুর কালিয়াগঞ্জ নিয়েও কথা হয়েছে। এছাড়াও বালুরঘাট থেকে দুটি নতুন ট্রেন চালুর ব্যাপারে কথা বলেছি। পাশাপাশি রাজ্যের নানা রেল প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে ৬০ টির মতো প্রকল্প আটকে রয়েছে।'

যদিও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'সাংসদ শুধু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বালুরঘাটে এখনও রেলের কোনও প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।'

তরুণের মৃত্যুতে ফের উত্তেজনা চকপাড়ায়

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : জমিবিবাদে দুই শরিকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম এক ব্যক্তির মৃত্যু হল কলকাতার পিজি হাসপাতালে। মৃতের নাম নুর ইসলাম মণ্ডল(৩৫)। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বুধবার পর্যন্ত অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এমন ঘটনায় বোল্লা চকপাড়া গ্রামে ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় চলছে পুলিশের টহল।

জমির সীমানায় বেড়া দেওয়া এবং একটি পুকুরে যাওয়ার রাস্তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের শরিকি সম্পর্কের অবনতি বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। গত ২ ডিসেম্বর জমির সীমানা দিয়ে হেঁটে যাওয়া এবং একজনের জমিতে অন্যের বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়ার অভিযোগে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। দুই পক্ষের লোকজন একে অপরের উপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনায় তিনজনের মাথা ফেটে যায়। মোট চারজন রক্তাক্ত হন। আহতদের বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আহত নুর ইসলাম মণ্ডলকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ তিনি মারা যান।

পতিরাম থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি অরুণাংশু ঘোষ জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজন অভিযুক্ত মহিলা ঘটনার পর গা-ঢাকা দিয়েছেন।'

রায়গঞ্জে পুড়ে ছাই বিস্কুট কারখানা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : শীতের রাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল একটি বিস্কুট কারখানা। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন সোহারই মোড় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল এবং রায়গঞ্জ থানার পুলিশবাহিনী। দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, প্রথমে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় বিষয়টি তখন কারও নজরে আসেনি। এরপর আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নেয় ওই কারখানাটিকে। কারখানার দ্বিতীয় এবং তৃতীয়তলেও ছড়িয়ে পড়ে আগুন। জড়ো হতে শুরু করেন এলাকার মানুষজন। খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। পরে কালিয়াগঞ্জ এবং ডালখোলা থেকে আরও দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকলের মোট চারটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়।

এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ জখম না হলেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। আশপাশে একাধিক গোডাউন ও জনবসতি থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সুশান্ত বর্মন বলেন, 'এতবড় কারখানায় কোনও অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র নেই। দমকলের উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় যে-কোনও মুহূর্তে কারখানার আগুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। আশপাশে প্রচুর মানুষের বাড়ি ও গোডাউন রয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণ না করলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। স্থানীয়রা আতঙ্কে রাত জেগে রয়েছেন।'

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি। তিনি বলেন, 'এটি সংগঠনের এক সদস্যের কারখানা। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আমরা এসেছি। দমকলবাহিনী তৎপরতার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই কারখানায় স্ন্যাকস এবং বিস্কুট তৈরির কাঁচামাল ছিল। শর্টসার্কিট থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছাড়া কোনও কারখানা লাইসেন্স পায় না। এখানে সেই ব্যবস্থা ছিল। হয়তো কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছে। তবে প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

দাউদাউ করে জ্বলছে কারখানা। বুধবার রায়গঞ্জে তোলা সংবাদচিত্র।

পাঁচ বিঘা জমির ধানে অগ্নিসংযোগ

আজাদ

মানিকচক, ৪ ডিসেম্বর : গত মঙ্গলবার পাঁচ বিঘা জমির ধান কেটে বাড়ি থেকে একটু দূরে পালা দিয়েছিলেন ভাগচাষি সুরেশ মণ্ডল। ফলন ভালো হওয়ায় খুশি ছিলেন তিনি। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তাঁর মুখের হাসি বদলে গিয়েছে কান্নায়। মঙ্গলবার সন্ধেয় কেউ বা কারা আক্রোশবশত তাঁর ধানের পালায় আগুন দিয়েছে। খবর পেয়ে ছুটে এসে সুরেশবাবু দেখেন, সব শেষ। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। এই ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়েছে মানিকচকের জোতপাট্টা এলাকায়।

ভাগচাষি সুরেশবাবু স্থানীয় উগরিটোলা গ্রামে অন্যের প্রায় সাত বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় ব্যাপক ফলন হয়েছিল। সোমবার প্রায় পাঁচ বিঘা জমির ধান কেটে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। ধান রাখা হয়েছিল বাড়ি সংলগ্ন একটি ফাঁকা জায়গায়। ধান ঝাড়াই করার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। বৃহস্পতিবার থেকেই ধান ঝাড়াই হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই ঘটে যায় এই ঘটনা। গতকাল সন্ধেয় হঠাৎ করে ধানের পালায় আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ধানের পালা। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও অসফল হয়। ছাই হয়ে যায় পাঁচ বিঘা জমির ধান।

স্থানীয় গোবিন্দ মণ্ডল বলেন, 'আক্রোশবশত কেউ এই আগুন লাগিয়েছে। ঘটনাস্থলে কাপড় লাগানো একটি বাঁশ পাওয়া গিয়েছি। আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।'

কাঁদতে কাঁদতেই সুরেশবাবু বলেন, 'এই ধান বিক্রি করে আমাদের এক বছর সংসার চলত। এখন কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। জমিতে কাজ করা শ্রমিক থেকে জমির মালিককে টাকা দিতে হবে। কোথা থেকে দেব? প্রশাসন আমাকে আর্থিক সাহায্য করুক।'

ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভাগচাষি সুরেশবাবু। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মাথায় হাত। পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বুধবার তোলা সংবাদচিত্র।

তৃণমূল নেতার ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হল তৃণমূলের বুথ সভাপতির নাবালক ছেলের দেহ। এই ঘটনায় বুধবার চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের মালঞ্চা বালিন্দর গ্রামে। মৃত নাবালকের নাম সমিত বর্মন (১৭)। সে স্থানীয় একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ত। তার বাবা নারায়ণ বর্মন তৃণমূলের বুথ সভাপতি। বুধবার দুপুরে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। যদিও কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সমিত। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্যরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তবে স্থানীয় কয়েকজন জানিয়েছেন, মোবাইল আসক্তির জন্য সমিতকে বকাবকি করেছিলেন অভিভাবকরা। সেই কারণেই হয়তো অভিমানে আত্মঘাতী হয়েছে সে।

সমিতের মামা সুকান্ত বর্মন বলেন, 'যে সময় ও আত্মঘাতী হয়েছে তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। কেন ও এমনটা করল আমরা কেউ বুঝতে পারছি না।'

উচ্চমাধ্যমিক প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সতর্ক সংসদ

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : আগামী বছরের গোড়াতেই শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিক। সেই পরীক্ষা সার্বিকভাবে সুসম্পন্ন করতে দায়বদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বুধবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার অডিটোরিয়ামে আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা শোনালেন সংসদ সভাপতি ডঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

তাঁর বক্তব্য, 'এই বছর প্রশ্নপত্র খোলা হবে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের সামনে। পরীক্ষার্থীদের হয়রানি রুখতে এবারই প্রথম অ্যাডমিট কার্ডে ছাপানো থাকবে পরীক্ষার সেন্টারের নাম।'

এছাড়াও মোবাইল ফোন নিয়ে কড়া মনোভাব নিয়েছে সংসদ। তিনি জানান, 'প্রতিটি পড়ুয়াকে মেটাল ডিটেকটর দিয়ে পরীক্ষা করা হবে, পাশাপাশি, প্রতিটি প্রশ্নপত্রে আলাদা আলাদা নম্বর, কিউআরকোড থাকবে। এদিন পরীক্ষা নিয়ে সংসদে আয়োজিত এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি পম্পা পাল সহ একাধিক পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক ও আধিকারিকরা।'

সভাধিপতির গাড়ি ঘেরাও, নেতৃত্ব দিলেন মীনাক্ষী

ধুন্ধুমার কাণ্ড মালদা পুলিশ সুপারের দপ্তরে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : বামফ্রন্টের ছাত্র, যুব ও মহিলা মোর্চার ডাকে পুলিশ সুপারের অফিস অভিযান ঘিরে বুধবার ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল। জোড়া ব্যারিকেড ভেঙেও পুলিশ সুপারের দপ্তরে পৌঁছাতে না পেরে গৌড় রোড মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাম কর্মী-সমর্থকরা। ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভের মুখে পড়েন জেলা পরিষদের তৃণমূলের সভাধিপতি। 'চোরদের সরকার', 'গো-ব্যাক' স্লোগানের মুখে পড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরতে হয় তাঁকে।

বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ মালদা শহরের রথবাড়ি মোড় থেকে মিছিল করে পুলিশ সুপার দপ্তরের উদ্দেশে রওনা দেন বামফ্রন্টের ছাত্র, যুব ও মহিলা মোর্চার সদস্যরা। মিছিলে পা মেলান ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ জেলা নেতৃত্ব।

বামেদের অভিযান ঘিরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল পুলিশ সুপারের দপ্তর। দুটি ব্যারিকেড ভেঙে বাম সমর্থকরা এগিয়ে গেলেও বাঁশের বিশাল ব্যারিকেডের সামনে থামতে হয় তাঁদের। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিযানকারীরা পুলিশ সুপারের দপ্তর ছেড়ে গৌড় রোড মোড়ে ফিরে এসে অবরোধ শুরু করেন। সেই সময়ই ওই রাস্তায় এসে পৌঁছোয় জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মনের গাড়ি। তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাম সমর্থকরা। 'চোর ধরো জেল ভরো, চোরেদের সরকার আর নেই দরকার' স্লোগান চলতে থাকে। বাম সমর্থকদের স্লোগানের মুখে পড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরতে হয় সভাধিপতিকে। ঘণ্টাখানেক অবরোধের পর বামফ্রন্টের এক প্রতিনিধিদল পুলিশ সুপারের দপ্তরে ডেপুটেশন দিলে অবরোধ উঠে যায়।

> পুলিশ সুপাররা কি মানুষের জন্য রয়েছেন? নাকি থানাগুলোকে যেমন তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত করা হয়েছে, তেমনই পুলিশ সুপার তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছেন? আমরা অবরোধ করছি। পুলিশ সুপার কী পদক্ষেপ করছেন তার উপর আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি হবে।
>
> **মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়**
> রাজ্য সম্পাদক, ডিওয়াইএফআই

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মীনাক্ষী বলেন, 'সারা রাজ্যের মতো মালদা জেলাতেও নেশার কারবার, পাচার, খুন সবই হচ্ছে। রাস্তায় টোটো চললেও তৃণমূল নেতাদের টাকা দিতে হচ্ছে। পুলিশ সব জেনেও নিষ্ক্রিয় কেন? তবে কি পুলিশ শুধু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাস-ট্রাক থেকে তোলা আদায় করার জন্য? পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে আজ আমরা ছাত্র, যুব, মহিলা সকলে মিলে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম।'

তাঁর ক্ষোভ, 'পুলিশ সুপার ব্যারিকেড দিয়ে, বাঁশের খাঁচা তৈরি করে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের লোকজন প্রস্তুতি নিয়েছেন, আমাদের ডেপুটেশন কপি রাখা আছে। যদি তাঁদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও সাহস থাকে তবে তাঁরা আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। নয়তো গোটা মালদা জেলা একথা বলবে।'

মীনাক্ষী আরও বলেন, 'পুলিশ সুপাররা কি মানুষের জন্য রয়েছেন? নাকি থানাগুলোকে যেমন তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত করা হয়েছে, তেমনই পুলিশ সুপার তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছেন? আমরা রাস্তা অবরোধ করে বসেছি। পুলিশ সুপার কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন তার উপর আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি হবে।'

বামফ্রন্টের বিক্ষোভে মুখে পড়েও কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। তবে গাড়ি থেকেই পুরো ঘটনা তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছেন।

বিষপানের জেরে মৃত্যু

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : আর্থিক অনটনে ছিলেন। তাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। অবশেষে বিষ পান করে কিছুদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম জয়দেব সরকার (৩৫)। তিনি পুরাতন মালদার মহাদেবপুর নেমুয়া এলাকার বাসিন্দা। পরিবার জানিয়েছে, ২৬ নভেম্বর মানসিক অবসাদের জেরে বাড়িতেই বিষ পান করেন তিনি। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উদ্ধার গন্ধগোকুল

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : পাচারের আগে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হল একটি এশিয়ান পাম সিভেট ক্যাট। মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ রায়গঞ্জের বারদুয়ারি হাট সংলগ্ন এলাকা থেকে ছোট খাঁচায় বন্দি অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে এই গন্ধগোকুলকে। কেউ বা কারা পাচার বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এই লুপ্তপ্রায় সিভেট ক্যাটকে নিয়ে এসেছিল বলে জানা গিয়েছে। পরে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ধৃত বিহারের পকেটমার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ ডিসেম্বর : প্রকাশ্যে ভরা বাজারে পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ল বিহারের এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার মশালদহ পঞ্চায়েতের করিয়ালি বাজার এলাকায়। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ হালিম। বাড়ি বিহারের গোলাগার এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে করিয়ালি বাজারে স্থানীয় এক ব্যক্তির পকেট মারতে গিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের হাতে ধরা পড়ে ওই ব্যক্তি। এরপরই স্থানীয়রা কিছুক্ষণ ওই ব্যক্তিকে আটকে রাখেন এবং তারপরে ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

হরিরামপুর, ৪ ডিসেম্বর : বাইক ও চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক কিশোরের। তার নাম কবিরুল ইসলাম (১৭)। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গোপালপুর গ্রামে। আহত হয়েছেন বাইকচালক ডিলার হোসেন। হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার জানিয়েছেন, 'আজ সকাল দশটা নাগাদ হরিরামপুর থেকে একুশ মাইল যাওয়ার রাস্তায় গোপালপুর গ্রামের আগে দুর্ঘটনাটি ঘটে।'

হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি মোস্তফা কামাল জানিয়েছেন, 'মৃত কবিরুল ইসলাম ও তাঁর দাদা ডিলার হোসেন দু'জনেই আখিরাপাড়া গ্রামে তাঁদের মাসির বাড়ি থেকে হরিরামপুর হয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরছিল। গোপালপুরের আগে উলটো দিক থেকে আসা একটি মারুতি তাঁদের বাইকটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। কবিরুল এবং ডিলার দুজনেই পাকা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় বাইকচালক ডিলার হোসেন ও বাইকের পেছনে বসে থাকা কবিরুল ইসলামকে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত ডাক্তার কবিরুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

রক্তসংকট মেটাতে শিবিরের ডাক

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : রক্তশূন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল। সেই সঙ্গে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে চাহিদা মাফিক জোগান নেই রক্তের। ফলত রক্তসংকটে ভুগছে মুমূর্ষু রোগীরা। তার উপর সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে থ্যালাসিমিয়া আক্রান্তরা।

রক্তদাতাকে (ডোনার) খুঁজে সময়মতো হাসপাতাল ক্যাম্পাসে হাজির করাতে গিয়ে রোগীর মৃত্যুর ঘটনা এখন জেলার রোজকারের রুটিন। বস্তুত, জেলার দুই প্রান্তে মাত্র দু'টি সরকারি ব্লাড ব্যাংক । রায়গঞ্জ মেডিকেল এবং ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল। কিন্তু দু'টি ব্লাড ব্যাংক কার্যত রক্তহীন। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক রক্তদাতারাই একমাত্র ভরসা বলে জানান ব্লাড ব্যাংকের বিভাগীয় প্রধান সঞ্জয় দে। সম্প্রতি রক্তদান শিবির হলেও প্রতি শিবির থেকে মাত্র ১০ থেকে ১২ পাউচ রক্ত পাওয়া যাচ্ছে।

বুধবার রায়গঞ্জ মেডিকেলে সব মিলিয়ে ১০ ইউনিট রক্ত মজুত ছিল। মেডিকেলের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'রক্তদান শিবির গড়ার জন্য জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানানো হয়েছে।' জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণ শর্মা বলেন, 'রক্তদান শিবিরের আয়োজন না হলে ব্লাড ব্যাংকের সংকট কাটবে কীভাবে?'

বন্ধ গোডাউন, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

কুমারগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকের গোবিন্দপুর এলাকায় কয়েকবছর আগে প্রায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ব্যবসায়ীদের জন্য তৈরি হয়েছিল একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছিল বিশালাকার গোডাউন, পানীয় জলের মেশিন এবং শৌচাগার। সোমবার ও শুক্রবার এখানে হাট বসে, যেখানে ব্যবসায়ীরা পণ্য কেনাবেচা করেন। কিন্তু এতবড় প্রকল্প এখন কার্যত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গোডাউনটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। শেষবার কবে এটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তা কেউ জানে না। শৌচাগারগুলোও সম্পূর্ণ অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়েছে। দরজাগুলি চুরি হয়ে গিয়েছে এবং ভিতরের অবস্থা অত্যন্ত নোংরা। পানীয় জলের মেশিন থেকেও সঠিক পরিমাণে জল সরবরাহ হয় না। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পুরো প্রকল্পটিই নষ্ট হতে বসেছে।

মোহনা পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীল সরকার জানান, 'গোডাউনটি ব্যবসায়ীরা কেউ ব্যবহার করেন না, তাই এটি বন্ধ। শৌচাগারগুলো ঠিক করার প্রয়োজন আছে।' তবে স্থানীয়দের মতে, গোডাউনের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রশাসনের উদ্যোগ প্রয়োজন।

শেষ হল পরখ রাষ্ট্রীয় সার্ভে

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার দুপুরে জেলার নির্বাচিত স্কুলগুলিতে অনুষ্ঠিত হল পরখ কর্মসূচি। এতে জেলার ৮০টি স্কুলের প্রায় ৩ হাজার পড়ুয়া অংশ নেয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার কোঅর্ডিনেটর অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'গোটা জেলায় বেশ কিছুদিন ধরে অনলাইন ট্রেনিং হয়েছে। এদিন ৮০ জন অবজার্ভারকে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এতে ৯৪ জন ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর কাজ করেছে। এতে তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণির সার্ভে হয় ৬০ মিনিটের। এছাড়া ২ ঘণ্টার পরীক্ষা হয় নবম শ্রেণির জন্য। পরীক্ষা দিয়ে খুশি পড়ুয়ারাও।'

পাখিদের বাঁচাতে সচেতনতা অভিযান

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : শীতের মরশুম শুরু হতেই বালুরঘাট সংলগ্ন বিভিন্ন জলাশয়ে এসে গিয়েছে পরিযায়ী পাখির দল। দিঘির জলে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে তারা। কিন্তু মানুষ এখনও তাদের বিরক্ত করে চলছে। পাখিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করল দিশারি সংকল্প সংস্থা। পাখিদের উত্ত্যক্ত করার খবর পেয়ে কামারপাড়ার কাছেই চকমাধব ও মারগ্রাম গ্রামে সচেতনতা অভিযান করলেন সংস্থার সদস্যরা। গত তিনদিন ধরে চলছে তাদের এই অভিযান।

ইতিমধ্যেই এই দুই এলাকার জলাশয়ে দেখা দিয়েছে লেসার হুইসলিং ডাক। গ্রামেগঞ্জে সাধারণভাবে বালিহাঁস নামে পরিচিত হয় এই পাখি। তবে সেটা

প্ল্যাকার্ড হাতে খুদেরা। বুধবার বালুরঘাটে তোলা সংবাদচিত্র।

একদমই ঠিক নয়, এর নাম সরাল। এলাকার মানুষজন গুলতি দিয়ে তাদের মারছে বলে অভিযোগ ওঠে। এমনকি মাংস খাওয়ার লোভে তাদের ধরারও চেষ্টা চলছে। সূর্য যখন অস্তাচলে তখন একটু একটু করে ঘরে ফিরে আসছে সরালেরা। এ যেন তাদের নিজেদেরই ঘর। চকমাধবের পুকুরে বাঁশের উপরে সারিসারি বসে থাকে তারা। জলের নীচে মাথা ঢোকায় খাবারের খোঁজে। এমনটাই জানালেন চকমাধব গ্রামের বাসিন্দা সুনীল বর্মন। এই গ্রামের জলাশয়টিকে কেউ কেউ বলে মরা পুকুর। আবার কেউ কেউ বলে বড় পুকুর। অতীতে এই পুকুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে দিত বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ। এখান থেকেই এই পুকুরের নাম হয়েছে মরা পুকুর। গ্রামবাসীরা জানালেন, এই চকমাধব গ্রামের পাশেই রয়েছে মাড়গ্রাম। সেখানেও এই পরিযায়ী পাখিদের দেখা যাচ্ছে। চকমাধব গ্রামের মিঠু প্রামাণিক বলেন, 'বেশ কিছুদিন থেকেই পাখিরা এই জলাশয়ে আসছে।'

পরিবেশপ্রেমী সংস্থার তরফে গ্রামের খুদে ও বাসিন্দাদের মধ্যে এই পাখিগুলি সম্পর্কে সচেতনতা অভিযান করা হয়। সেখানে গিয়ে সদস্যরা পরিযায়ী পাখিদের আমাদের পরিবেশের সম্পদ বলে জানান। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে পাখিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওরা আমাদের অতিথি। ওদের কোনওভাবেই অত্যাচার বা বিরক্ত করা যাবে না। বরং আগলে রাখতে হবে। এই কথা গ্রামের বিভিন্ন বয়সিদের মধ্যে এবং ছোট ছোট ছাত্রদের মধ্যে বার্তা হিসেবে পৌঁছে দিচ্ছে সদস্যরা।'

খুদে পড়ুয়া বিশ্বনাথ সিং, শান্তনু বর্মন, শুভ বর্মন, শুভম বর্মনরা তাদের কথা শুনে জানায়, 'আমরা ওদেরকে মারি না। আর অন্য কেউ মারলে তাদেরকে বোঝাবো।'

দিশারি সংকল্পের পক্ষে প্রদীপ কর চৌধুরীরা বলেন, 'আমরা খবর পেয়েছিলাম এই দুই জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিরা আসছে এবং মানুষরা তাঁদের বিরক্ত করছে। তারপরেই এলাকায় গিয়ে মানুষদের বুঝিয়েছি পরিযায়ী পাখির বাসস্থানযোগ্য পরিবেশ ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের রক্ষা করতে হবে। সেই কারণেই এই অভিযান।'

তুইও শীতকাতুরে, আমিও... *বুধবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।*

রায়গঞ্জে রাতভর ঘেরাও, অসুস্থ উপাচার্য

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ অন্যান্য আধিকারিকদের রাতভর ঘেরাও রেখে চলে বিক্ষোভ। অসুস্থ হয়ে পড়েন উপাচার্য দীপককুমার রায়। পরিস্থিতি দেখে তাঁকে তড়িঘড়ি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করান আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা। তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির পাশাপাশি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা এই ঘেরাওয়ে অংশ নেন। শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা তপন নাগের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতভর নিজের দপ্তরে আটকে থাকায় অসুস্থ হন উপাচার্য।

এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজবংশী শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে বিক্ষোভ দেখান। তারা আন্দোলনরত তৃণমূল শিক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যার জেরে বুধবারও দিনভর অশান্তি জারি থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। অধিকাংশ বিভাগে ক্লাস হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাফাই হয়নি। উপাচার্যের গাড়ি ক্যাম্পাসের মধ্যে আটকে রাখেন আন্দোলনরত কর্মীরা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা শুভাশিস ঝা বলেন, 'উপাচার্য পুরোপুরি ব্যর্থ। উনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারছেন না। তাই ওনার পদত্যাগ চাই আমরা।

> আমরা কাউকে আটকে রাখিনি। ওঁনারা নিজেরাই ভেতরে ছিলেন। রেজিস্ট্রার সহ অন্যরা সকালে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। উপাচার্য চেম্বারে ছিলেন। ওঁর শরীর ভালো লাগছে না শুনেই তাঁকে আমরা ভর্তি করেছি।
>
> **সুবীর চক্রবর্তী**
> আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মী

আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারী তপন নাগের সাসপেনশন প্রত্যাহার করলেও তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দিতে চাইছেন না উপাচার্য। এরই প্রতিবাদে আমাদের বিক্ষোভ। রাতে পুলিশ আসে ক্যাম্পাসে এবং চিকিৎসক দেখে যান উপাচার্যকে। সকালে রেজিস্ট্রার সহ অন্যান্যরা বাড়ি গেলেও উপাচার্য চেম্বারেই থাকেন। জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ উপাচার্য জানান, শরীরটা ভালো লাগছে না। তাড়াতাড়ি আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা তাঁকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। তাঁকে ভর্তি করা হয়। উপাচার্য জানান, 'গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। সারা রাত বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকায় প্রেশার আপ-ডাউন করেছে। তাই শরীরটা ভালো নেই।'

আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মী বিজয় দাস, সুবীর চক্রবর্তী জানান, 'আমরা কাউকে আটকে রাখিনি, ওনারা নিজেরাই ভেতরে ছিলেন।' বিকেলে বেশ কিছু অধ্যাপক রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দেখা করে উপাচার্যের খোঁজখবর নেন। অধ্যাপক সৌমেন সাহা বলেন, 'আমরা চাই যে কোনও মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক। তাই আজ বিষয়টি নিয়ে রেজিস্ট্রারের সঙ্গে আলোচনা করলাম।' রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার জানান, উপাচার্য সুস্থ হয়ে ফিরলে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ফিরতে বাধ্য হলেন কর্তারা

'বিষ দিন, নইলে থাকার জায়গা দিন'

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ৪ ডিসেম্বর : 'স্যর, হয় আমাদের বিষ দিন। নয় তো ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকার জায়গা দিন।' বাড়ি বাঁচাতে আর্থমুভারের সামনে বসে এভাবে আর্তনাদ করলেন গৃহবধূরা। প্রশাসনের উচ্ছেদ ঘিরে বুধবার এমনই প্রতিরোধ গড়ে উঠল গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙাপাড়ার করিয়াল গ্রামে।

গঙ্গারামপুর থানার ঠ্যাঙাপাড়া করিয়াল গ্রামের বাসিন্দা দীপঙ্কর রায়। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে তিনি পেট্রোল পাম্প তৈরির অনুমোদন পান। সেজন্য পিডব্লিউডির জায়গা লিজ নেন তিনি। কিন্তু ওই জায়গার সামনে পিডব্লিউডির জায়গায় বেশকিছু বাড়িঘর থাকায় সমস্যা তৈরি হয়। এনিয়ে গত কয়েক বছর ধরে টানাপোড়েন চলছিল। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন দীপঙ্করবাবু। হাইকোর্টে মামলা করেন তিনি। ২০২২ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে বাড়িঘর উচ্ছেদে নেমে ছিল পিডব্লিউডির ও পুলিশ। সে সময় কয়েকটি বাড়ি উচ্ছেদ করে প্রশাসন। তারপর কেটে গেছে প্রায় দুই বছর। ফের দুই বছর পর বুধবার করিয়াল গ্রামে পিডব্লিউডি জায়গা থেকে বাড়িঘর উচ্ছেদ করতে হাজির হয় পুলিশ ও পিডব্লিউডির আধিকারিকরা। বাড়ি উচ্ছেদ করতে নিয়ে আসা হয় আর্থমুভার। বিচ্ছিন্ন করা হয় বিদ্যুৎ পরিষেবা। উচ্ছেদের শুরুতে বাড়ি বাঁচাতে আর্থমুভারের সামনে জীবন দিতে তৈরি হয়ে যায় গৃহবধূরা। আর্থমুভারের সামনে বসে আর্তনাদ করতে থাকেন। প্রশাসন ও পিডব্লিউডি আধিকারিকদের গৃহবধূরা হুমকি দেন হয় আমাদের বিষ দিন, না হলে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন।

উচ্ছেদ ঘিরে করিয়াল গ্রামে বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। দীর্ঘসময় পর পুলিশ প্রশাসন ও পিডব্লিউডি আধিকারিকরা চেষ্টা করেন উচ্ছেদ অভিযান চালানোর। শেষে উচ্ছেদ করতে না পেরে ফিরে যান তাঁরা। তবে খুব তাড়াতাড়ি জায়গা ফাঁকা করার নির্দেশ দিয়ে যান পিডব্লিউডির আধিকারিকরা। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পিডব্লিউডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুণ্ডু, গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র প্রমুখ।

গৃহবধূ টুম্পা ঘোষ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বসবাস। একজনের ব্যবসার স্বার্থে

উচ্ছেদের মুখে মরিয়া চেষ্টা মহিলাদের। বুধবার। - চয়ন হোড়

১৫টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। উচ্ছেদের জন্য আমাদের বিদ্যুৎ পরিষেবা দুইদিন আগে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা চলছে। উচ্ছেদের চিন্তায় ওরা পড়াশোনা করতে পারছে না।'

টুম্পাদেবী বলেন, 'বাড়ি ভেঙে দিলে আমরা কোথায় যাব। আমাদের যাওয়ার জায়গা নেই।'

পিডব্লিউডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুণ্ডু বলেন, 'করিয়াল গ্রামে এসেছিলাম। যাঁরা এখানে থাকেন তারা বিরোধিতা করলেন, ভাঙতে দিলেন না। আমরা রিপোর্ট দেব। এরপর মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কাজ করা হবে।'

বিয়ের দু'বছরেও মেলেনি রূপশ্রী

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৪ ডিসেম্বর : বিয়ের পর দু'বছর হয়ে গিয়েছে। এখনও পাননি রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা। এবার এমনই অভিযোগে সরব হলেন করণদিঘির লাহুতারা-২ পঞ্চায়েতের বুধরার দীপা সিংহ।

অভিযোগ, বিয়ের দিন সরকারি আধিকারিকরা পর্যবেক্ষণে আসেন। সব কিছু দেখে চলে যান। তারপরেও অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢোকেনি। বেশ কয়েকবার বিডিও অফিসেও গিয়েছেন। ফিরে আসতে হয়েছে খালি হাতে। তবু কোনও লাভ হয়নি।

বুধরার বাসিন্দা হরি সিংহের মেয়ে দীপা সিংহের বিয়ে হয়েছিল ২০২২ সালের ৩ মার্চ। তারপরেও টাকা ঢোকেনি অ্যাকাউন্টে। দীপার মা অমিতা সিংহ বলেন, 'মেয়ের বিয়ে দিয়েছি দুই বছর পার হয়ে গেল। এখনও রূপশ্রীর সুবিধা পেলাম না। আমরা গরিব মানুষ। ধারদেনা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। রূপশ্রীর টাকাটা পেলে কিছু সুবিধা পেতাম।'

মায়ের মতোই আক্ষেপ শোনা গেল দীপার কথায়। জানালেন, 'আমার বিয়ের দিন রূপশ্রীর ব্যাপারে তদন্ত করতে দুজন অফিসার এসেছিলেন। তারপর তো আমি শ্বশুরবাড়ি চলে যাই। কত বার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দেখেছি। মা, বাবা-কে বিডিও অফিসে পাঠিয়েছি। তবুও রূপশ্রীর টাকা পেলাম না।'

ওই পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধানের স্বামী জানে আলম জানান, 'হরি সিংহ ২০২২ সালে লাহুতারা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। একই দিনে ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দেন তিনি। আমিও বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলাম।'

হরি সিংহের আক্ষেপ, 'মেয়ের রূপশ্রীর টাকা পাইনি এখনও। বিডিও অফিসে একাধিকবার গিয়েছি। দপ্তরের আধিকারিকরা আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু আজ অবধি টাকা মেলেনি।'

প্রশ্ন উঠছে, রূপশ্রীর সুবিধা তা হলে ঠিক কত দিনে পাওয়া যায়? সরকারি সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষকেই বা কত দিন অফিসে অফিসে ঘুরতে হবে? ওই ব্লকের বিডিও বাপ্পাদিত্য রায়ের মন্তব্য, 'তদন্ত রিপোর্ট জেলায় পাঠানো হয়েছিল। উপোভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভুল থাকায় টাকা ঢোকেনি। উপোভোক্তাকে জেলায় যোগাযোগ করতে হবে।'

অভিযোগ

- বিয়ে হয়েছিল ২০২২ সালের ৩ মার্চ
- বিয়ের দিন সরকারি আধিকারিকরা পর্যবেক্ষণে আসেন
- সবকিছু দেখে যাওয়ার পরেও অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢোকেনি
- বেশ কয়েকবার বিডিও অফিসে গিয়েও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে

ধারদেনা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। দুই বছর পার হয়ে গেল, এখনও রূপশ্রীর সুবিধা পেলাম না। আমরা গরিব মানুষ। রূপশ্রীর টাকাটা পেলে কিছুটা সুবিধা হত।

অমিতা সিংহ, মা

বিষপানে মৃত প্রৌঢ়া

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : বিষপানে এক প্রৌঢ়ার চিকিৎসাধীন অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেলে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য কুনোর এলাকায়। বুধবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। মৃত প্রৌঢ়ার নাম কান্তি মাহাতো(৫৯)। বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার কুনোর এলাকায়। প্রৌঢ়ার ছেলে বিপুল মাহাতো জানান, 'বুধবার গভীর রাতে নিজের বাড়িতেই বিষ খেয়ে নেন। সকালে বাড়ির লোকজন জানতে পেরে তড়িঘড়ি রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। এদিন দুপুরে মৃত্যু হয় তাঁর।'

সরকারি দাম না মেলায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : জেলার কোথাও কোনও কৃষক সরকারি দামে রাসায়নিক সার পান না। এমনকি তাঁরা সরকারি নির্ধারিত ধানের সহায়কমূল্যও পান না। অনেক কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ধান বিক্রয়কেন্দ্রে ঢুকে পড়ছে ফড়েরা। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে সরব হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষক সমিতির সদস্যরা। বুধবার জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা একজোট হয়ে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হন। পরে কৃষকদের একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন।

কৃষকদের বক্তব্য, দিনরাত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করছেন তাঁরা। কিন্তু এই কৃষক সমাজই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে শোষণের শিকার। রাসায়নিক সার কিনতে গিয়ে নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে তাঁদের। সারের বস্তায় যে দাম উল্লেখ রয়েছে, তার থেকে প্রায় দ্বিগুণ দামে তাঁদের সার কিনতে হচ্ছে। সরকারিমূল্যে জেলার কৃষকরা যাতে রাসায়নিক সার পান সেই দাবিতে কৃষকরা বিক্ষোভ করেছিলেন। প্রশাসনিক স্তর থেকে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু জেলার কোনও কৃষক এখনও পর্যন্ত সঠিকমূল্যে সার কিনতে পারছেন না। পাশাপাশি, জেলায় ধানের সহায়কমূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে তাঁদের ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। নিয়মের বেড়াজালে সরকারিভাবে সব কৃষক ধান বিক্রি করতে পারছেন না। ফড়েরা কৃষকের নাম নিয়ে ধান বিক্রয়কেন্দ্রে চলে যাচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, কৃষির সুবিধায় বালুরঘাটের ডাকরা এলাকায় বাঁধ তৈরি হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ডাংগি ও ভাতশালা এলাকাতেও তেমন বাঁধের ব্যবস্থা করতে হবে। জমির দলিল ব্যবস্থা, খতিয়ান চালু করে কৃষকদের হয়রানি থেকে বাঁচাতে হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ সন্তোষকুমার সরকার জানান, 'প্রতিটি বস্তায় সারের দাম লেখা থাকে। জেলায় ফসফেট সারের বস্তায় দাম ৩৪৩ টাকা লেখা রয়েছে। সেই সার ৬০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। আরেক ধরনের সারের বস্তায় দাম লেখা আছে ১৪৭০ টাকা। নেওয়া হচ্ছে দু'হাজার থেকে ২২০০ টাকা। রাসায়নিক সার জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। আমরা ন্যায্যমূল্যে ধান বিক্রি করতে পারছি না। সেখানে ফড়েরা ধান বিক্রি করছে। সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান না করলে, আমরা আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হব। তার জন্য দায়ী থাকবে জেলা প্রশাসন।'

অর্ধাহারে দিন কাটছে সাবিয়াদের

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৪ ডিসেম্বর : একসময় ওঁদের সবই ছিল। স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরা সংসার ছিল। ভিনরাজ্যে কাজ করে স্বামী আশ্বাস দিয়েছিলেন, পাকাবাড়ি হবে, ছেলেমেয়ে ভালো স্কুলে পড়াশোনা করবে। কিন্তু মৃত্যু বদলে দিয়েছে কালিয়াচকের সাবিয়া, আসমিনাদের জীবন। ভিনরাজ্য থেকে দেহ ফেরার পর অনেক নেতা, কর্মীরা আশ্বাস দিয়েছিলেন ভাতা হবে। মিলবে ক্ষতিপূরণও। কিন্তু সেই আশ্বাস আর বাস্তব রূপ পায়নি। শ্রমিকদের মৃত্যুর সঙ্গে সকলেই ভুলে গিয়েছেন মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারকে। কালিয়াচকের ভিনরাজ্যে মৃত

স্বামীর মৃত্যুর পর অধরা ক্ষতিপূরণ

পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবাররা এখন কেমন রয়েছে? তাঁদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো কতটা পূরণ হয়েছে? নাকি সবই মিথ্যে? উত্তর খুঁজতে গিয়ে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে হায়দরাবাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় কালিয়াচকের আলিপুর পঞ্চায়েতের রামুচক গ্রামের আকিদুল শেখের। ব্রেকার মেশিন চালানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর দেহ ফেরার পর স্ত্রী সহ তিন ছেলেমেয়েকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নেতারা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমনকি সরকারি কোনও অনুদানই পাননি আকিদুলের স্ত্রী। ফলে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে অতিকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। আকিদুলের স্ত্রী সাবিয়া বিবির ক্ষোভ, 'স্বামী বেঁচে থাকলে এই দুর্দিনের কবলে পড়তে হত না। আমি রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কারোরই কোনও সহযোগিতা পাইনি। ঠিকাদার কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই টাকা আজও পাইনি।'

ওই পঞ্চায়েতের মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা আমিনুল মুমিন। ২০২১ সালের জুন মাসে উত্তরপ্রদেশের কাশি বৈদ্যনাথ মন্দিরে কাজ করতে গিয়ে পুরাতন বিল্ডিং ধসে মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। ছুটে আসেন মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তারা। আমিনুলের স্ত্রী মাধ্যমিক পাশ ছিলেন। ফলে কোনও বিভাগে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজও চাকরি মেলেনি।

মৃত আমিনুলের স্ত্রী আসমিনা খাতুনের অভিযোগ, 'উত্তরপ্রদেশে কাজে গিয়ে আমার স্বামী মারা যায়। নেতা, প্রশাসনিক কর্তারা এসে একটি চেক দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর বিডিও অফিসে কয়েক মাস কাজ করেছিলাম। সেই টাকা আজও পাইনি। তারপর বিডিও বললেন, কাজ এখন নেই, আর আসতে হবে না। তারপর থেকে বিডিও অফিসের চক্কর কাটছি। কিন্তু আজও কোনও কাজ পাইনি।'

বিডিও সত্যজিৎ হালদারের বক্তব্য, 'এলাকায় কোনও পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেলে আমরা তড়িঘড়ি ছুটে যাই এবং সবরকম সহযোগিতা করার চেষ্টা করি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক শ্রমিকই ভিনরাজ্যে যাওয়ার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে যাচ্ছে না। ফলে মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণ দিতে সমস্যা হচ্ছে।'

কাফ সিরাপ আটক, ধৃত ২

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে পাচারের আগে অভিযান চালিয়ে ৪০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করল পতিরাম থানার পুলিশ। এক পাচারকারী ও এক অটোচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, পতিরাম থানার বাদখোরনা এলাকার রাজ্য সড়কে মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ অভিযান চালানো হয়। ধৃতদের নাম রমেন দেবনাথ ও রুস্তম আলি। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতরা অটোতে করে ৪০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ চিঙ্গিসপুর থেকে নাজিরপুর হয়ে হিলি সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল।

নাবালিকা উদ্ধার

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : চারদিন আগে পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছিল মেয়ে। তারপর আর ঘরে ফেরেনি। বাধ্য হয়ে পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। তদন্তে জানা যায়, নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী কলকাতায় রয়েছে। অবশেষে কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় পতিরাম থানার পুলিশ কলকাতা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত ছাত্রীকে পতিরাম থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ তাকে সিডব্লিউসিতে পাঠিয়েছে।

জেলার খেলা

সেরা পতিরাম

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : বাউলে আমরা কজনের টেনিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল পতিরাম দল। রানার্স হয়েছে বাউল দল। দুই দল ট্রফি সহ আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে।

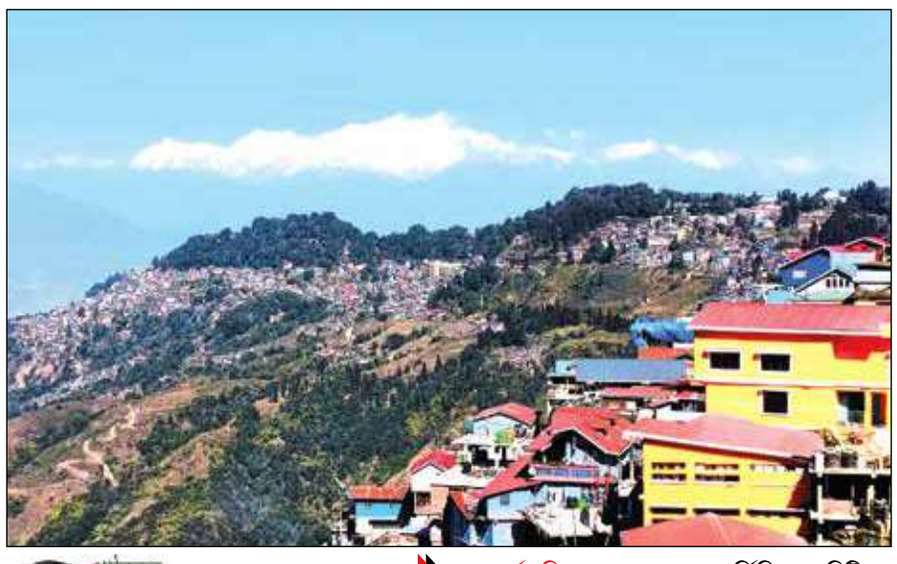

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পূর্ণ মহিমায় কাঞ্চনজঙ্ঘা।। দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের মুন্না দে।

ফুল তোলা নিয়ে অশান্তি, তরুণকে পিটিয়ে 'খুন'

অর্ণব চক্রবর্তী

সামশেরগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : মর্মান্তিক! অকল্পনীয়। সামান্য ফুল তোলা নিয়ে বচসা। কিন্তু তার পরিণতি যে এমন মারাত্মক হবে, কল্পনাও করতে পারেনি কেউ। শিউলি ফুল তোলা নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। সব মিটেও যায়। এরপর কাজে যাওয়ার সময় রাস্তায় একা পেয়ে তরুণের ওপর চড়াও হয় প্রতিবেশী। শুরু হয় হাতাহাতি। তার জেরেই মৃত্যু হয় সুজয় দাস নামে ওই বছর ছাব্বিশের তরুণের। সামশেরগঞ্জ থানায় এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন মৃতের মা সুলেখা দাস।

সুজয় দাস সামশেরগঞ্জ থানার জ্বালাদিপুরের বাসিন্দা। স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার সকালে সুজয় দাসের মা সুলেখা দাসের বাড়ির পাশেই শিউলি গাছের ফুল তুলতে যান। সেখানে পাশের বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে বচসা বেধে যায়। ঘটনার কিছুক্ষণ পর সুজয় দাস রাস্তা দিয়ে তেল মিলে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় সুজয়কে একা পেয়ে অপূর্ব দাসের পরিবারের লোকজন তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সুজয়। অসুস্থতা বাড়তে থাকায় তাঁকে সুতির মহেসাইল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় ওই তরুণের। রাতেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় অপূর্ব দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সামশেরগঞ্জ থানার ওসি অভিজিৎ সরকার বলেন, 'পারিবারিক ঝামেলা ছিল। সেখান থেকে হাতাহাতি হয়। কোনওভাবে বেকায়দায় লেগে গিয়েছিল। সেই কারণেই ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে, অনুমান আমাদের। কারণ, দেহে কোনও ক্ষত ছিল না। সম্ভবত পুরোটাই ইন্টারনাল ইনজুরি। আসামিকে কোর্টে পাঠিয়েছি।'

আফিম চাষের খোঁজে আবগারি দপ্তর

বুনিয়াদপুর, ৪ ডিসেম্বর : আফিম চাষের অনুসন্ধানে অভিযান চালাল বংশীহারী আবগারি দপ্তর। সারা বংশীহারীজুড়ে এবং পুর এলাকার কোথাও বেআইনিভাবে আফিম চাষ হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করতেই মঙ্গলবার দিনভর চলে এই অভিযান। এদিন বংশীহারী ব্লক অফিস, বংশীহারী থানা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং কৃষি দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে বংশীহারীর সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকায় এবং বুনিয়াদপুর পুরসভার এক এলাকায় আফিম চাষের সন্ধানে অভিযান চালায় আবগারি দপ্তর।

বংশীহারী আবগারি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মাসুদ আক্তার বলেন, 'অতিরিক্ত জেলা শাসক (গ্রামীণ) এবং আবগারি দপ্তরের কালেক্টরের নির্দেশে মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এলাহাবাদ পঞ্চায়েত, গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েত, মহাবাড়ি পঞ্চায়েত এবং ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক স্থানে

বুনিয়াদপুর

এবং বুনিয়াদপুর পুর এলাকার থিঙ্গুরে আফিম চাষের খোঁজ চালানো হয়। এলাকার জনগণকে নিষিদ্ধ আফিম চাষ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে অভিযান চালালেও কোথাও আফিম চাষের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কালিন্দ্রীতে চাঁদা তুলে সাঁকো গড়লেন ভুক্তভোগীরা

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : সেতু নেই। জানিয়ে লাভও হয়নি। তাই ঝুঁকি নিয়েই প্রায় ৪০ বছর ধরে কালিন্দ্রী পেরোতে হচ্ছিল বাসিন্দাদের। বিপদে পড়তে হত প্রসূতি ও প্রবীণদের। তাই বুধবার নিজস্ব উদ্যোগে বাঁশের সাঁকো গড়লেন কোতুয়ালি ও নরহাট্টা পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। গোবিন্দপুর-আরাপুর এলাকায় কালিন্দ্রীর উপর তৈরি হল সেই বাঁশের সাঁকো।

এলাকার মানুষের দাবি বহুদিনের, নদীর উপর একটা

বাঁশের সাঁকো তৈরিতে ব্যস্ততা। বুধবার মালদায়।

স্থায়ী সেতু হোক। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের জানিয়েও লাভ হয়নি। নেতাজি সেতুটি বাম আমলে ১৯৯০ সালে তৈরি করা

আবেদনে কর্ণপাত করেনি প্রশাসন

হয়। রাজনৈতিক দলের নেতাদের তথা জনপ্রতিনিধিদেরও দাবি, এত কাছাকাছি সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়। গোবিন্দপুরবাসীর কথায়, ওই সেতু রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সেতু ব্যবহার করতে গোবিন্দপুরের মানুষকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মালদা শহর যাতায়াত করতে হয়। গোবিন্দপুর-টিপাজানির উপর সেতু হলে এতটা পথ অতিক্রম করতে হবে না। মাত্র ৬ কিমি পেরোলেই শহর।

গোবিন্দপুরের বাসিন্দা সাগর মণ্ডল জানালেন, 'বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি। আমরা নিজেদের উদ্যোগে বাঁশ দিয়ে সাঁকো তৈরি করলাম।' স্থানীয়দের দাবি, গ্রামের সাঁকোটি বর্ষায় ভেঙে যায়, ফলে যাতায়াতে নানা সমস্যায় ভুগতে হয়। তখন গ্রামবাসীদের উদ্যোগে নদীতে নৌকা চলে। মাঝিকে বেতনও দেয় গ্রামবাসীরা। গ্রামের ছেলেমেয়েরা মালদার বিভিন্ন কলেজে ও হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। তাঁরাও নিয়মিতই যাতায়াত করে ওই অস্থায়ী সেতু দিয়ে। গোবিন্দপুরের আরেক বাসিন্দা লুসি মণ্ডলের বক্তব্য, 'বর্ষার সময় চার মাস নৌকা চলে, আর আট মাস ভরসা এই বাঁশের সাঁকোটি।'

প্রকাশিত হল 2025
WBTA
WEST BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION
HIGHER SECONDARY
TEST PAPERS
WBTA -এর সাজেশনস মানেই সাফল্য অনিবার্য
নকল থেকে সাবধান উত্তরসহ
শিক্ষা প্রকাশন 9874310175
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বৃহস্পতিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা

নতুন ভাবনা

যৌনকর্মীদের কথা উঠলেই এখনও ভারতীয় সমাজের বিরাট অংশ নাক সিটকোয়। যৌনপল্লির বাসিন্দাদের বাঁকা চোখে দেখেন অনেকেই। যদিও ওই বাসিন্দারা কেন সেখানে থাকেন, কোন পরিস্থিতির চাপে তাঁরা যৌনকর্মীর কাজ করতে বাধ্য হন, সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা কেউ করেন না। সরকার কিছু সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করে ঠিকই। কিন্তু এখনও পুলিশ ও প্রশাসনের চোখে যৌনকর্মীরা 'নিষিদ্ধপল্লি'র বাসিন্দা।

এই চেনা ভাবনা থেকে ভিন্ন পথের দিশা দেখাল বেলজিয়াম সরকার। ইউরোপের এ দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে শুরু করে আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে 'রেডলাইট' এলাকাগুলিকে সরকারি নজরদারির আওতায় আনার দাবি তুলছে। কিন্তু কোনও দেশই সেই দাবি মানার পথে পা বাড়ায়নি। বরং পত্রপাঠ দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছে।

সেদিক থেকে দেখলে বেলজিয়াম সরকারের সিদ্ধান্ত বেনজির। বেলজিয়াম সরকারের নতুন আইন অনুযায়ী, নাম নথিভুক্ত থাকলে যৌনকর্মীদের কাজের শংসাপত্র দেওয়া হবে। সেই শংসাপত্র দেখিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যবিমা, পেনশনের মতো বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। বেলজিয়ামের যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আইনি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শরীর খারাপ হলে তাঁরা নিতে পারবেন 'সিক লিভ'।

এমনকি গ্রাহকের আচরণে অস্বস্তিতে পড়লে তাঁরা সরাসরি পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন। গ্রাহককে না বলার অধিকারও থাকবে তাঁদের। প্রশ্নটা হল, বেলজিয়াম সরকার পারলে অন্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সরকার কেন এ ধরনের বন্দোবস্ত করতে পারবে না? আসলে মূল বাধাটা চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির। খাতায়-কলমে যাই থাকুক, যৌনকর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

বছর কয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট ভারতে যৌনপেশাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, যৌনকর্মীরা আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো সমান আইনি সুরক্ষা এবং মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। পুলিশকেও সতর্ক করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। প্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহক এবং মতদানকারী যৌনকর্মীদের পুলিশি হেনস্তা ঠেকাতে কড়া ভাষায় সতর্ক করেছিল।

তারপরও পরিস্থিতির খুব অদলবদল হয়নি। বেলজিয়ামে যা সম্ভব, তা ভারতেও হতে পারে। অনেক সময় শিশু ও নারীদের পাচার করে বিভিন্ন যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যায় যৌনপল্লিগুলি। উলটোদিকটাও রয়েছে। আর পাঁচজন মায়ের মতো বহু যৌনকর্মী সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও নানাবিধ বাধায় সেই স্বপ্নগুলি অপূর্ণ থেকে যায়। অনেকে আক্ষেপ করেন, সরকারি পরিষেবা চাইতে গিয়ে তাঁদের বহুস্থানে, এমনকি সরকারি হাসপাতালেও চরম অসম্মান এবং দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়।

যৌনপেশায় যুক্ত সকলে এ দেশের নাগরিক এবং বাকিদের মতো তাঁদেরও যে নাগরিক অধিকার আছে, তা বেমালুম ভুলে যায় সমাজের সিংহভাগ অংশ। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দূরের কথা, যৌনপল্লির বাসিন্দা শুনলেই তাঁদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতেও বহুক্ষেত্রে অস্বীকার করার অভিযোগ নতুন নয়। আসলে বেলজিয়াম যেভাবে মানসিকতা এবং চিন্তাভাবনাকে স্বচ্ছ করেছে, সেটা এখনও এ দেশে হয়নি।

সবথেকে বড় কথা, যৌনপেশার সঙ্গে যুক্তদের মানুষের মর্যাদা দেন না অনেকে। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে সংকীর্ণতাকে সবার আগে মন থেকে দূর করতে হবে। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন এবং সরকারকে একযোগে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দৃষ্টিভঙ্গি এক নিমেষে দূর করা কঠিন নিঃসন্দেহে। তবে যৌনকর্মীদের ব্যাপারে বেলজিয়াম যে পথ দেখিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা চলুক। বেরিয়ে আসুক আরও উন্নত চিন্তাভাবনা।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে একটি শ্রেণি

ওপার বাংলার মানুষকে চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার।

মৌমিতা আলম

ভোলাদাদু বললেন, মাটির নীচে আমি জলদস্যুদের অনেক মণিমুক্তো লুকিয়ে রাখতে দেখেছি। তাই শুনে গ্রামের সব লোক মাটি খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়েই যায়, খুঁড়েই যায়। সকাল গড়িয়ে রাত, দুপুর গড়িয়ে বিকেল... অনেক খোঁজাখুঁজির পর, ভোলাদাদু বললেন আসলে আমি দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলাম আর সেই সময় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম জলদস্যুদের...।

এটা গল্পকার মনোজ দাসের গল্প।

গল্প হলেও সত্যি- এমন ট্যাগলাইন মেনেই চলছে আমাদের জীবন। আমরাও তাই খুঁজে চলেছি বাবরি থেকে জ্ঞানবাপী থেকে আজমের, আজমের থেকে...

চলতেই থাকবে যতদিন না ভোলাদাদুকে আমরা প্রশ্ন করতে শিখি! ততদিনে ফুলকপির দাম বাড়বে, বাড়ির দাম বাড়বে, বেকারত্বের সংখ্যা আকাশ ছোঁবে, দমবন্ধ বিষাক্ত হাওয়া থেকে বাঁচতে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার পিঠে নিয়ে ঘুরব, আরও ডজনখানেক বিলিয়নিয়ার সৃষ্টি করে ভারত বিশ্বের আসনে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। আর ঘৃণা দিয়ে আমরা তলিয়ে যাব আরও অন্ধকারে। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত তবুও চারদেয়ালের মাঝে একা বসে মুঠোফোনে বিষাক্ত ঘৃণা উগরে সুখ ঘুম দেব। আর গ্রামের মানুষ কাজ হারিয়ে, টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে না পেরে আরও পিছিয়ে যাবে।

আমার দেশের পতাকাকে কিছু বিকৃত লোক অপমানিত করেছে, অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। কিন্তু তাদের দেশের পতাকা নিয়ে বিষ উগরে, তাদের মেডিকেল ভিসা না দেওয়ার, পেঁয়াজ না দেওয়ার, সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে, ঘৃণা ছড়িয়ে বিষাক্ত করে দেওয়া হচ্ছে দু'দেশের পরিবেশ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ যন্ত্রণার। র‍্যাডক্লিফ-এর ধারালো ছুরিতে যে রক্তপাত তখন শুরু হয়েছিল তার উপশম না করে ভারতীয় উপমহাদেশের তিন ভাই- ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের লাভের জন্যই জিইয়ে রেখেছে ক্ষত। নিজেদের দেশের সমস্যা মেটাতে না পারলে চরম উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে সংখ্যাগুরুদের একসঙ্গে নিয়ে আসার জন্য বারবার এদের প্রয়োজন হয় এক শত্রু দেশ।

যে অজানা শত্রুর ভয়ে দৈনন্দিন জীবনের চাওয়াপাওয়া দাবি না জানিয়ে জনগণ মেতে থাকবে সেই অজানা, অচেনা শত্রুর অনিষ্টসাধনে। তাই বারবার ভারতে ভোটের সময় উঠে আসে পাকিস্তানের নাম আর বাংলাদেশে ভারতকে শত্রু দেশ হিসেবে স্থাপিত করতে মেতে ওঠে একদল। আর আমরা মধ্যবিত্ত সেটা নিয়ে লেগে পড়ি যুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে। ভুলে যাই আমাদের মৌলিক দাবিগুলোর কথা। তাই বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম হারলে লাখ লাখ টাকার বাজি ফাটাই, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা থাকলে এদেশের মুসলিমদের লিটমাস টেস্ট! অথচ ক্রিকেট খেলে এই গরিব দেশের কী লাভ হয় কে জানে! কোটি কোটি টাকার মালিকানা নিয়ে ক্রিকেট বোর্ড আসলেই একটি কর্পোরেট সংস্থা।

অতীত ক্ষতর উপশম মানবাধিকারের এক অন্যতম প্রধান শর্ত। ১৯৪৭-এর পর এত বছর কেটে গিয়েছে। পশ্চিম বাংলা ক্ষত বুকে নিয়ে আপন করে নিয়েছে ওপার থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা লোকেদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি বীভৎসতার ক্ষত উপশমে জার্মানি বারবার স্বীকার করেছে তাদের সামগ্রিক গিল্ট-কে। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ানো হয় বারবার সেইসব দিনের বীভৎসতার কথা। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর সেই কালো, অন্ধকার দিনে পা না বাড়ায়। সেখানে আমাদের সংস্কৃতি থেকে ইতিহাস- সবই ব্যবহৃত হচ্ছে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য।

বারবার ইসলামিক রাজাদের শাসনকালে হওয়া ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নেওয়ার কথা বলে জনগণকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে যাঁদের পিটিয়ে মারা হয়েছে বা যারা মেরেছে, তাদের শ্রেণিগত অবস্থান খুঁটিয়ে দেখলেই খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে এতে আসলে ক্ষতি কার!

যে সাবির আলিকে গোমাংস খেয়েছেন এই অজুহাতে পিটিয়ে মারা হল আর যারা পিটিয়ে মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান কী? সাবির একজন পরিযায়ী শ্রমিক আর যারা মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান? যদিও ক্রিমিন্যাল বলে যাদের জেলে রাখা হয় তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের পরিসংখ্যান আছে বলে আমার জানা নেই। করলেই সমস্যা রাষ্ট্রের। এমনটা কেন? যে মানুষটি দরিদ্রতায় জর্জরিত, তাকে হিংসার কবলে নিয়ে আসা সহজ, মিথ্যে গেলানো সহজ।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুসারে, ভুল ও মিথ্যা খবর প্রচারে ভারত এখন শীর্ষে। দুটো দেশের দুটো অপদার্থ সরকার আর তদুপরি পুঁজির স্বার্থে কাজ করে ২৪x৭ ঘণ্টা ঘৃণা চালানো মিডিয়া বিষিয়ে দিচ্ছে, বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের। সংখ্যালঘু শুধুই সংখ্যালঘু- তাঁদের কোনও ধর্ম হয় না, তাঁরা স্থান বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, আহমেদিয়া, বালোচ যা কিছু হতে পারে। সংখ্যালঘু হল নিপীড়িত শ্রেণি।

ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজনদের চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার। ক্ষত উপশমে সাধারণ মানুষকে আরও কাছাকাছি আসতে হবে। বুঝতে হবে সেদেশের সাধারণ মানুষ এবং এদেশের সাধারণ মানুষদের ভিতরে কোনও পার্থক্য নেই। ওপার বাংলায় মহিদুল ১০০ টাকায় পেঁয়াজ কিনলে এপার বাংলাতেও দিলীপ টমেটো কিনছে ১০০ টাকায়। তিস্তার জল শুকিয়ে গেলে বিপন্ন হবে দু'দেশের লোকেই। শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, কাজের দাবির মৌলিক প্রশ্নে সরকার ব্যর্থ।

রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস।

আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডর পর যে কমিটি গঠন করে ব্রিটিশরা তার রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয়রা একটি বিদ্রোহর পরিকল্পনা করছে আর সেটির সিদ্ধান্ত হয় আজমের ওরশ-এ। ঐতিহাসিক সাকিব সালিম লিখছেন, ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় আজমের দরগা দু'কিলো সোনা দান করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রককে। কেনা হয় এক লাখ টাকার ডিফেন্স সার্টিফিকেট। যিনি সোনা হাতে তুলে দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর হাতে, তিনি আর কেউ নন, আজকের বিখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের বাবা আলে মোহাম্মদ শাহ।

ইতিহাস থেকে অর্ধসত্য পড়লে বা বিকৃত ইতিহাস পড়লে ঘৃণা নিয়ে রক্তক্ষয় অবধারিত। হলোকাস্ট মেমোরিয়াল ডে তে নাৎসিবাহিনীর অসউইজ ক্যাম্প থেকে নিজের মিথ্যে বয়স বলে বেঁচে ফেরা, যার সামনেই তার মাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় গ্যাস চেম্বারে, সেই মিসেস পোলাক সাবধান করে দিয়েছেন আমাদের ঘৃণা সম্পর্কে, 'আমাদের ঘৃণার প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হবে। এটা শুরু হয় একটি ছোট ঝরনার মতন আর তারপর ফেটে পড়ে। তখন কারও কিছুই করার থাকে না।'

হ্যাঁ ঠিক তাই। ঘৃণা নিয়ে আরও রক্তক্ষয়। তাতে বরাবর লাভ হয়েছে একশ্রেণির। দেশভাগ কিন্তু শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ধর্মের আড়ালে দুটো সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণির মানুষের নিজেদের ক্ষমতালিপ্সাও লুকিয়ে ছিল। তাই দেশভাগে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও, এপারের ক্ষমতার অলিন্দে থাকা লোকজন ওপারে গিয়েও ক্ষমতার অলিন্দেই ছিলেন। ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ছাড়া ক্রমাগত বিরূপ হতে থাকা পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতির টিকে থাকা মুশকিল।

একই ভূখণ্ডের দুটো দিক। একই হাওয়া, মাটি, জল। সেই কাঁটাতারে ঝুলছেন একটি শ্রেণি : কিছুই না পাওয়া সর্বহারা শ্রেণি স্বর্ণা দাশ, ফেলানি খাতুন। আমরা যেন ভুলে না যাই।

(লেখক শিক্ষক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে প্রয়াত হন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ।

১৯২৫

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করার বার্তা দেয় না ইসলাম। হিন্দুদের ওপর একপাক্ষিকভাবে যে অত্যাচার, অবিচার চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এটা মানা যায় না।

- সৈয়দ আহমেদ বুখারি

ভাইরাল/১

উট মরুভূমির জাহাজ। সেই জাহাজকেই পা মুড়ে বসিয়ে, তার ঘাড়ে শক্ত করে দড়ি বেঁধে বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছে দুজন, যাতে সে নড়তে-চড়তে না পারে। উটটির কষ্ট চোখে মুখে ফুটে উঠছে। মর্মান্তিক এই ভিডিও ভাইরাল। নিন্দায় নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

এমন বন্ধু আর কে আছে... সাংসদ শশী থারুর বাগানে বসে কাগজ পড়ার সময় একটি বাঁদর সটান তাঁর কোলে এসে বসে। তিনি বাঁদরটিকে কয়েকটা কলা খাইয়ে দেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে বাঁদরটি। শশী-শাখামৃগের স্নেহালিঙ্গনের ছবি ভাইরাল।

জনমন জনমত

যানজটে নাজেহাল শিবমন্দিরবাসী

শিলিগুড়ি মহকুমার অধীন আঠারোখাই পঞ্চায়েতের শিবমন্দির বাজার সংলগ্ন রেলগেটের শ্বাসরোধকারী যানজট বর্তমানে জ্বলন্ত সমস্যা। বারবার আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। যেদিন এই চত্বরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে সেদিন হয়তো সকলে নড়েচড়ে বসবেন।

শিবমন্দির বাজারে সবসময়ই মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। তার ওপর এই রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত অ্যাম্বুল্যান্স আচমকাই আটকে পড়ছে যানজটে। যানজট খুলতে দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ায় রোগীর বিপদ বেড়ে যাচ্ছে।

লোকমুখে শোনা যায়, শীঘ্রই নাকি এই রেলপথে আরেকটি রেলপথ সংযোজন হতে চলেছে অর্থাৎ ডাবল লাইন। এবার ভাবুন তো সমস্যা কেমন গুরুতর হবে? হয়তো দীর্ঘ সময় রেলগেট বন্ধই থাকবে। সেদিন কী দশা হবে? এই অবস্থায় শিবমন্দির বাজারের রেলগেটে যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমীরকুমার দে (বাচ্চু), ইন্দিরাপল্লি, শিবমন্দির।

রেল-বিমানের ভাড়ায় প্রবীণদের ছাড় চাই

করোনা অতিমারির সময় থেকে রেলপথ এবং বিমানপথে সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ছাড় দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি, কোনও সুবিধা একবার দিলে তা সাধারণত বন্ধ করা হয় না। রেল ও বিমানে প্রবীণদের ছাড় দেওয়ার বিষয়টি করোনা অতিমারির সময় বন্ধ করা হলেও পরে তা চালু হবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বহুদিন হয়ে যাওয়ার পরও এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে সিনিয়ার সিটিজেনরা কোনও ছাড় পাচ্ছেন না। তাঁদের জন্য অন্তত রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেনে ছাড়ের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করুক।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

বাস চলে না জোড়পাকড়িতে

ময়নাগুড়ি থানার জোড়পাকড়ি গ্রামে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। সরকারি সহযোগিতায় রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি যানবাহনের উন্নয়ন হয়নি। অর্থাৎ সরকারি বা বেসরকারি কোনও বাস জোড়পাকড়ি পর্যন্ত বা জোড়পাকড়ি থেকে চলাচল করে না। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, জোড়পাকড়ি থেকে স্থায়ীভাবে সরকারি বাস পরিষেবা দিলে গ্রামের সকলেরই উপকার হয়।

ইন্দ্রনীল দাশ, জোড়পাকড়ি, ময়নাগুড়ি।

বাঙালির দাপট দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া

সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে চিন্তামণি করের ভাস্কর্য গুরুত্বহীন থেকে গেল। বাংলার কেউ প্রতিবাদ করল না, খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।

মৈনাক ভট্টাচার্য

মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ছবির শুরুটা মনে পড়ে? ক্রেনে ঝুলিয়ে আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে বাতিল ব্রিটিশ শাসক-শোষক কর্তাদের সব মূর্তি। চোখের কাপড় খুলতেই ভারতের নতুন ন্যায়ের প্রতীক, সদ্য শতবর্ষ পার করা এই চলচ্চিত্র পরিচালক মানুষটাকে আর একবার মনে করিয়ে দিল। সূত্রটা অবশ্যই আর একটি ব্রিটিশ 'ঔপনিবেশিক ঝুলননামা' রীতির গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসা।

আমাদের বিচারের প্রচলিত প্রতীক তিনশো বছরের 'লেডি জাস্টিস', রোমান পুরাণের ন্যায়ের দেবী জাস্টিটিয়া এখন থেকে আর আমাদের কেউ নন, আমাদের নতুন ন্যায়ের দেবী এখন ভারতীয় চিরাচরিত শাড়িতে 'ভারত মাতা'। চোখ বেঁধে নয়, চোখ খুলে চারদিক দেখেশুনেই অপরাধের বিচার করছেন তিনি।

দিল্লি কলেজ অফ আর্টের শিক্ষক বিনোদ গোস্বামী কিন্তু এই ভাস্কর্য নির্মাণে রাজা অগস্তিন প্রবর্তিত জাস্টিটিয়াকেই রোমান পোশাক পালটে দেশজ শাড়ি পরিয়ে দিলেন, আর ভারতীয় মুখের আদলে চাপালেন মাথায় মুকুটটুকু। হিংসার দ্যোতক হাতের তলোয়ারের বদলে অবশ্য এনেছেন অহিংসার সংবিধান। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, এই শ্বেতবর্ণের নারীমূর্তিতে মৌলিকতার কতটুকু নতুন শিল্পরস পাওয়া গেল, আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা ব্রিটিশ 'কলোনিয়াল হ্যাংওভার' থেকে কতটাই বা বের করে আনতে পারলেন তিনি?

অথচ একদম দেশজ ভাবনায় কত সমৃদ্ধ এক ন্যায়ের মূর্তি উনিশশো সাতাত্তর থেকে সুপ্রিম কোর্টের লন উজ্জ্বল করে রেখেছেন এক বাঙালি চিন্তক, ভাস্কর চিন্তামণি কর। কত অর্থবহ এই ভাস্কর্য, যেখানে নান্দনিক জ্যামিতিক কম্পোজিশনে ভারত মাতাকে একজন মহিলার মূর্তিতে চিত্রিত করা হয়েছে ভারতের রূপক হিসেবে, শিশুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে চিরতরুণ প্রজাতন্ত্র হিসেবে আর সংবিধানকে দেখানো হয়েছে বই হিসেবে। এই শিশু আর বইকেই তো অভিভাবক হিসেবে সাতাশ বছর পেরিয়েও আগলে রেখেছেন এক মা।

সাত ফুট উচ্চতার কালো এই ব্রোঞ্জ মূর্তির সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায় শিল্পের ভাষায় এর চেয়ে সুন্দর আর কোনও আইনের প্রতিমূর্তি বোধহয় উঠে আসতে পারে না। আমাদের 'লেডি জাস্টিস' পরিবর্তনের আগে একটিবারও কিন্তু এই মূর্তিকে ন্যায়ের নতুন প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবাই হল না। তার কারণে কোথায় যেন মিলে যায়, শুধুমাত্র হালের 'বদল চাই'-এর ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে আর এক বদলের হাল ফ্যাশনে ভেসে যাওয়ার রেওয়াজ।

ভাবতে অবাক লাগে, সুপ্রিম কোর্টের সামান্য কয়েকজন আইনজীবী বাদে দেশের শিল্প সমালোচক থেকে রাজনীতিবিদ, কারও কোন প্রতিক্রিয়াও পাওয়া গেল না এই পরিবর্তনে। সে না হয় এইসব মানুষের কোনও আবেগ জড়িত নয় বলে।

কিন্তু বাঙালি যেভাবে আজও উজ্জ্বল-চেন্নাইয়ের মেরিনা সৈকতে প্রথম সৈকত ভাস্কর্যে, শ্রম দিবসের প্রতীক হয়ে আছেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'ট্রায়ামফ অফ লেবার', কিংবা দিল্লির রিজার্ভ ব্যাংকের মূল ফটকের দ্বারপাল হয়ে আছে রামকিঙ্করের স্টোন কার্ভিং- 'যক্ষ-যক্ষী'।

পরিবর্তিত এই ন্যায়মূর্তির বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে বাঙালি কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির ময়দানে হেলায় হাতছাড়া করল সর্বভারতীয়ভাবে একজন বাঙালির আর একবার আস্তিন গুটিয়ে মস্তানি করার এমন সুযোগ।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ভাস্কর ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৫

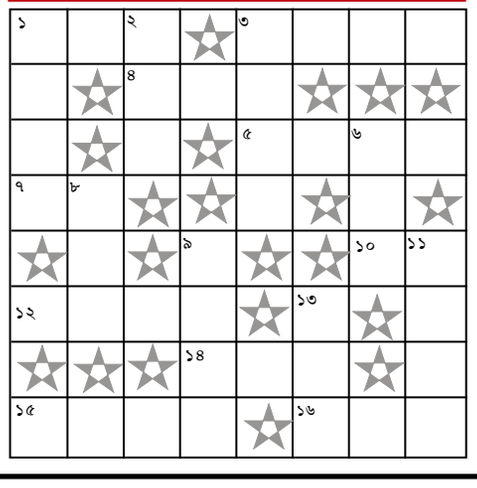

পাশাপাশি : ১। লোক দেখানো বাবুগিরি ৩। সপ্তর্ষি মণ্ডলের মাঝে থাকে যে নক্ষত্র ৪। জমির জন্য ট্যাক্স ৫। প্রতিমার পেছনের আচ্ছাদন ৭। ধবধবে সাদা রং ১০। শিল্প অথবা ফল ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুর হাসি-কান্না ১৫। ইসলাম ধর্মের সুফি ১৬। এই সংখ্যাকে নবতি বলা হয়।

উপর-নীচ : ১। যে অল্পতেই দুঃখ পায় ২। কোনও ভেজাল নেই একেবারে খাঁটি ৩। নীতি বা শাস্ত্র বিরোধী আচরণ ৬। চিত্রকর অথবা চিতাবাঘ ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা বা পাহাড়তলি ১১। মাপ অনুযায়ী ১৩। কাঁচা নয়, পাকা বাড়ি।

সমাধান ■ ৪০০৪

পাশাপাশি : ২। অনুপল ৫। বরগা ৬। চশমখোর ৮। বর ৯। সাল ১১। অচিন্তনীয় ১৩। পামীর ১৪। ধাবমান।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। অগা ৩। পরশ ৪। বিবর ৬। চর ৭। মশাল ৮। বসন্ত ৯। সায় ১০। অধিরথ ১১। অভুক্ত ১২। নীরব ১৩। পান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

Great Eastern™
We serve you best

PRESENTS

YEAR END SALE

NEWLY OPENED

KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK

BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA

CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards

Upto 36 MONTH EMI*

1 EMI* OFF

0 DOWN PAYMENT*

30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE

BAJAJ FINSERV HDB FINANCIAL SERVICES

kotak Kotak Mahindra Bank

IDFC FIRST Bank

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

32 HD LED
₹ 7190

32 GOOGLE TV
₹ 9990

43 SMART TV
₹ 17990

43 4K GOOGLE TV
₹ 22990

55 4K GOOGLE TV
₹ 30490

55 4K QLED
₹ 34990

65 4K GOOGLE TV
₹ 43990

75 4K GOOGLE TV
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

180 L
₹ 13490

184 L
₹ 13990

200 L
₹ 14990

235 L
₹ 21490

260 L
₹ 23490

243 L
₹ 25990

280 L
₹ 28990

368 L
₹ 47990

472 L
₹ 51990

564 L
₹ 58990

650 L
₹ 77990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

6 KG - TL
₹ 11990

6.5 KG - TL
₹ 12990

7 KG - TL
₹ 13990

7.5 KG - TL
₹ 18290

8 KG -TL
₹ 18990

8.5 KG - TL
₹ 23990

9 KG - TL
₹ 24990

6 KG - FL
₹ 23990

6.5 KG - FL
₹ 26490

7 KG - FL
₹ 26990

8 KG - FL
₹ 32990

9 KG - FL
₹ 34990

LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC

1.5 Ton - Inverter
₹ 30990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 31990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 33990

1.5 Ton - Inverter
₹ 34990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 42990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 39990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 40990

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS

3 L ₹ 2190
5.9 L ₹ 2990
10 L ₹ 4990
15 L ₹ 5490
25 L ₹ 6990

Haier LG SAMSUNG Panasonic Godrej IFB

20 L ₹ 6490
20 L Conv. ₹ 10990
21 L Conv. ₹ 11290
23 L Conv. ₹ 12290

SAMSUNG
A16 5G (8/128)
EMI 1583
S24 5G (8/256)
EMI 2833

Apple16 (128)
EMI 3329
Apple 16 Plus(128)
EMI 3746

oppo
F27 5G (8/128)
EMI 1750
Reno12 5G(8/256)
EMI 2750

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI
Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall
84200 55257

BAGDOGRA
Near Station More, Opp. Lower Bagdogra
85840 38100

RAIGANJ
Near Sandha Tara, Bhawan
85840 64028

MALDA
Pranta Pally, N H 34
85840 64029

BALURGHAT
B.T. Park, Tank More
90739 31660

JALPAIGURI
Siliguri Main Road, Beguntari
98301 22859

S.F. ROAD
Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road
85840 64025

COOCHBEHAR
N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi
84200 55240

DALHOUSIE -
(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

ভিঙ্গলে কাঁচাবাড়ি তালিকায় হয়ে গেল পাকা

গ্রামসভায় কর্তাদের ঘিরে বিক্ষোভ

নিউজ ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : আবাস যোজনার তালিকা প্রকাশ হতেই তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে মালদার একাধিক ব্লকে। তালিকায় নাম তোলা নিয়ে বহু এলাকা থেকে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠে আসছে। শুধু তাই নয়, তালিকায় কাঁচাবাড়ি পাকা করে দেখানোরও অভিযোগ উঠল। যা নিয়ে শুরু হয়েছে চরম অসন্তোষ। আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ হয়। ফরাক্কাতেও উঠেছে একই অভিযোগ।

বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রাম সভা বসে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই গ্রাম সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে এই তালিকা প্রকাশ করার পরেই শুরু হয় গণ্ডগোল। সেই সভায় আবাস যোজনার তালিকা অনুমোদন করানোর সময় আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসী। গ্রামবাসী দাবি তোলেন, প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম বাদ দিয়ে এমন কিছু নাম রয়েছে যাঁদের পাকাবাড়ি আছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ হোসেন বলেন, 'সরকারি অফিসাররা এই আবাস যোজনা সার্ভে করেছিলেন। তারপরও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তালিকায় অনেক বেনিয়ম রয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে এর পিছনে রহস্য রয়েছে। আমরা চাই অবিলম্বে আমার গ্রামের ১৭০০ জনের কাঁচা বাড়ি রয়েছে সেই সমস্ত উপভোক্তাদের নাম এই তালিকায় তুলতে হবে।'

আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। - সংবাদচিত্র

অন্যদিকে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বড়ই এলাকার আবাসের নামে কাটমানি চাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগকারী অনিতা কুমারী সাহার অভিযোগ, 'তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা শকুন্তলা সাহা আবাস প্লাস যোজনায় ঘরের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আমার স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সাহার কাছ থেকে একমাস আগে ৩০ হাজার টাকা কাটমানি নেন। চলতি মাসে ঘরের তালিকাতে দেখতে পাই নাম নেই। গতকাল সন্ধ্যাবেলা টাকা ফেরত চাইতে গেলে পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী এবং ছেলে মিলে আমার স্বামীকে মারধর করেন। এমনকি শ্বাসরোধ করে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়।' এই মুহূর্তে দুর্গা প্রসাদ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও শকুন্তলা সাহার জবাব, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। আমাকে বদনাম করতে চক্রান্ত হচ্ছে। আমরা টাকা নিইনি।'

অন্যদিকে, কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকে আবাস যোজনা নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, যাঁদের কাঁচাবাড়ি রয়েছে তদন্তে তাদের পাকাবাড়ি দেখিয়ে তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চায়েতের একাধিক উপভোক্তা আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে ফের তদন্তের দাবি জানিয়ে বিডিওর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছে।

কী ঘটেছিল

- বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রামসভা বসে
- সেখানে এই তালিকা প্রকাশ করার পরেই শুরু হয় গণ্ডগোল
- সভায় আবাস যোজনার তালিকা অনুমোদন করানোর সময় আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী
- গ্রামবাসী দাবি তোলেন, প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম বাদ দিয়ে এমন কিছু নাম রয়েছে যাঁদের পাকাবাড়ি আছে

পঞ্চানন্দপুরের বাসিন্দা রুবিনা খাতুনের অভিযোগ, তাঁর কাঁচা বাড়ি রয়েছে। অথচ তালিকায় পাকাবাড়ি দেখানো হয়েছে। একই অভিযোগ জাহানারা খাতুন, গোলেনুর বিবির। সুলতানটোলার বাসিন্দা মকবুল শেখ জানিয়েছেন, 'আমরা গ্রামের গরিব মানুষ, সবাই দেখতে পাচ্ছে আমাদের বাড়ি কেমন। অথচ তালিকায় আমাদের পাকাবাড়ি দেখিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে।'

কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের বিডিও বিপ্রতিম বসাক জানিয়েছেন, '২০২০ সালে আমাদের ব্লকে প্রায় ৬ হাজারের তালিকা তৈরি হয়েছিল। ২০২৪-এ তা তদন্ত করে ২৮২২ জনের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা গ্রাম সভায় অনুমোদন করতে হবে। তারপরে টাকা দেওয়া হবে। সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

আবাস যোজনায় দুর্নীতি বেনিয়াগাম বা ফরাক্কাতেও। প্রকৃত গরিব মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। এমনই দাবি সিপিএম নেতা আমিনুল হোসেন মিয়াঁর। একই বক্তব্য বিজেপি নেতা শুভাশিস ঘোষের । তাঁর দাবি, 'প্রকৃত সমীক্ষা হলে ঘর পেতেন প্রকৃত দরিদ্র প্রাপকরা। কিন্তু বঙ্গের বাস্তব ছবিতে তৃণমূলের ঘনিষ্ঠরাই শুধু ঘর পাচ্ছে।'

তুষার ঝড়ের মাঝে অসহায় বাইসনের দল। আমেরিকার ওহায়োতে। বুধবার।

বন্ধুর স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার পর গা ঢাকা অভিযুক্তের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : বিশ্বাসভঙ্গের উদাহরণ। দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে এক বন্ধুর স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে আরেক বন্ধু। অভিযোগ, স্নানের পর পোশাক বদলের সময় জোর করে মুখে গামছা গুঁজে, বিবস্ত্র করে ওই বধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। সেই দৃশ্য দেখে ওই বধূর ছোট মেয়ে চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। গা- ঢাকা দেয় অভিযুক্ত বন্ধু। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট থানার একটি গ্রামে।

ওই বধূর স্বামী কাজ সেরে বাড়ি ফিরে গোটা ঘটনা জেনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরদিন সকাল হতেই তিনি প্রতিবাদ জানাতে বন্ধুর বাড়ি যান। বধূর অভিযোগ, নিজের বাড়িতে অভিযুক্ত তাঁর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করে। তিনি কোনওরকমে বাড়ি ফিরে আসেন। মঙ্গলবার সন্ধেয় এনিয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

> প্রতিবেশী তরুণ আমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে পরিস্থিতি বুঝে পালিয়ে যায় ওই ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে আমার স্বামী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাকড়াও করে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানালে ওকে মারধর করা হয়। গতকাল সন্ধেয় বালুরঘাট থানায় আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি।
>
> **নির্যাতিতা গৃহবধূ**

গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিচারকের সামনে গোপন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য বুধবার ওই বধূকে জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ওই বধূর স্বামী পেশায় দিনমজুর। প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালেও তিনি কাজে বেরিয়েছিলেন। ঘটনার সময় তাঁর দুই মেয়ে বাড়ির বাইরে খেলছিল। তাঁর স্ত্রী বাড়িতে একাই ছিলেন। বধূর দাবি, 'দুপুরে আমি স্নান সেরে ঘরে গিয়ে পোশাক বদলাচ্ছিলাম। সেই সময় প্রতিবেশী ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বামীর খোঁজে বাড়িতে আসে। এরপর বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে ঘরে ঢুকে মুখে গামছা গুঁজে, বিবস্ত্র করে আমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এরই মধ্যে আমার ছোট মেয়ে ঘরে এসে এমন দৃশ্য দেখে, মাকে বাঁচাতে চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। পরিস্থিতি বুঝে পালিয়ে যায় ওই ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে আমার স্বামী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাকড়াও করে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানালে ওকে মারধর করা হয়। আমাকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। গতকাল সন্ধেয় বালুরঘাট থানায় আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি।'

ঘটনাপ্রসঙ্গে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানিয়েছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : এক নাবালিকাকে জলের মধ্যে মাদক মিশিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মেহেফুজ আলি(২১) বাড়ি রায়গঞ্জ থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতের পকসো কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পণের দাবি, গ্রেপ্তার স্বামী

হেমতাবাদ, ৪ ডিসেম্বর : দাবিমতো পণ না পাওয়ায় স্ত্রীকে মারধর ও হত্যার চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তৈমুর রহমান (২৭)। বাড়ি হেমতাবাদের কাকরশিং এলাকায়। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : তরুণের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পুখুরিয়া থানা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। মৃতের নাম মহম্মদ ইসমাইল (৩৪)। তাঁর বাড়ি চাঁচলের রামঘাট এলাকায়। তিনি ঠিকাদারি করতেন।

মঙ্গলবার রাতে পুলিশের পেট্রলিংয়ের গাড়ি টহল দিচ্ছিল। আড়াইডাঙা এলাকায় ইসমাইলের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান পুলিশকর্মীরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে আড়াইডাঙা গ্রামীণ হাসপাতাল, পরে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। মেডিকেলের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ইসমাইলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার পর মার চালককে

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : গাড়ি ঘোরানোর সময় পেছনে থাকা বাইকে সামান্য ধাক্কা লাগায়, বাইকচালকের বিরুদ্ধে ওই গাড়িচালককে বেধড়ক মারধর ও চোখে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে। চকভৃগুর বাসিন্দা ব্রজেন বর্মন বালুরঘাট থানায় দোল্লা এলাকার রাজ দেবনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

হামলায় মৃত ১

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : বোল্লা চকপাড়া এলাকায় জমি নিয়ে বিবাদের জেরে প্রতিবেশীদের হামলার শিকার হন নুর ইসলাম মণ্ডল। তাঁকে উদ্ধার করতে এসে আরও চারজন আহত হন। পাঁচজনকেই বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নুর ইসলামের অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান।

দেহ ফিরল করিমের, স্তব্ধ কদমতলা গ্রাম

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৪ ডিসেম্বর : অবশেষে মৃত্যুর ছ'দিন পর করিম শেখের দেহ রাজস্থান থেকে ফিরল কদমতলা গ্রামে। বুধবার সকালে তাঁর কফিনবন্দি দেহ নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স গ্রামে ঢুকতেই গোটা গ্রামের মানুষ করিমকে শেষ দেখা দেখতে ছুটে আসেন। দুপুর নাগাদ স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

২৭ নভেম্বর রাজস্থানের দুই পরিযায়ী শ্রমিক ঝামেলায় জড়িয়ে যান। করিমের পেটে গাঁইতি দিয়ে আঘাত করা হয়। তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি তোলেন পরিবারের লোকজন। এই খবর জানাজানি হতেই কালিয়াচক ব্লক প্রশাসন সহ তৃণমূলের এক ঝাঁক নেতৃত্ব ছুটে যান করিম শেখের বাড়িতে।

পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। - সংবাদচিত্র

মঙ্গলবার সন্ধেয় করিমের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে উপস্থিত হন কালিয়াচক-১ নম্বর ব্লকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলিউল শেখ জ্যোতি, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আবদুর রহমানরা।

করিমের স্ত্রী নুরজাহান বিবির বক্তব্য, 'আমার স্বামীকে ওরা খুন করেছে। ওর মৃতদেহ নিয়ে আসতেও বাধা দিয়েছে। আমি ওদের শাস্তি চাই।' বিডিও সত্যজিৎ হালদার জানান, 'আমরা মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছি। তাঁদের কোনও সাহায্য করা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যালের প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের সংগঠনের তরফে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।'

পোস্ত চাষ বন্ধে নজরদারি

হরিরামপুর, ৪ ডিসেম্বর : বেশ কয়েকবছর আগে কুশমণ্ডি সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু কৃষক পোস্ত চাষ করতেন। প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে সেই চাষ আপাতত বন্ধ। তবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে আবার যেন পোস্ত চাষ শুরু না হয় তা নজরে রাখতে বুধবার মাঠ পরিদর্শনে নামলেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা।

কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে এবং হরিরামপুর ব্লকের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'কোথাও পোস্ত চাষ হচ্ছে না, তবু একবার দেখে নেওয়ার দরকার বলেই মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে।'

কথা বলছি

প্রথম পাতার পর

ছোটবেলার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আজও জীবন্ত। তিনি জানালেন, 'তখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে এই বাংলাদেশের বিস্তর ফারাক। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফোনে কথা বলা যাচ্ছে না, প্রতীকী ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে। যখন-তখন আক্রমণ হচ্ছে। দিদির বয়স ৯২ বছর। দাদার বয়স ৮২ বছর। খুব সমস্যার মধ্যে আছেন তাঁরা।'

রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর এলাকার বাসিন্দা শিপ্রা সরকারের গলায় স্পষ্ট আক্ষেপ, 'এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।'

রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা নীতীশ সরকারের বক্তব্য, 'আমার আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে থাকেন। তাঁরা ভারতে চিকিৎসার জন্য আসতে পারছেন না। কারণ, ভিসা দিচ্ছে না। সবাই চুপচাপ রয়েছেন। প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে আছেন। দেশের চারদিকে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছে। প্রতিনিয়ত খবরে পড়ছি। টিভিতে দেখছি। প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পাচ্ছি না। কারণ, ওঁদের উপর অত্যাচার হতে পারে।'

প্রবীণ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকারের কথায়, 'আগামী ২৪ জানুয়ারি আমার ছেলের বিয়ে আছে। আত্মীয়স্বজন ছাড়াই বিয়ে সারতে হবে। তবে সবসময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি।'

মহদিপুরে বিলাপ

প্রথম পাতার পর

কৃষ্ণপুর গ্রামে। স্ত্রী ওয়াহেদা দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত। প্রতি তিন মাসে একবার কেমোথেরাপির জন্য ভারতে আসতে হয়। জাহিরুল সাহেব বাংলাদেশের হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, 'শেখ হাসিনার আমলই ভালো ছিল। সাম্প্রদায়িকতা আর ভেদাভেদের রাজনীতির কোনও স্থান ছিল না। এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। যদিও রাজশাহি সহ আমাদের জোনের পরিস্থিতি অনেকটা ভালো। আমাদের বহু আত্মীয়স্বজন রংপুরে থাকতেন। তাঁরা প্রাণভয়ে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এমন বাংলাদেশ আমরা চাইনি। আমরা চাইছি দেশে স্থায়ী সরকার গঠিত হোক। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আবার আগের মতো গড়ে উঠুক।

কাস্টমস অফিসের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন বহরমপুরের বাসিন্দা প্রৌঢ় মইনুল ইসলাম। বাংলাদেশের রাজশাহিতে বোনের বিয়ে হয়েছে বহু বছর আগে। তাঁদের পরিবার এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কেমন রয়েছে, তা দেখতেই বাংলাদেশে যাচ্ছেন বলে জানালেন তিনি।

তবে বাণিজ্যিক প্রভাব ছাড়া বাংলাদেশে চলা অরাজক পরিস্থিতির কোনও প্রভাব মহদিপুর সীমান্তে সেভাবে পড়েনি। বুধবার মহদিপুরে গিয়ে দেখা গেল, আর চারটে দিনের মতোই ব্যস্ত স্থানীয় বাসিন্দারা। বাংলাদেশে প্রবেশের মূল রাস্তায় রপ্তানির জন্য দাঁড়িয়ে থাকা লরির সারি এদিনও ছিল। তবে কিছুটা ফাঁকা ছিল ইমিগ্রেশন দপ্তর ও কাস্টমস অফিস। কাস্টমস সুপারিন্টেন্ডেন্ট দেশদুলাল চ্যাটার্জি জানালেন, 'ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ। শুধুমাত্র মেডিকেল এবং এডুকেশন ভিসা দেওয়া হচ্ছে। তাও হাতেগুনে। আগে দৈনিক অন্তত ২৫০ থেকে ৩০০ জন মানুষ এই সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করতেন। এখন সেই সংখ্যা পঞ্চাশেরও কম। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ছাড়া অন্যান্য রপ্তানিও বন্ধ। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেম ভেঙে পড়েছে। ইউরোপিয়ান দেশগুলোও এখন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে ভরসা পাচ্ছে না। তাই তাদের বৈদেশিক মুদ্রা কমছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকেই এমন পরিস্থিতি চলছে। যার প্রভাব মহদিপুরেও দেখা যাচ্ছে।

মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, 'রপ্তানি বাণিজ্য কিছুটা কমেছে। আগের মতো বাংলাদেশের সঙ্গে আর ব্যবসা নেই। সেখানকার রপ্তানিকারকদের পণ্য পাঠাতে ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। টাকা মার যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের হেরফের হচ্ছে না।'

বলে ভারতেই ওঁরা

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে গড়ে ১৫০ থেকে ২০০ জন লোক সীমান্ত পারাপার হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার সংখ্যাই বেশি।

অগাস্টে গণ অভ্যুত্থানের জেরে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মহম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে বর্তমানে সে'দেশ চালাচ্ছে তদারকি সরকার। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উত্তাল পরিস্থিতিতে প্রভাবিত হয়েছে ইন্দো-বাংলা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সম্প্রতি সে'দেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন ও ধর্মগুরুর গ্রেপ্তারিতে অভ্যন্তরীণ থেকে আন্তর্জাতিক মহলে চাপের মুখে বাংলাদেশ। আমেরিকায় নতুন সরকার শপথ নেওয়ার আগে সে'দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কায় কূটনৈতিক মহল। এর জেরে প্রভাবিত হয়েছে হিলি স্থলবন্দরে দু'দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য।

বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঘৃতাহুতি করেছিল প্যারিসনিবাসী বাংলাদেশি নাগরিক পিনাকী ভট্টাচার্যের ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলন। এরপরেই শুরু হয়ে যায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ওই ছাত্র আন্দোলনের জেরে ৫ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। তখন থেকেই বাংলাদেশ হিংসা ও সংখ্যালঘু নিপীড়নে উত্তাল হয়ে উঠে। সে'দেশের তদারকি সরকারের প্রধান হন নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূস। তখন থেকেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে অবনতি শুরু হয়। ব্যবসায়ীরাও আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঝুঁকি নিয়েই হিলি স্থলবন্দরে ব্যবসা করছেন তাঁরা।

সম্প্রতি সে'দেশের ধর্মগুরু চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু করেন সংখ্যালঘুরা। এনিয়ে এখনও উত্তাল বাংলাদেশ। এই ঘটনায় গোটা বিশ্ব থেকেই প্রতিবাদের আওয়াজ উঠেছে। তারই মধ্যে ভারতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়েছে প্রতিবেশী দেশে। এতে দু'দেশের সম্পর্ক আরও জটিল আকার নিয়েছে। আমেরিকার নতুন সরকারের শপথের আগে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আন্তর্জাতিক মহলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তারই প্রভাব পড়েছে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে।

হিলি স্থলবন্দরের রপ্তানিকারক মসুদ রহমান বলছেন, 'শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই ব্যবসা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। স্থায়ী সরকার ছাড়া নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ থেকে তেমন আমদানি হয় না। ভারত থেকে রপ্তানিও কমে গিয়েছে। বড় সংস্থা ব্যবসা করছে না। ছোট ব্যবসায়ীরা ভয়ে ভয়ে ব্যবসা করছেন। বাংলাদেশে ডলারের অভাবে পেমেন্ট নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবসা করার আশঙ্কা থাকছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রেখে রপ্তানি করতে হচ্ছে। এনিয়ে ভয় থাকছেই।'

হিলি এক্সপোর্টার্স অ্যান্ড ইমপোর্টার্স কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি রাজেশ আগরওয়াল বলেন, 'সবাই ভয় নিয়েই ব্যবসা করছি। আগের মতো ব্যবসা নেই। পরিস্থিতি নিয়ে খারাপই শুনছি। বাংলাদেশের ডলার সংকটের জন্য রপ্তানিমূল্য মেটাতে সমস্যা হচ্ছে। পরিস্থিতি দেখেশুনে পদক্ষেপ করতে হচ্ছে। প্রত্যেকেই উৎকণ্ঠা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা করছেন।'

ফিশফাশও কম নয়

প্রথম পাতার পর

চিনির পাকে মিষ্টি, ততটাই আবেগের স্বাদে। তা এবার রাসমেলা শুরু হতে না হতে চর্চা শুরু হল মেয়াদ নিয়ে। সরকারি তারিখের পর আর ছাড় মিলবে, নাকি মিলবে না? শেষপর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল মেলার আয়োজক, অর্থাৎ কোচবিহার পুরসভা আর জেলা প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতার টাগ অফ ওয়ার।

এ বলছে, সময় বাড়াতে হবে। আরেক পক্ষে গ্রেস পিরিয়ডে নারাজ। সাংবাদিক সম্মেলন, উষ্মা প্রকাশ, ব্যবসায়ীদের পাশে নিয়ে বার্তা, কত কী হয়ে গেল। মেলার সময় আর বাড়ল না। এরপর ট্র্যাডিশনের কথা যদি ধরা হয়, ভাঙামেলাটা তাহলে তার মধ্যেই পড়ে। ব্যবসাপত্রের দিক তো রয়েছেই। তাই মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও দোকান সরাতে চাইছেন না ব্যবসায়ীরা। শেষপর্যন্ত মাঠ খালি করতে মাঠে নামতে হল পুলিশকে।

লোকজন বলছে, পুরসভার চাপের পরেও জেলা প্রশাসনের মেলার সময় না বাড়ানোর পিছনে সুদূর কলকাতা থেকে কলকাঠি নাড়ার গল্প আছে। উদ্দেশ্য, শাসকদলের বর্ষীয়ান নেতাকে খানিক বেকায়দায় ফেলা। তিনি কতটা বেকায়দায় পড়লেন জানা নেই, তবে রাসমেলাপ্রেমীদের যে পুরোটাই বেফায়দা, তাতে সন্দেহ নেই।

এবার আসি আলিপুরদুয়ারে। ডুয়ার্স উৎসব বয়সে রাসমেলার কাছে দুগ্ধপোষ্য বলা চলে। অথবা নবজাতক। তবে ওখানেও কম আবেগ নেই। বাম আমলের উৎসবের 'দখল' নিয়েছে তৃণমূল। এটা তো হওয়ারই ছিল। তবে এবার তার আয়োজন নিয়ে চলছে টালবাহানা। উৎসব কমিটির গদিতে বসা নেতাকে টানাটানি করছেন দলের ক্ষমতার গদিতে বসে থাকা অন্য নেতারা। আয়োজন-টায়োজন নয়, প্রসঙ্গটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কার গায়ের জোর, থুড়ি প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি।

একপক্ষ বলছে, মেলার আয়োজনে কী ফায়দা, যদি তা থেকে ভোটবাক্সে ঘাসফুলের গাছই না গজায়! আর উৎসব কমিটির নেতা 'ওরা আমাকে আয়োজন করতে দিচ্ছে না' বলে হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছেন। আসলে উৎসবের আয়োজনের পিছনে তো কম টাকার খেলা নেই। টাকাকড়ির কথা বাদ দিলেও, একটা এতবড় উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উতরে দেওয়াটা দিনশেষে নেতাদের ভাবমূর্তির পিছনে অ্যাত্তবড় একটা বাঁশের ঠ্যাকনাও দেয় বৈকি।

সেই ক্ষীর কোনও একজনেরই পেটে বছরের পর বছর যাবে, এটা সহ্য হচ্ছে না বাকিদের। তাঁরাও জায়গা চাইছেন। তাঁরাও গুরুত্ব চাইছেন। তাঁরাও ভাগ চাইছেন। আয়োজকের যে নামডাক, সেই নামডাকের ভাগ। এসবের ভাগ দিতে কে-ই বা চায়! সোশ্যাল মিডিয়ায় রটে গিয়েছে, এ বছর ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করার চক্রান্ত চলছে। এমনি এমনি রটেনি। রটানোর পিছনেও পরিকল্পনা রয়েছে।

কোথাও কেষ্টবিষ্টুদের কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছেন না। অথচ 'আমরা ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করতে দেব না' বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলবল পাকানো হয়ে গিয়েছে। এই তো, সেখানকার প্যারেড গ্রাউন্ডে লোকজন বিক্ষোভ দেখাতেও নেমে পড়েছিলেন। রাসমেলা নিয়ে নাহয় ফয়সলা হয়েই গিয়েছে। ডুয়ার্স উৎসবের ভাগ্যে কী আছে, জানা নেই।

এতদিনের পুরোনো, এত বড় একটা উৎসব নিশ্চয় একধাক্কায় কেবল নেতাদের পারস্পরিক খেয়োখেয়িতে বন্ধ হয়ে যাবে না। শেষমেশ, ইগোর ফাঁকফোকর গলে কোনও না কোনও উপায় বের হবেই। আর যদি না হয়, তখন তো বলার মতো, লেখার মতো মওকা এবং মালমশলা আরও অনেক পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই।

কথা সেটা নয়। কথা হল, নেতাদের এই খোঁচাখুঁচির মধ্যে কেন বারবার জবাই হবে আমআদমির মোচ্ছবের সুযোগগুলো?

বেহাল রাস্তায় বন্ধ যানবাহন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের বরাহার থেকে রাইখন যাওয়ার রাস্তার দুরবস্থা গ্রামীণ মানুষের জীবনে চরম অসুবিধা সৃষ্টি করছে। রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে টোটো এবং অটোচালকদের ঝুঁকির মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে। রাস্তার খামারবোদরা এলাকায় বিশালাকার একটি গর্ত স্থানীয় বাসিন্দা ও চালকদের জন্য এক বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দশ-বারোটি গ্রামের মানুষ বরাহার পৌঁছানোর জন্য এই রাস্তাকেই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি অযত্নে পড়ে থাকার ফলে বড় যানবাহন চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তার অসংখ্য ছোট-বড় গর্তের কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। খামারবোদরা এলাকায় অবস্থিত বিশালাকার গর্তটি বিশেষভাবে আতঙ্কের কারণ, যেখানে টোটো ও অটো উলটে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ঝুঁকির যাতায়াত

বরাহার থেকে রাইখন যাওয়ার বেহাল রাস্তা। - সংবাদচিত্র

একসময় এই রাস্তাটি বালুরঘাট থেকে বরাহার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু রাস্তাটির বর্তমান অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে বড় যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে গ্রামবাসীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ ও যাতায়াতে টোটো এবং অটোই একমাত্র ভরসা। স্থানীয় বাসিন্দা মিণ্টু সরকার, বল্টু সরকার, তরুণ রায়, বীণা রায়, সমর সরকাররা একসুরে জানান, 'এই রাস্তার কারণে আমাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা। প্রশাসন দেখেও দেখে না।'

জাখিরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান রুকসানা বিবি জানান, 'রাস্তার সমস্যার বিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, খুব শীঘ্রই রাস্তার মেরামতির কাজ শুরু হবে।' তবুও গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, কবে এই সমস্যার সমাধান হবে এবং তাদের যাতায়াত নিরাপদ হবে। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে তাদের একমাত্র আবেদন, দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করা।

ছোট তারা ★

জাতীয় স্তরের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরল পুরাতন মালদার ছাত্রী তৃষিতা মিত্র। ভালো খেলে প্রশংসাপত্র পেয়েছে ওই ছাত্রী।

প্রকাশ্যে নয়ানজুলি ভরাট
চোখ বন্ধ প্রশাসনের

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : মালদা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় পুকুর ভরাটের ট্র্যাডিশন চলছেই। মালদা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে থাকা রবীন্দ্র ভবন হয়ে মালঞ্চপল্লির ঠিক মাঝখানে নয়ানজুলি ভরাট করে প্রকাশ্যে চলছে পাকা ভবন নির্মাণের কাজ। এলাকাটি ইংরেজবাজার পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। যা দেখেও নিশ্চুপ প্রশাসন।

অভিযোগ, এই এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের ঠিক উলটো দিকের সরকারি নয়ানজুলি ভরাট করে গড়ে উঠছে পাকা দোকানঘর। রেললাইন সংলগ্ন এই নয়ানজুলিতে রয়েছে স্থানীয়দের রায়ত জমি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, পার্শ্ববর্তী সরকারি নয়ানজুলি কীভাবে ভরাট হচ্ছে? স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও মিলছে না সুরাহা। চোখের সামনে সরকারি জমি ভরাট ও জবরদখলকে ঘিরে উঠে আসছে একাধিক অভিযোগ ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, যেভাবে জবরদখল হচ্ছে তাতে আগামীতে নয়ানজুলির কোনও চিহ্ন থাকবে না। সকাল হলেই ট্র্যাক্টর আর শ্রমিকদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। নয়ানজুলি ঘিরে কাঁচা থেকে পাকা দোকান গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, কারা রয়েছে এর পিছোনে। এই নিয়ে পরিবেশকর্মীরা একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি কিছুই।

জমি মাফিয়াদের ভয়ে এই নিয়ে মুখ খুলতে রাজি নন এলাকাবাসী। তবে তাঁদের আশঙ্কা, নয়ানজুলি ভরাট হলে সমস্যায় পড়তে হবে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। এই বিষয়ে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনীষা দাসের সাফাই, 'এই জায়গা সম্পূর্ণ স্থানীয় কিছু মানুষের।' নয়ানজুলি ভরাট হচ্ছে কীভাবে প্রশ্ন করলে তিনি এড়িয়ে যান। এই বিষয়ে জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের অতিরিক্ত জেলা শাসক দেবাহুতি ইন্দ্র (এলআর)-এর বক্তব্য, 'সরকারি নয়ানজুলি ভরাট রুখতে আমরা তৎপর। আমাদের টিম গিয়ে ইন্সপেকশন করবে। প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারা এর পিছনে, সেসব কিছুই খতিয়ে দেখা হবে।'

> নয়ানজুলি ভরাট রুখতে আমরা তৎপর। আমাদের টিম গিয়ে ইনস্পেকশন করবে। প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারা এর পিছনে, সেসব কিছুই খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **দেবাহুতি ইন্দ্র**
> অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তর

ভস্মীভূত প্রতীক্ষালয়। বালুরঘাটে তোলা সংবাদচিত্র।

আগুন যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে, তদন্তে পুলিশ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : রাতের অন্ধকারে আগুনে পুড়ে গেল যাত্রী প্রতীক্ষালয়। বালুরঘাট থানা সংলগ্ন এবং জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে থাকা পুরসভার ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় আধঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রতীক্ষালয়টির পাশাপাশি আগুনে পুড়ে গিয়েছে পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরা ও কেবলের তার। পুড়েছে একটি অস্থায়ী দোকান। এদিকে কীভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

বেশ কয়েক বছর আগে বালুরঘাট পুরসভার তরফে শহরে বেশ কিছু যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছিল। যার মধ্যে একটি বালুরঘাট ডিএম অফিসের সামনে রয়েছে। প্রতীক্ষালয়টিতে আলো, ফ্যান ও বসার ব্যবস্থা ছিল। সেসব আগুনে পুড়ে গিয়েছে। আগুন লাগানো হয়েছে, না অন্য কোনও বিষয় তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। খবর পেয়ে বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন বালুরঘাট পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাজেন শীল। তাঁর সময়েই প্রতীক্ষালয়টি তৈরি হয়েছিল। যদিও গভীর রাতে আগুন লাগার ফলে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে দিনের বেলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

শহরবাসী বাবুসোনা অধিকারী বলেন, 'পুরসভার কাছে আবেদন, দ্রুত এই যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি মেরামত করা হোক। বহু মানুষ এখানে বসে সময় কাটান। কীভাবে আগুন লাগল তাও খতিয়ে দেখা হোক।'

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোককুমার মিত্র বলেন, 'পুলিশের কাছে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, ওই এলাকায় একজন ভবঘুরে শীতের কারণে আগুন পোহাচ্ছিল। সেখান থেকে সম্ভবত আগুন লেগেছে। তবে ঠিক কীভাবে আগুন লেগেছে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে তা খতিয়ে দেখতে পুলিশকে জানিয়েছি।'

ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	–	৫
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	১২
বি নেগেটিভ	–	৪
এবি পজিটিভ	–	৭
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৬
ও নেগেটিভ	–	১

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

চড়া দাম বিঘোরের বেগুনের

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : বেগুন দিয়ে চেনা যায় বিঘোরকে। শীতের উপাদেয় সেই বিঘোরের বেগুন এখন অগ্নিমূল্য। যার কোপ পড়ছে সাধারণের পকেটে। রায়গঞ্জের প্রসিদ্ধ বিঘোরের বেগুন বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১০০ টাকায়। কারণ হিসেবে উঠে আসছে কম ফলন এবং বন্যার কথা। শখের বেগুনেই এখন হাত পুড়ছে বিঘোরের বেগুনপ্রেমীদের।

রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, 'এবার বাজারে যে বেগুন পাওয়া যাচ্ছে, এটাই যথেষ্ট। দুবারের বন্যায় আশাপুর, পারার পুকুর, বাহিন গ্রামে বেগুনের ফলন হয়নি।'

পারার পুকুরের বেগুনচাষি রহমতুল্লাহ

বলেন, 'বন্যা তো বটেই। এবছর ফলনও কম। তাই নিরুপায় হয়ে দাম বাড়াতেই হচ্ছে। আমরা নিজেরাও লাভ করতে পারছি না।'

দেবীনগর বাজার কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর প্রামাণিক বলেন, 'শীতকালে আমাদের বাজারের প্রতিটি সবজির দোকানে বিঘোরের বেগুন ছেয়ে থাকত। কিন্তু এবছর বাজারে বেগুনের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছে।'

বেগুন কিনতে এসে হতাশ বিকাশ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'এই বেগুনগুলো ভর্তা, পোড়া, ভাজা খেতে দারুণ মজার হয়। কিন্তু এবার বেগুনে হাতই দিতে পারছি না। প্রতি বছর বাইরের আত্মীয়দের এই বেগুন পাঠাই। মনে হচ্ছে, এবার আর পাঠানো হবে না।'

হিন্দু চেতনা মঞ্চের প্রতিবাদ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : ইসকনের সাধু চিন্ময় কৃষ্ণদাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এবং বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বুধবার শহরের ফোয়ারা মোড় ঘেরাও করল হিন্দু চেতনা মঞ্চ। এদিন বিকেলে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সদর দপ্তর থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলে হাজির ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ, বিশ্বজিৎ সাহা, অম্লান ভাদুড়ি প্রমুখ। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এদিন বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা। চিন্ময় কৃষ্ণদাসের নিঃশর্ত মুক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু নিপীড়ন চলছে তার তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

যত কাণ্ড রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে

২০১৫ সালে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। সেসময় ভীষণ খুশি হয়েছিলেন সমগ্র জেলাবাসী। শাসক থেকে বিরোধী উভয় শিবিরই সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর থেকেই একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বিগত বেশ কিছুদিন ধরে তুমুল অচলাবস্থা চলছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যাগ রিপোর্টের অস্বস্তি তো রয়েছেই। তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীদের আন্দোলন যেন গোদের উপর বিষফোড়ার মতো করে চেপে বসেছে। অফিশিয়াল কাজকর্মের পরিকাঠামো যেমন ভেঙে পড়েছে, তেমনই পড়াশোনার পরিকাঠামোও ভেঙে পড়েছে। এমতাবস্থায় কী ভাবছেন শহরের বিশিষ্টজন থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা? প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎই বা কী? সেই বিষয়েই খোঁজ করলেন রাহুল দেব।

অতীতের কলেজটিতে তথা অধুনা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। অতীতের রায়গঞ্জ কলেজে খুব ভালো পড়াশোনা হত। যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই প্রতিষ্ঠান ছিল তখন তাকে 'উত্তরবঙ্গের প্রেসিডেন্সি'ও বলা হত। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো বা মেধাবী ছেলেমেয়েরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এর দায় প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক থেকে শিক্ষাকর্মী পর্যন্ত সকলকেই নিতে হবে।
-তন্ময় দত্ত, প্রাক্তনী
রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ

বিগত কিছুদিন ধরে সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারছি যে জেলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা। এর কারণ কী বা এর পিছনে কে বা কারা রয়েছেন, সেই বিতর্কে যেতে চাই না। তবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার স্বার্থে এরকম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অচলাবস্থা দূর হওয়া জরুরি।
-শুভ্রশংকর রায়, বুদ্ধিজীবী

অতীতের রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। সেই সময়ের এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার পর যে জায়গায় যাওয়া উচিত ছিল, সেখান থেকে অনেক নীচে নেমে গেছে। বিষয়টি সত্যিই উদ্বেগজনক।
- শোভন মৈত্র, শিক্ষাবিদ

একসময় দূরদূরান্ত থেকে ছেলেমেয়েরা রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়তে আসত। পড়াশোনার মানও ছিল অসাধারণ। কিন্তু বিগত কয়েকবছর ধরে মানের অবনতি হওয়া সত্যিই চিন্তার বিষয়। এখানকার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক এটাই চাই। তবে প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীদের ইগোর লড়াইয়ের ফল যেন ছাত্রছাত্রীরা না ভোগ করে।
-হিরণ্ময় দত্তচৌধুরী, নাট্যকর্মী

বেহাল রবীন্দ্র ভবন, ব্যাহত সংস্কৃতিচর্চা

গঙ্গারামপুর, ৪ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ গঙ্গারামপুর রবীন্দ্র ভবন। প্রশাসনিকভাবে একাধিকবার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেও, বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অভিযোগ এর ফলে ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে গঙ্গারামপুরের সংস্কৃতিচর্চা। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দ্রুত ভবনটি সংস্কারের দাবি তুললেন শহরের সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষেরা।

সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য বাম আমলে গঙ্গারামপুরে তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্র ভবন। এরপর গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০১১ সালে রবীন্দ্র ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

তবে উদ্বোধনের কয়েক বছরের মধ্যে বাতানুকূল যন্ত্রটি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে। গত কয়েকবছরে রবীন্দ্র ভবনের মূলমঞ্চ গর্তে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সিংহভাগ দর্শকাসন ভেঙে পড়েছে। এমনকি রবীন্দ্র ভবনের টিনের ছাদ চুঁইয়ে বৃষ্টির জল মূল মঞ্চে পড়ছে। গত দু'বছর গঙ্গারামপুর রবীন্দ্র ভবন কার্যত সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এর ফলে সংস্কৃতিপ্রেমীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করবার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

এ'বিষয়ে সংস্কৃতিকর্মী সর্বজিৎ গুহ জানান, 'বেহাল রবীন্দ্র ভবন সংস্কার করার জন্য বারবার প্রশাসনিক আশ্বাস মিলেছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে গঙ্গারামপুরের সংস্কৃতিচর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দ্রুত রবীন্দ্র ভবনের সংস্কার করা ভীষণ প্রয়োজন।'

এ'বিষয়ে বাচিকশিল্পী ডলি ভট্টাচার্য গুহ জানান, 'গত এক দুই বছর ধরে রবীন্দ্র ভবন ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ফলে সংস্কৃতিকর্মীদের কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হলে, মোটা অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি বিভিন্ন লজ ভাড়া করতে হয়। অথচ জেলার মধ্যে অন্যতম এই রবীন্দ্র ভবনটি সংস্কার করা হলে বহু শিল্পীরা উপকৃত হতেন। গঙ্গারামপুরের সংস্কৃতিচর্চা আরও বাড়ত। এ'বিষয়ে প্রশাসনের উদ্যোগ প্রয়োজন।'

রাষ্ট্রপতি পদকের জন্য প্রাথমিক মনোনয়ন জয়ন্তর

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলায় 'অ্যাওয়ার্ড অফ প্রেসিডেন্সিয়াল ফায়ার অফ সার্ভিস মেডেল অন রিপাবলিক ডে ২০২৫' সালের জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছেন রায়গঞ্জ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের লিডার জয়ন্তকুমার বোস। ইতিমধ্যে উত্তর দিনাজপুর ডিভিশনের তরফে তাঁর সমস্ত নথিপত্র রাজ্য দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। গত ১৭ বছরের চাকরি জীবনে জয়ন্তবাবু সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন।

জলপাইগুড়ি, মালবাজার, কালিয়াগঞ্জ ও মালদার সার্ভিস স্টেশনে কাজ করেছেন। ৫০ ফুট উঁচু টাওয়ারের উপর থেকে ঝুলন্ত দেহ নামানোর পাশাপাশি দুর্ঘটনার কবল থেকে আহতকে উদ্ধার, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডর হাত থেকে রক্ষা সহ অন্য কাজ করেছেন। জয়ন্তবাবুর নাম জেলা থেকে মনোনীত হওয়ায় খুশি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজ্যের দু'জন : এবিভিপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা পেলেন উত্তর দিনাজপুরের দুইজন। উত্তর দিনাজপুরের দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা শুভব্রত অধিকারী এবিভিপির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসেবে পুনরায় মনোনীত হয়েছেন। অন্যদিকে, রায়গঞ্জের বাসিন্দা দীপ দত্ত এবিভিপির কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য পদে মনোনীত হয়েছেন। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে সংগঠনের জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

স্কলারশিপ পেয়েই পড়ায় 'না'

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : প্রতি বছর টাকার অভাবে মাধ্যমিক পাশের পর পড়া ছেড়ে দেন পড়ুয়াদের একাংশ। তাদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ চালু করেছে রাজ্য সরকার। আর্থিক কারণে উচ্চশিক্ষায় বাধা আটকাতে নেওয়া হয়েছিল এই সরকারি পদক্ষেপ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, স্কলারশিপ পাওয়ার পরে মাঝপথে অনেকে পড়াশোনায় ইতি টানছেন। বিশেষ করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের পড়ুয়ারা। যার ফলে উচ্চশিক্ষা নিতে ইচ্ছুক অনেকেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

শিক্ষা দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের কথায়, উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে চালু রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ। যা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কোর্স অনুযায়ী, স্কলারশিপের টাকার ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। তবে আবেদনের নিয়মে কোনও বদল নেই। ইচ্ছুক প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদনের সুযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকের পড়ুয়ারা এই স্কলারশিপ পান। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজি কাউন্সিলের সেক্রেটারি দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, 'স্নাতক স্তরে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া পড়ুয়ার সংখ্যাটা কম। তবে পিজি স্তরে কী হয় বলতে পারব না। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রী শ্রেয়া ঝা জানায়, 'পিজিতে ভর্তি হয়েছি একমাত্র স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য। স্কলারশিপ পেলেই ছেড়ে দেব। কারণ, দুই বছর পিজি পড়ে কিছু হবে না, বিশেষ করে চাকরির বাজার নেই।' স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র দীপক রায়ের বক্তব্য, 'মাস্টার ডিগ্রি করে কোনও লাভ নেই। শুধুমাত্র স্কলারশিপের জন্য ভর্তি হয়েছি। এই দুই বছর চাকরির কোচিং নিলে বেশি লাভ।'

> স্কলারশিপ পাওয়ার পর অনেকেই পড়া ছেড়ে দেয়। ফলে তাদের আসনগুলি ফাঁকা থেকে যায়। আগেই যদি তারা এনওসি দিত তবে ওয়েটিং লিস্টে থাকা ছেলেমেয়েদের ভর্তির সুযোগ থাকত।
>
> **পার্থসারথি নন্দী**, অধ্যাপক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সমস্যায় পড়ুয়ারা

> পিজিতে ভর্তি হয়েছি একমাত্র স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য। স্কলারশিপ পেলেই ছেড়ে দেব। কারণ, দুই বছর পিজি পড়ে কিছু হবে না, বিশেষ করে চাকরির বাজার নেই।
>
> **শ্রেয়া ঝা**
> ছাত্রী, স্নাতকোত্তর বিভাগ

সমস্যা যে আছে তা স্বীকার করে নিয়ে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের পার্থসারথি নন্দীর দাবি, 'স্কলারশিপ পাওয়ার পর অনেকেই পড়া ছেড়ে দেয়। ফলে তাদের আসনগুলি ফাঁকা থেকে যায়। আগেই যদি তারা এনওসি দিত তবে ওয়েটিং লিস্টে থাকা ছেলেমেয়েদের ভর্তির সুযোগ থাকত।' একই কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই থাকা সাইবার ক্যাফের মালিকদের। তাদের কথায়, স্নাতকোত্তর স্তরে স্কলারশিপ পাওয়ার পরেই বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয় দেখছি। কলা, বাণিজ্য এমনকি বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা দেখা যায়।

প্রসঙ্গত, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়ারা স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ-এর মাধ্যমে হাতে পায় ১২ হাজার টাকা। বিজ্ঞান ও স্নাতক স্তরের অন্যান্য কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের ১৮ হাজার টাকা করে দেয় রাজ্য সরকার। স্নাতকোত্তর স্তরে স্কলারশিপের পরিমাণ মাসিক প্রায় ৫ হাজার টাকা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রায় ৫০ শতাংশ আসন শূন্য। তারপর যদি মাঝপথে ছাড়ার প্রবণতা শুরু হয় তবে সমস্যায় পড়বে কর্তৃপক্ষ।

রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ রাজ্য সরকার চালু করেছে। তবে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য স্নাতকোত্তরে কেউ ভর্তি হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। এব্যাপারে পিজি কাউন্সিলের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলব। কেউ যদি মাঝপথে ছেড়ে দেয়, তবে সে তো আর স্কলারশিপ পাবে না।'

পুরাতন মালদায় অনিশ্চিত কার্নিভাল

পুরাতন মালদা, ৪ ডিসেম্বর : বড়দিন ও বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে কার্যত পরম্পরায় পরিণত হওয়া পুরাতন মালদা শহর পুরসভার কার্নিভাল এবারে অনিশ্চয়তার মুখে।

তবে কার্নিভাল ধোঁয়াশার মধ্যে থাকলেও ভোজনপ্রিয় বাঙালির জন্য এবার প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফুড ফেস্টিভাল।

একটি সংস্থার উদ্যোগে শহরবাসীর জন্য নানারকম খাওয়ার আয়োজন থাকবে। মিলবে বর্ধমানের মিহিদানা, সীতাভোগ থেকে শুরু করে শক্তিগড়ের ল্যাংচা ও স্বনির্ভরগোষ্ঠীর হাতের তৈরি পিঠাপুলি। আগামী ৩ থেকে ৬ জানুয়ারি শহরের মহানন্দা ব্রিজ ময়দানে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই নিয়ে তৎপর উদ্যোক্তারা।

তবে পুরসভার উদ্যোগে বর্ষবরণকে সামনে রেখে কার্নিভাল হবে কি না, এনিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি পুরসভা। তবে কার্নিভাল নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। তিনি বলেন, কার্নিভাল নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি।

এবিষয়ে ফুড ফেস্টিভাল উৎসব কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা হারাধন সাহা বলেন, 'স্থানীয় শিল্পীদের মঞ্চ দেওয়ার জন্য উৎসবের আয়োজন করেছি। মহানন্দা নদীর ধারে রাতে জমজমাট অনুষ্ঠান হবে। তার সাথে বিভিন্ন খাওয়ার স্টল বসবে। লোকনৃত্য, গম্ভীরার মাধ্যমে পুরাতন মালদার ঐতিহ্য অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হবে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Goutam Kumar Biswas, পিতা Late Gobinda Biswas, ঠিকানা- রমেন্দ্রপল্লী, পো+থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- উঃ দিনাজপুর। আমার পাশপোর্টে (যার নং- E4341545) Goutam Biswas ও মাধ্যমিক অ্যাডমিট ও সার্টিফিকেটে Goutam Kr Biswas থাকায় গত 03/12/2024 তারিখে উত্তর দিনাজপুর রায়গঞ্জ ১ম শ্রেণি E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Goutam Biswas, Goutam Kr Biswas থেকে Goutam Kumar Biswas করা হইল।

(M-112629)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি আসগর আলি, পিতা- লতিফুর রহমান, গ্রাম- সুজাগঞ্জ, পোস্ট ও থানা- চাঁচল, মালদা। গত 29/11/24 তারিখে চাঁচল রেজিস্ট্রি অফিসের পথে আমার পিটা যা দলিল হারিয়ে যায়, যাহার বিবরণ হল গ্রহীতা মিতালি সরকার (দাস) স্বামী দীপক কুমার দাস, সুজাগঞ্জ, চাঁচল, মালদা। জে.এল নাম্বার 68, খতিয়ান নাম্বার 93, দাগ নাম্বার 403, পরিমাণ 24 শতকের মধ্যে ও দলিল নাম্বার 7133, যার চহুদী উত্তরে- বিক্রেতার ওয়ারিশ গণ, দক্ষিণে-বিক্রেতা, পূর্ব-সুব্রত দাস, পশ্চিমে - যাতায়াতের রাস্তা। নিজ যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন, তবে যোগাযোগ করুন 9851474943.

(M-112572)

‘আপনাকে জামিন দিলে কী বার্তা যাবে’

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত হলে জামিন দেওয়া যাবে না। তদন্ত আরও কিছুদূর এগোলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মামলায় বুধবার এমন মন্তব্যই করেছে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি এবং অর্থ তছরুপের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের আবেদনের ওপর বুধবার রায় স্থগিত রেখেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থের ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করে ইডি। সেই প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিজে দুর্নীতি না করে পার্থ হয়তো সেটা করেছেন কাউকে ‘শিখণ্ডী’ খাড়া করে। তাই এখনই তাঁকে জামিন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

এদিন বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পার্থর হয়ে সিনিয়ার আইনজীবী মুকুল রোহতগি এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এসভি রাজু সওয়াল করেন।

রোহতগি আদালতে দাবি করেন, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে হেপাজতে রয়েছেন তাঁর মক্কেল পার্থ। মামলা যে গতিতে চলেছে তাতে দ্রুত নিষ্পত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত।

> আপাতদৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কী বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?
>
> **সূর্য কান্ত**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

এর জবাবে বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, ‘আপনি এই ক্ষেত্রে সমতা দাবি করতে পারেন না। অন্য অভিযুক্তরা কেউ মন্ত্রী ছিলেন না।’ পার্থর ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান বিচারপতি।

রোহতগি বলেন, ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হলে তার দায় তাঁর মক্কেলের নয়। পালটা বিচারপতি সূর্য কান্তের প্রশ্ন, ‘দু’জনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সম্পত্তি কেনার অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রীর পিএ-র বাড়ি থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হলে মন্ত্রী কি তার দায় এড়াতে পারেন?’

ইডি পার্থর জামিনের বিরোধিতা করে জানায়, জামিনে মুক্তি পেলে তিনি সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন এবং প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করবেন। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, ‘আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা খুবই গুরুতর। যদি সমাজে বার্তা দেওয়া হয় যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সহজেই জামিন পেয়ে যান, তাহলে এর প্রভাব কী হবে?’ বিচারপতি সূর্যকান্ত কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বলেন, ‘আপাত দৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কি বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?’

স্বর্ণমন্দিরে গুলি প্রাণরক্ষা সুখবীরের

চণ্ডীগড়, ৪ ডিসেম্বর : অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিরোমণি অকালি দলের (স্যাড) সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। বুধবার সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের বাইরে তাঁকে নিশানা করে গুলি চালানো হয়। সেইসময় ধর্মীয় শাস্তির বিধান মেনে সুখবীর মন্দিরের

অভিযুক্ত খালিস্তানি জঙ্গি গ্রেপ্তার

প্রবেশপথে ‘সেবাদার’ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গুলি অবশ্য তাঁর গায়ে লাগেনি। উপস্থিত লোকজন ধরে ফেলেন হামলাকারী এক প্রবীণ ব্যক্তিকে। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর পিস্তলটিও।

পঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল (আইনশৃঙ্খলা) অর্পিত শুক্ল জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ সিং চৌরা। গুরদাসপুর জেলার বাসিন্দা। বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (বিকেআই) প্রাক্তন সদস্য এবং খালিস্তানি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তিনি।

সুখবীরের ওপর হামলার নেপথ্যের কারণ খুঁজছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দা করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত সিং ভুলার বলেন, এআইজি স্তরের অফিসারের নেতৃত্বে ১৭৫ জন সাদা পোশাকের পুলিশ সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছে স্বর্ণমন্দিরকে। মন্দির চত্বরে নিরাপত্তার কোনও খামতি নেই। বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে অকালি দল পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সরকার কে দায়ী করেছে। দলের মুখপাত্র দলজিৎ সিং চিমা বলেন, ‘এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। আমি জানতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী মান রাজ্যের জন্য ঠিক কী করেছেন!’ একসুর অকাল তখতের জাঠেদার জ্ঞানী রঘুবীর সিংয়েরও। তাঁর কথায়, ‘সেবাদারের ওপর হামলা মানে গুরদোয়ারার ওপর আঘাত।’ পঞ্জাব বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া ঘটনাটিকে ‘নিন্দনীয় ও দুঃখজনক। ‘এই হামলা সকলের জন্যই উদ্বেগের।’ সুখবীরের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন অভিযুক্ত নারায়ণের স্ত্রী যশমিত কাউরও। বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং বলেন, ‘স্বর্ণমন্দিরে অকাল তখতের শাস্তিপালন চলাকালীন বাদলের ওপর হামলা শিখ মর্যাদার লঙ্ঘন। পঞ্জাব ইতিমধ্যে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের অন্ধকার যুগের ভয়াবহতা দেখেছে। নতুন করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেওয়া যায় না।’

স্বর্ণমন্দিরের সামনে গুলি চালানোর পর আততায়ীকে হাতেনাতে ধরলেন দ্বাররক্ষীরা। বুধবার অমৃতসরে।

কে এই নারায়ণ সিং চৌরা

গুরুদাসপুর জেলার বাসিন্দা নারায়ণ সিং চৌরা (৬৮) প্রাক্তন খালিস্তানি জঙ্গি। আগেও একাধিক মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর।

নারায়ণের জন্ম ১৯৫৬ সালে। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে পাড়ি দেন তিনি। সেখান থেকে পঞ্জাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের চক্র শুরু করেন। ছ’বছর ধরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ান্টেড তালিকায় থাকলেও তাঁর নাগাল পায়নি পুলিশ। পাকিস্তানে থাকাকালীন গেরিলা যুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ সাহিত্যের ওপর একটি বইও লেখেন। এরপর নয়ের দশকে দেশে ফিরে তিনি পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারন এবং রোপার জেলায় একাধিক অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন।

২০০৪ সালে বুড়াইল জেল ভাঙার ঘটনাতেও দোষী সাব্যস্ত হন নারায়ণ। ওই ঘটনায় তিনিই ‘মূল ষড়যন্ত্রকারী’ ছিলেন। ৯৪ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বাব্বর খালসা-র আন্তর্জাতিক জঙ্গি জগতার সিংহ হাওয়ারা, পরমজিৎ সিং ভেওরা এবং তাঁদের দুই সহযোগী জগতার সিং তারা ও দেবী সিংকে বুড়াইল জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন নারায়ণ।

অসমে নিষিদ্ধ গোমাংস

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর : অসমে গোমাংস খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেছেন, আজ থেকে রাজ্যের সমস্ত হোটেল, রেস্তোঁরা তো বটেই, প্রকাশ্যে গো-মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে।’ হিমন্ত বলেন, ‘আগে মন্দিরের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গোরুর মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আমরা সেটাকে সারারাজ্যে প্রসারিত করে দিলাম। এবার থেকে আর কেউ প্রকাশ্যে কিংবা হোটেলে গিয়ে গোমাংস খেতে পারবেন না।’ এর আগে গো-মাংস খাওয়া নিয়ে একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যে রীতিমতো কড়াকড়ি হয়েছে। এবার তাতে নাম লেখাল অসমও।

অনুপস্থিত বিধায়কদের ফোন বিধানসভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন দলের মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একমাত্র শারীরিক কারণ বা গুরুতর কোনও সমস্যা ছাড়া দলকে না জানিয়ে পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে শোকজের মুখে পড়তে হবে সদস্যকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশে নড়েচড়ে বসেছেন মন্ত্রী, বিধায়করা। শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য অনুপস্থিত সদস্যদের আগাম সতর্ক করছে বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় থাকলে দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে ট্রেজারি বেঞ্চে হাতেগোনা কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক ছাড়া বাকি সদস্যদের গরহাজির থাকাটাই দস্তুর হয়ে উঠেছে। অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে আগেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু চলতি অধিবেশনে দলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সদস্য পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে শোকজ করে কারণ জানতে চাইবে দল। উপযুক্ত কারণ ছাড়া পরপর তিনবার এই ধরনের ঘটনা ঘটলে ওই সদস্যকে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হতে পারে। দলের কোনও সদস্যকে অবাঞ্ছিত শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য বিধানসভার তরফে অনুপস্থিত ওই সদস্যদের আগাম সতর্ক করা শুরু হয়েছে। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র গত দু-দিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায়, তাঁকে বিধানসভা থেকে ফোন করে বৃহস্পতিবার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে যাঁদের নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, তাঁরা তো বটেই, সঙ্গে ওইসব প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা সহ অধিবেশন চলাকালীন দলের সব সদস্যেরই উচিত বিধানসভায় উপস্থিত থাকা। আমরা উপস্থিতির দিকে নজর রাখছি। বিশেষত সকালের দিকে সদস্যদের হাজিরায় ঘাটতি রয়েছে। খুব শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে দলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করব।’ চলতি অধিবেশনে এখনও ৫টি বিল ও কয়েকটি প্রস্তাব আসার কথা। সেক্ষেত্রে বিল পাশ করা বা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে যাতে কোনওভাবেই দলকে বিপাকে পড়তে না হয় সেই কারণেই আগাম সতর্ক থাকছে শাসকদল।

৩০তম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু নন্দন চত্বরে, ‘নায়ক’ সিনেমার পটচিত্রের সামনে সেলফিতে বুঁদ দর্শকরা। -আবীর চৌধুরী

চলচ্চিত্র উৎসবেও মমতার অনশন প্রসঙ্গ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে শুরু হল ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এদিন আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের থিম কান্ট্রি ফ্রান্স। সেদেশের ২১টি ছবি দেখানো হবে। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হচ্ছে তপন সিনহার ‘গল্প হলেও সত্যি’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, গৌতম ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছিলেন ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মতো দেশের প্রতিনিধিরাও। এবারের উৎসবে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে মনোজ মিত্র, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম হালদার, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা, ঋত্বিক ঘটককে।

এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ২৬ দিনের অনশন প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, ‘তখন তপন সিনহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু উনি আমাকে একটা চিঠি লিখে আমার আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।’ উল্লেখ্য, এদিনই দিল্লিতে তৃণমূলের মৌসম বেনজির নুর রাজ্যসভায় মমতার ২৬ দিন অনশনের প্রসঙ্গ তুলে তাকে ঐতিহাসিক দিন বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ৪ ডিসেম্বরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য ২৬ দিনের অনশন শুরু করেছিলেন।

তবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের ছবির ‘ইতি মা’ গানটি অস্কার নমিনেশন পেয়েছে। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েও খোদ পরিচালক ও সুরকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলেন না। অত্যন্ত ভিড়ের কারণে পুলিশ তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি বলেই অভিযোগ।

সম্ভাল যেতে বাধা রাহুল-প্রিয়াংকাকে

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। সম্ভাল যেতে দেওয়া হল না রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে। গাজিয়াবাদ সীমানা থেকেই নয়াদিল্লি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে। তাঁর বোন তথা ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশি বাধার মুখে পড়েও অবশ্য সম্ভাল যাওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিলেন রাহুল-প্রিয়াংকারা। দীর্ঘ বাদানুবাদ, যুক্তিতর্কের শেষে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন রাহুল। তাঁর আসার কথা জানার পর থেকেই সম্ভাল জেলা প্রশাসনের তরফে রাহুলকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ নগর ও গাজিয়াবাদের পুলিশ কমিশনার এবং আমরোহা ও বুলন্দশহরের পুলিশ সুপারকে তাঁদের জেলায় রাহুলকে আটকানোর জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন সম্ভালের জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া।

এদিন কার্যত হয়েছেও তাই। রাহুল-প্রিয়াংকাকে আটকাতে গাজিয়াবাদ সীমানায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। সম্ভাল যাত্রা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা হিসেবে এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমাকে অনুমতি দেওয়া উচিত। আমি পুলিশের সঙ্গে একা সম্ভাল যেতে রাজি। কিন্তু আমাকে তারও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এটা সংবিধানের পরিপন্থী।’ রায়বেরেলির সাংসদের প্রশ্ন, ‘বিজেপি কেন ভয় পেয়েছে? নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পুলিশকে তারা এগিয়ে দিচ্ছে? সত্য এবং সম্প্রীতির বার্তাকে কেন দাবিয়ে রাখা হচ্ছে?’ মোদি সরকারকে বিঁধে রাহুল বলেন, ‘কী হয়েছে শুধুমাত্র সেটা জানার জন্যই আমরা সম্ভালে যেতে চেয়েছিলাম। আমার সাংবিধানিক অধিকার আমাকে দেওয়া হচ্ছে না। এটাই নতুন ভারত। যে ভারতে আম্বেদকরের সংবিধানকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা লড়াই জারি রাখব।’ প্রিয়াংকা বলেন, ‘রাহুল গান্ধি একটি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন। তাই তাঁর কিছু সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।

গাজিয়াবাদ সীমানায় সংবিধান হাতে রাহুল গান্ধি। বুধবার।

অধিবেশন ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। বুধবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে বিধানসভা চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি তৃণমূল পালন করে। এই বছর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন বিধানসভা ছুটি দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপি পরিষদীয় দল শাসকদলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর শনি ও রবিবার বিধানসভা বন্ধ থাকবে। আলোচনার দিন একটা কমে যাওয়ায় অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলবে। কিন্তু এদিন বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিংয়ে অধিবেশন একদিন বাড়ানো হয়েছে।’

সন্দীপ-অভিজিতের অতিরিক্ত চার্জশিট

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে সিবিআই। পরের সপ্তাহেই শিয়ালদা আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ওই চার্জশিট জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ১০০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে সিবিআই। চার্জশিটে সেই ধারাই যুক্ত করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

সোমবার অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও অভিজিৎকে সশরীর হাজির করানোর কথা রয়েছে। ওইদিনই তাঁদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হতে পারে। অন্যথায় ওইদিন সম্ভব না হলে আগামী সপ্তাহে যে কোনও দিনই চার্জশিট দেবে সিবিআই। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির প্রথম চার্জশিটে সন্দীপ সহ পাঁচজনের নাম ছিল। এখনও পর্যন্ত সেই চার্জশিট আদালতে গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, সন্দীপ সরকারি আধিকারিক হওয়ায় রাজ্যের অনুমোদন দরকার। ফলে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হলে সেটাও গ্রহণ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আর সশরীর আদালতে হাজির করানো হয় না। মঙ্গলবার যে চারজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়, তাঁদের দিয়ে সঞ্জয়কে চিহ্নিতকরণের জন্য আদালতে আনা হয়েছিল।

সরানো হল গোয়েন্দা প্রধানকে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সিআইডির খোলনলচে বদলে দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। আর তার পরই বুধবার সকালেই নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল, এডিজি (সিআইডি) পদ থেকে আর রাজাশেখরণকে সরিয়ে তাঁকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পদ এডিজি (ট্রেনিং) পদে পাঠানো হল। তবে এডিজি (সিআইডি) পদে কে আসছেন সেই নির্দেশিকা এদিন জারি হয়নি। একইসঙ্গে এডিজি (ট্রেনিং) পদে থাকা দময়ন্তী সেনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এডিজি (পলিসি) পদে নিয়ে আসা হল। পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের পর থেকে দময়ন্তীকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি। এডিজি (পলিসি) পদে থাকা আর শিবকুমারকে এডিজি (ইবি) পদে নিয়ে আসা হল। এই পদে থাকা রাজীব মিশ্রকে এডিজি (মর্ডানাইজেশন) পদে নিয়ে আসা হল।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সিআইডির অন্যান্য পদেও বদল আনা হচ্ছে। একইসঙ্গে রাজ্যের সচিব পর্যায়েও বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত রয়েছে। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও পূর্ত, পঞ্চায়েত, কৃষি, স্বাস্থ্য দপ্তরেও কাজের গতি আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। চলতি মাসে রাজ্য মন্ত্রীসভায় রদবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে নিমরাজি শিন্ডে

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখলের লড়াইয়ে শেষমেশ দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে হেরে গেলেন একনাথ শিন্ডে। বুধবার বিজেপির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ফড়নবিশকে বেছে নেওয়া হয়। নাম ঘোষণার পর মহাযুতির বাকি দুই শরিক একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে আসেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে তৃতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ফড়নবিশ। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীদের।

গোড়া থেকেই উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে নিমরাজি ছিলেন শিন্ডে। তবে ফড়নবিশ তাঁকে মহাযুতি মন্ত্রীসভায় থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিন ফড়নবিশ বলেন, ‘গতকাল আমি একনাথ শিন্ডেকে অনুরোধ করেছিলাম, উনি যেন মন্ত্রীসভায় থাকেন। আমি আশা করি, উনি থাকবেন।’ বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। শিন্ডের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের কথা অস্বীকার করে ফড়নবিশের মন্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর পদ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি টেকনিক্যাল চুক্তি মাত্র। আমরা একসঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিতাম। আগামী দিনেও তাই করব।’ এদিন মোদির স্লোগান ধার করে ফড়নবিশ বলেন, এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়। মহাযুতিতে সবাই ঐক্যবদ্ধই রয়েছেন।

অন্যদিকে সুর নরম করে শিন্ডের বক্তব্য, ‘আড়াই বছর আগে ফড়নবিশ আমার নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন। এবার আমরা ওঁর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করলাম।’ ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় ২ সপ্তাহ ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল বিজেপি এবং শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার মধ্যে। তিনি বাধা হবেন না বলে জানানো সত্ত্বেও কুর্সির দাবি থেকে সরতে রাজি ছিলেন না শিন্ডে। তাঁর দলের তরফেও বিহার মডেলের কথা তোলার পাশাপাশি মারাঠি নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনওভাবেই সমাধানসূত্রে পৌঁছোতে পারছিল না মহাযুতি।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের যে আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়েছে তাতে ফড়নবিশের নামের জায়গায় লেখা রয়েছে ‘দেবেন্দ্র সরিতা গঙ্গাধররাও ফড়নবিশ’। দেবেন্দ্রর মায়ের নাম সরিতা এবং বাবার নাম গঙ্গাধররাও। মহারাষ্ট্রের পরম্পরায় বাসিন্দারা নিজেদের নামের সঙ্গে বাবার নাম লেখেন বটে, কিন্তু এবার হবু মুখ্যমন্ত্রীর মায়ের নাম জুড়ে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয়েছে।

রামনবমীতেও ছুটি হাইকোর্টে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় প্রথমবার সংযোজিত হল রামনবমীর দিনটি। ২০২৫ সালে আদালতের ছুটির ক্যালেন্ডারে রামনবমীর দিনেও ছুটি থাকছে। সম্প্রতি ফুল বেঞ্চে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ২০২৫ সালে হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় রামনবমীর দিনটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, ঐতিহাসিক মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকলেও হাইকোর্টে তা ২০১৭ সাল থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ এবার থেকে রামনবমীতে ছুটি দেওয়া হবে। এটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নয়। বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘বার অ্যাসোসিয়েশনের চাপে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা জানাই।’

পানীয় জল অপচয়ে শোকজ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজ নিয়ে সোমবারই জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই এই দপ্তরের ১৫৫ জন ঠিকাদার ও ১৯ জন ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ করা হল। মূলত সঠিকভাবে কাজ না হওয়ার কারণেই তাঁদের শোকজ করা হয়েছে বলে দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন। বুধবার বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘পানীয় জল অপব্যবহার ও অপচয় রুখতে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করছি। জলের অপচয়, চুরি সহ নানা অনিয়মের ঘটনায় ৪৬৭টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। গোটা রাজ্যেই দপ্তরের অফিসাররা নজরদারি চালাচ্ছেন। কোথাও কোনও অনিয়ম দেখলেই কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘পানীয় জলের সংযোগ থেকে হ্যাচারি, গাড়ির গ্যারাজ, লন্ড্রি, আইসক্রিম কারখানা সহ বিভিন্ন জায়গায় জল ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এই পরিশোধিত জল শুধুমাত্র পান করার জন্য ব্যবহার করার কথা। সেই কারণেই ওই ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারদের শোকজ করা হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।’ এদিন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে দুটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ ওই নম্বরে জানানো যাবে। নম্বরগুলি হল, ৮৯০২০৫২২২২ ও ৮৯০২০৬৬৬৬৬।

কোন জেলা থেকে কত অভিযোগ জমা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও বিধানসভায় জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ৬৬টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৫টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৬টি, পূর্ব বর্ধমানে ২১টি, নদিয়ায় ৮৩টি, মুর্শিদাবাদে ৩৪টি, হাওড়ায় ১৪টি, হুগলিতে ৩৩টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯টি, মালদায় ১৭টি, বীরভূমে ২০টি, বাঁকুড়ায় ৯টি, উত্তর দিনাজপুরে ১৩টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২২টি, পশ্চিম বর্ধমান ও আলিপুরদুয়ারে ১৪টি করে, ঝাড়গ্রামে ১২টি, কোচবিহারে ১০টি, পুরুলিয়ায় ১৩টি, জলপাইগুড়িতে ২টি ও দার্জিলিংয়ে ২টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।’

শা’য়ের কাছে সোনিয়া কন্যা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক মতবিরোধ দূরে সরিয়ে ভূমিধস, বন্যায় বিপর্যস্ত ওয়েনাডের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে সাহায্য চাইলেন স্থানীয় সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বুধবার তাঁর নেতৃত্বে কেরলের সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল শা-র সঙ্গে দেখা করে। বৈঠকের পর প্রিয়াংকা বলেন, ‘মানবতার কারণে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ওয়েনাডের মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। আমরা ওঁকে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্দিনে পাশে না দাঁড়ালে সারাদেশে তো বটেই, ওয়েনাডের পীড়িত মানুষগুলির কাছেও ভুল বার্তা যাবে।’

কেস ডায়েরি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকের সময় ভাঙচুর ও আক্রমণের ঘটনায় কামারহাটি থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর কেস ডায়েরি জমা দিল রাজ্য।

খেলায় আজ

১৯৮৮ : কেরিয়ারের প্রথম এটিপি খেতাব জিতলেন জার্মানির প্রাক্তন টেনিস তারকা বরিস বেকার। ইভান লেন্ডলকে হারালেন ৫-৭, ৭-৬, ৩-৬, ৬-২, ৭-৬ গেমে।

সেরা অফবিট খবর

একমঞ্চে শচীন-কাম্বলি

দীর্ঘদিন পর মঙ্গলবার মুম্বইয়ে একসঙ্গে দেখা গেল শচীন তেন্ডুলকার ও বিনোদ কাম্বলিকে। একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চের এক ধারে বসে থাকা কাম্বলির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেন শচীন নিজেই। শচীন-কাম্বলিকে আবার মেলালেন তাঁদের প্রয়াত কোচ রমাকান্ত আচরেকার। তাঁর একটি স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন আচরেকরের দুই প্রিয় ছাত্র। মঞ্চে উঠেই শচীন দেখতে পান বন্ধু কাম্বলিকে। তাঁর কাম্বলির হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন শচীন।

উত্তরের মুখ

জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ ক্রিকেটে রানা রায় (বাঁয়ে) ১২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল ২০০২ ব্যাচ ৫৭ রানে ২০২৪ ব্যাচকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু কে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. উসমান খোয়াজা, ২. দাবা।

সঠিক উত্তরদাতারা

পিয়ালি দেবনাথ, শুভ্রা সান্যাল, সবুজ উপাধ্যায়, সনাতন বিশ্বাস, তন্ময় সাহা, কৌশভ দে, নীলরতন হালদার।

১০ বছর 'কথা' নেই মাহি-ভাজ্জির

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী দলের সতীর্থ। জাতীয় দলে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছেন। আইপিএলে একই দলের জার্সি পরে মাঠেও নেমেছেন। অথচ, প্রায় দশ বছর কথাবার্তা নেই মহেন্দ্র সিং ধোনি, হরভজন সিংয়ের! এমনই অবাক দাবি খোদ হরভজনেরই। বলেছেন, 'প্রায় বছর দশেক হল আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না।'

কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করতে রাজি হননি। হরভজন বলেছেন, 'আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না। যখন চেন্নাই সুপার কিংসে খেলতাম, তখন মাঠের মধ্যে ক্রিকেট সংক্রান্ত কিছু

কথা হলেও বাকি সময়ে কখনও কথা হত না। প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। কেন বলি না, আমার কাছে এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। উত্তর জানা নেই। চেন্নাইয়ে খেলার সময়ও মাঠের বাইরে কখনও কথা হয়নি। আমি ওর ঘরে কখনও যাইনি। ও আসেনি।'

যুবরাজ সিংয়ের মতো হরভজনের ক্রিকেট কেরিয়ারে দ্রুত ইতি পড়ার পিছনে অনেকেই মাহির হাত দেখেন। যুবরাজ বারবার যা নিয়ে সরাসরি আঙুল তুলেছেন। হরভজন কখনও অভিযোগের পথে হাঁটেনি। এদিনও বলেছেন, 'ওকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। আমাকে নিয়ে ওর সেরকম কিছু থাকলে বলতেই পারে। কখনও ওকে ফোন করিনি আমি। এব্যাপারে আমার কিছুটা যদি, কিন্তু রয়েছে। যখন জানব, কেউ ফোন ধরবে, তখনই করব, নচেৎ নয়। তাঁকে এড়িয়ে যাব। আমার কাছে যে কোনও সম্পর্ক বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যুবরাজ সিং, আশিস নেহেরার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।'

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ধোঁয়াশা রাহুলের

'সব পজিশনে ব্যাট করতে তৈরি'

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : তিনি ফর্মে ফিরেছেন। খুঁজে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এখন আর পিছন ফিরে তাকাতে চান না লোকেশ রাহুল।

তাহলে তাঁর আগামীর পরিকল্পনা কী? সহজ জবাব, টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকার পাশে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্য তৈরি থাকা। সাধারণত, একজন ব্যাটার সবসময় তাঁর নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার খোঁজেন। যার মধ্যে থাকে মানসিক সন্তুষ্টি।

রাহুল নিজেকে সেই জায়গার উপরে নিয়ে গিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে ইনিংস ওপেনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাহুল প্রমাণ করেছেন, মানসিকভাবে তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। তাই আজ অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলে তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যেমন ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন রাহুল। তেমনই মানসিকভাবে তিনি কতটা শক্ত, তারও প্রমাণ দিয়েছেন। পারথ টেস্টে ছিলেন না অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে তিনি খেলবেন। তাহলে রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে প্রশ্নটা করা হয়েছিল। জবাবে রাহুল বলেছেন, 'যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে আমি তৈরি। শুধু ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকতে চাই।' সিরিয়াসভাবে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশে ফুরফুরে মেজাজে থাকা রাহুল সাংবাদিকদের সঙ্গে মজাও করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমার ব্যাটিং অর্ডার আমি বলব কেন? দলের তরফে আমায় এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে বারণ করা হয়েছে।' পরক্ষণেই নিজেও হাসতে হাসতে রাহুল বলেন, 'নিজের ব্যাটিং অর্ডার জানি আমি। কিন্তু আপনাদের বলছি না।'

চেতেশ্বর পূজারার মতো অনেকেই ওপেনার রাহুলকে অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধিনায়ক রোহিতকে

> দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার।
>
> **লোকেশ রাহুল**

যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করার সিদ্ধান্তই সঠিক হবে বলে মনে করছেন অনেকে। রাহুলের ভাবনা ভিন্ন খাতে বইছে। তাঁর কথায়, 'দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই পারথে ব্যাটিং করেছিলাম। ইনিংস ওপেন করার চ্যালেঞ্জও ছিল। অ্যাডিলেডেও সেই মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব।'

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পরই ফর্মের কারণে প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়েছিলেন রাহুল। টিম ইন্ডিয়ার হোয়াইটওয়াশ হওয়ার সিরিজের বাকি দুই টেস্টে আর সুযোগ পাননি রাহুল। কিন্তু সেই সময়ই তাঁর কাছে বার্তা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে টেস্টে ওপেন করতে হবে। রাহুল সেই রহস্য ফাঁস করে আজ বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝেই আমার অস্ট্রেলিয়ায় ওপেন করার জন্য তৈরি থাকতে হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল। ফলে মানসিকভাবে প্রস্তুতির পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলাম। যা আমার কাজে লেগেছে।' ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অধিনায়ক রোহিত অ্যাডিলেড টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করবেন। আর লোকেশ ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে।

এদিকে, অ্যাডিলেড ওভালে টিম ইন্ডিয়ার নেটে আজ গোলাপি বলের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছেন রাহুল। যদিও তাঁর অনুশীলনের থেকেও বেশি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল অধিনায়ক রোহিত বনাম জসপ্রীত বুমরাহর যুদ্ধে। গতকালের অনুশীলনে বিরাট কোহলিকে অন্তত আধ ঘণ্টা নেটে বোলিং করেছিলেন। আজ অধিনায়ক রোহিতকে অন্তত চল্লিশ মিনিট ধরে বোলিং করে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের বাইশ গজের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ভরসা দিয়েছেন বুমরাহ। মূলত অফস্টাম্পের লাইনে ব্যাক অফ লেংথের ডেলিভারি রোহিতকে করেছেন বুমরাহ।

গতকাল অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলের প্রস্তুতিতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই দলের অনুশীলনের সময় ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রবেশাধিকার ছিল। আজ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বহু ক্রিকেটপ্রেমী ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেলফি তুলতে চেয়ে বিরক্ত করেছেন। তাছাড়া নেটের প্রায় ঘাড়ের উপর থেকে যেভাবে ক্রিকেটারদের বারবার বিরক্ত করা হয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সেই বিষয়টা একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগেই জানিয়েছিল, অ্যাডিলেডে দুই দলের প্রথম দিনের অনুশীলনে দর্শকদের প্রবেশাধিকার থাকবে। বাকি দিনগুলিতে তেমন ব্যবস্থা থাকবে না। বাস্তবে সেটাই হয়েছে আজ।

ব্যাটিং অনুশীলনে ডিফেন্সে জোর লোকেশ রাহুলের। বুধবার।

হ্যাজেলউডকে মিস করবেন লায়োন

'ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়'

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : একডজন দিনরাতের টেস্ট খেলে এগারোটিতেই জয়।

গত জানুয়ারিতে শেষ গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিজয়রথ আটকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে। মাঝে আর একটা দিন। আরও একটা গোলাপি বলের টেস্টের জন্য কোমর কষছে অস্ট্রেলিয়া। ০-১ পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর টক্কর। তাগিদ তাই আরও বেশি।

পারথে ভারতের ধাক্কায় অবশ্য কিছুটা ব্যাকফুটে অজিরাই। তার ওপর ভারত-অজি গত দিনরাতের টেস্টের নায়ক জোশ হ্যাজেলউড নেই। মিচেল মার্শের বোলিং করা নিয়ে অনিশ্চয়তা। অজি অন্দরমহলের খবর, সম্ভবত বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই খেলবেন। যদিও নাথান লায়োনের বিশ্বাস, শুধু খেলবেনই না, বোলিংও করবেন মার্শ।

তারকা অফস্পিনার এদিন বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, মিচ মার্শকে বল করতে দেখব। সত্যি কথা বলতে ওর ফিটনেস নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। গত অ্যাসেজে লিডস টেস্টে প্রত্যাবর্তনের পর দলের সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

> ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। তবে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরাও। -নাথান লায়োন

অ্যাডিলেডে বল করতে পারলে ও নিজেও খুশি হবে।'

মার্শের বিকল্প হিসেবে বিউ ওয়েবস্টারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্শকে নিয়ে লায়োনের আশা শেষপর্যন্ত না মিললে অ্যাডিলেডে অভিষেক ঘটবে পেস-অলরাউন্ডার ওয়েবস্টারের। টিম কম্বিনেশন নিয়ে অনিশ্চয়তার দোলাচল ও পারথ টেস্টের ব্যর্থতা, জোড়া চাপে প্যাট কামিন্সরা। গোলাপি টেস্টে অজিদের স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি কী থাকে সেদিকে চোখ থাকবে।

অবশ্য হ্যাজেলউডের না থাকা যে ভারতের জন্য স্বস্তির, বলার অপেক্ষা রাখে না। বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের দিনরাতের টেস্টের রেকর্ড ভালো হলেও জোশের থাকা-না থাকার মধ্যে ব্যবধান অনেকটাই। অ্যাডিলেডেই ৮ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দিয়েছিলেন। সিরিজের প্রথম টেস্টে দল ব্যর্থ হলে হ্যাজেলউডের 'জোশ' বজায় ছিল।

লায়োনও মেনে নিচ্ছেন, জোশকে তাঁরা মিস করবেন। গোলাপি বল কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অজি দলের সেরা পেস অস্ত্র। অতীতে বারবার তার প্রমাণ রেখেছেন। ৮টি দিনরাতের টেস্টে ৩৭ উইকেট নিয়েছেন। গড় ১৮.৮৬। লায়োনের মতে, দুর্ভাগ্য জোশকে না পাওয়া। পাশাপাশি হ্যাজেলউডের মন্তব্য নিয়ে বিভাজনের খবরকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। লায়োনের দাবি, আদ্যোপান্ত টিমম্যান।

বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ নিঃসন্দেহে কাঁটা হতে চলেছেন। তবে লায়োনের দাবি, একজন-দুজন নয়, পুরো ভারতীয় দলই তাঁদের ভাবনায় রয়েছে। ভারতীয় দল তারকা খেলোয়াড়ে ভরা। বুমরাহর মতো অসাধারণ প্লেয়ার ভারতীয় দলে রয়েছে। আছেন বিরাটের মতো তারকা। কিন্তু ক্রিকেট টিমগেম।

স্পিন অস্ত্রে শান নাথান লায়োনের। বুধবার অ্যাডিলেডে।

আর টেস্ট-যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডিলেড টেস্টের নীলনকশায় যা অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

ভারতকে নিয়ে লায়োন আরও বলেছেন, 'ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। ভারতীয় দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে সমীহ করলেও পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরা। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে পর্যন্ত বসিয়ে রেখেছে, যা ভারতীয় দলের শক্তি বুঝিয়ে দেয়।'

দাবি অ্যাডিলেডের পিচ প্রস্তুতকারকের

চাবিকাঠি পেসারদের হাতে, মিলবে স্পিনও

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : ৩৬-এর লজ্জা নিয়ে শেষবার অ্যাডিলেড থেকে ফিরেছিল ভারত। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের সর্বনিম্ন স্কোর। সামনে আরও একটা অ্যাডিলেড টেস্ট। ফের গোলাপি বলে দিনরাতের টক্কর। আবারও কি ব্যাটারদের বধ্যভূমি হয়ে উঠবে মাঝের বাইশ গজ? শুক্রবার শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে যা নিয়ে জোর জল্পনা।

অ্যাডিলেড পিচের 'বিশ্বকর্মা' ড্যামিয়েন হাউ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। দাবি, তাঁর তৈরি বাইশ গজে সবার জন্য কিছু না কিছু রয়েছে। বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটাররাও সাহায্য পাবে। ম্যাচ যত এগোবে, স্পিনাররাও কার্যকর ভূমিকা নেবে। ম্যাচে কে ছড়ি ঘোরাবে, পূর্বাভাসের পথে হাঁটতে নারাজ। অ্যাডিলেডের পরম্পরামাফিক পিচ হয়েছে।

রাতের আলোয় নতুন গোলাপি বলের আচরণ নিশ্চিতভাবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ। ড্যামিয়েনও বলে দিচ্ছেন, বোলাররা সেই সময় নতুন বলটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে দর্শকরা বিনোদনের মশলা পাবে।

অ্যাডিলেডে পা রেখে হাউয়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন প্যাট কামিন্স। তবে পুরোটাই সৌজন্যমূলক। পিচ নিয়ে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন,

> রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়। গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে।
>
> **ড্যামিয়েন হাউ**
> অ্যাডিলেডের কিউরেটর

'রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়।'

হাউয়ের যুক্তি, দিনরাতের টেস্টের প্রয়োজনমাফিক মাঝের বাইশ গজ। ২০১৫ সালের প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট থেকে সেটাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আগে ড্রপ-ইন পিচ ব্যবহার করা হত। শেষবার অ্যাডিলেডে ড্রপ-ইন পিচে খেলা হয় ভারতের বিরুদ্ধে (২০১৪-'১৫)। ফিল হিউজসের স্মরণে হওয়া টেস্ট। শেষ দিনে নাথান লায়োনের স্পিন ভেলকি জয় এনে দেয় অজিদের। ২০১৫ থেকে বদলে যাওয়া পিচে স্পিনাররা সাহায্য পেলেও চাবিকাঠি মূলত পেসারদের হাতেই।

ড্যামিয়েন জানান, গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে। পাশাপাশি নীচে কালো মাটির স্তর থাকায়, শেষদিকে স্পিনাররাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একইসঙ্গে পুরোনো বল কাজে লাগানোর সুযোগ থাকবে ব্যাটারদেরও। ড্যামিয়েনের দাবি কতটা মেলে, শুক্রবার থেকে সেই হিসেব মেলানোর পালা।

যুব এশিয়া কাপ

সেমিতে ভারত

শারজা, ৪ ডিসেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে ভারত। বড় রান পেলেন বৈভব সূর্যবংশী। ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতালেন দলকে।

আইপিএল নিলামে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৩ বছরের বৈভবকে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। তারপর থেকে

ভারতকে জেতানোর পর বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ মাত্রে। বুধবার।

চর্চায় তাঁর নাম। যদিও যুব এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে বড় রান না পাওয়ায় বৈভবকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

এদিকে এদিন শুরুতে ব্যাট করে ১৩৭ রান তোলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহ ৩ উইকেট নেন। এছাড়াও জোড়া শিকার চেতন শর্মা ও হার্দিক রাজের। এদিকে রান তাড়া করতে নেমে টি২০-র মেজাজে ব্যাট করে ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দুই ওপেনার। ৪৬ বলে ৭৬ রান করেন বৈভব। ৫১ বলে ৬৭ রান করেন আয়ুষ মাত্রে।

দাবি ইয়ান চ্যাপেলের

দলে ওয়ার্নারের সাহসিকতার অভাব রয়েছে

সিডনি, ৪ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে ক্রিজে মানে বিস্ফোরক শটের ফুলঝুরি।

নতুন হোক বা পুরোনো বল-বাইশ গজে ঝড় তোলা বরাবর বাঁয়ে হাত কা খেল। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দল ডেভিড ওয়ার্নারের সেই 'বাঁয়ে হাত কা খেল'-এর অভাব টের পাচ্ছে। দাবি ইয়ান চ্যাপেলের। প্রাক্তনের যুক্তি, শুরুতে ওয়ার্নারের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং বাকিদের কাজ সহজ করে দিত। কিন্তু ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর সেই দায়িত্বটা এখনও কেউ নিতে পারেনি।

ইয়ান বলেছেন, 'আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন

ব্যাটে রান না থাকলেও ফুরফুরে মেজাজে মার্নাস লাবুশেন।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত। বাইশ গজে ওর দাপুটে উপস্থিতি এবং ছাপ রেখে যাওয়া, নিশ্চিতভাবেই যা মিস করছে বর্তমান দল।'

ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে সমস্যা অব্যাহত। স্টিভেন স্মিথ বেশ কিছু টেস্টে ওপেন করলেও সুরাহা হয়নি। উলটে ব্যাটিং-কম্বিনেশন ঘেঁটে গিয়েছে। ওপেনিংয়ে টানা ব্যর্থতার জেরে স্মিথ এখন হারানো ছন্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। পারথে নাথান ম্যাকসুইনি ওপেন করলেও দুই ইনিংসেই ব্যর্থ।

চ্যাপেলের পরামর্শ, ওয়ার্নারের দায়িত্বটা টপ থ্রি-র মার্নাস লাবুশেন, উসমান খোয়াজাদের নিতে হবে। নতুন বলে প্রতিপক্ষ বোলারদের মাথার ওপর চেপে বসতে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। কিন্তু সমস্যা, খোয়াজা-লাবুশেনদের সহজাত ব্যাটিং-স্টাইল ঠিক এর উলটো। দুজনেই রক্ষণাত্মক ব্যাটার।

ইয়ানের আরও সতর্কবার্তা, পারথ টেস্টের পুনরাবৃত্তি যদি অ্যাডিলেডেও হয়, তাহলে ঘোর সংকটে পড়বে অস্ট্রেলিয়া। কাটাছেঁড়া চলবে ব্যাটিং নিয়ে। বড়সড়ো রদবদলও ঘটে যেতে পারে।

> আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত।
>
> **ইয়ান চ্যাপেল**

'অস্ট্রেলিয়া যদি দ্বিতীয় টেস্টেও হারে, ব্যাটিং কিন্তু আতশকাচের নীচে থাকবে। তখন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে প্রতিভার অভাবের বাস্তব চিত্র সামনে চলে আসবে। দল নির্বাচন হয়ে উঠবে মাথাব্যথার কারণ।'

মাইকেল ক্লার্ক আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে সতর্ক করছেন। বলেছেন, 'টেস্ট ম্যাচ হারার চেয়ে আমি সবথেকে আশঙ্কায় বিরাটের শতরান পাওয়া নিয়ে। আমার ধারণা, চলতি সিরিজে ভারতের পক্ষে বিরাটই সর্বাধিক রানসংগ্রাহক হতে চলেছে।' শুক্রবার শুরু অ্যাডিলেড টেস্টে বিরাটের সামনে বড় নজিরের হাতছানি। আরও একটা তিন অঙ্কের স্কোর মানে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ১০টি সেঞ্চুরি হবে বিরাটের।

মুস্তাকে আজ বেঁচে থাকার ম্যাচ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বাইশ গজে বিরাট যুদ্ধ!

দুই দলের পয়েন্ট সমান। দুই দলই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র নকআউট পর্বে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। দুই দলই চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ভালো ছন্দে রয়েছে।

সেই দুই দল, বাংলা ও রাজস্থানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবল আগ্রহ। আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বাংলা-রাজস্থান পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন জিতলেই নকআউট পর্ব। আর হারলেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, 'সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে হলে সব ম্যাচেই চাপ থাকবে। সাফল্যের প্রত্যাশাও থাকবে। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। দল হিসেবে আমরা ভালো ছন্দে রয়েছি। আকাল রাজস্থান ম্যাচেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।'

> সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বল হাতে মহম্মদ সামি ক্রমশ ছন্দে ফিরছেন। নিয়মিত উন্নতি করছেন। সামি ম্যাজিকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে টিম বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' বাংলা দলের অন্দরে চোট-আঘাতও রয়েছে। বাঁহাতি পেসার কনিষ্ক শেঠের চোট রয়েছে। কাল তাঁর পরিবর্তে মহম্মদ কাইফ খেলতে পারেন। প্রয়াস রায়বর্মনের বদলে প্রদীপ্ত প্রামাণিকের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণ, 'আগামীকাল যে পিচে খেলা হবে, সেখানে আমরা একটি ম্যাচ খেলেছি। স্পিনাররা সাহায্য পেয়েছিল সেই ম্যাচে। তাই আগামীকাল প্রদীপ্তকে খেলানোর কথা ভাবছি আমরা।' সামির ছন্দের পাশে ওপেনারের ভূমিকায় করণ লালের ফর্মও স্বস্তি দিচ্ছে বাংলাকে। শেষ ম্যাচে করণই ম্যাচের সেরা হয়েছেন অপরাজিত ৯৪ রান করে। কাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে মরণবাঁচনের ম্যাচেও করণের ব্যাট থেকে বড় রান চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

'জলে হাঁসের বিচরণ, টেস্টে পন্থের ব্যাটিং'

ঋষভকে নিয়ে দ্রাবিড়ের পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জলে অবাধে, অনায়াসে বিচরণ করে হাঁস। এগিয়ে চলে নিজের লক্ষ্যের দিকে। ঠিক একইভাবে ব্যাট হাতে বাইশ গজে দলকে ভরসা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান ঋষভ পন্থ। পৌঁছে দেন জয়ের লক্ষ্যে।

টিম ইন্ডিয়ার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে এভাবেই ব্রিসবেনের গাব্বায় অপরাজিত ৮৯ করে অবিশ্বাস্য, ঐতিহাসিক জয় এনেছিলেন তিনি। টেস্টের পাশে সিরিজও জিতেছিল ভারত। গাব্বায় ঋষভের সেই মায়াবী ইনিংসের পর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন ঋষভ। তাঁকে নিয়ে এবারও স্যর ডনের দেশে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এহেন ঋষভকে নিয়ে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে আবেগে ভেসেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ঋষভকে নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে পারফর্ম করে টেস্ট

জিম সেশনের ফাঁকে বিরাট কোহলি, অভিষেক নায়ারদের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।'

টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান্ডার কিডকে নিয়ে আবেগে ভেসে দ্রাবিড় নিজেই টেনে এনেছেন গাব্বা টেস্টের প্রসঙ্গ। বলেছেন, 'ব্রিসবেনের গাব্বার সেই টেস্ট ছিল অবিশ্বাস্য। ৩২৮ রান তাড়া করছিল ভারত। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু ঋষভ অনায়াসে পরিস্থিতি বদলে দিয়েছিল। বাইশ গজে ও

> যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে পারফর্ম করে টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

এমন সব শট খেলে, দেখে মনে হয় হাঁস জলের মধ্যে বিচরণ করছে। টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে ও।' চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও দুর্দান্ত ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ভারত। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট। সেই অ্যাডিলেড, যেখানে দ্রাবিড়ের দ্বিশতরান রয়েছে। অতীত ছেড়ে বাস্তবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচের পর্যবেক্ষণ, 'সিরিজে ভারতের শুরুটা দারুণ হয়েছে। পারথের পর অ্যাডিলেডেও টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের ছন্দ বজায় থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ শেষে ডিং লিরেনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। সিঙ্গাপুরে।

টানা পঞ্চম ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৪ ডিসেম্বর : সাড়ে চার ঘণ্টা ও ৫১ চালের লড়াইয়ের পর দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ ড্র করলেন ডোম্মারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেন। ফলে দুইজনের পয়েন্ট দাঁড়াল-৪।

গতকালের মত এদিনও লড়াই হল হাড্ডাহাড্ডি। শুরুর দিকে ছন্দে ছিলেন গুকেশ। সময় নষ্ট করে বেশ কয়েকবার চাপে পড়ে যান লিরেন। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে ফেরেন তিনি। ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর চালে ভুল করে গুকেশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারান। তারপরও আক্রমণাত্মক খেলা চালিয়ে যান গুকেশ। এমনকি ম্যাচ থ্রি ফোল্ড রিপিটেশনে (ম্যাচ তিনবার একই জায়গায় এসে দাঁড়ালে সেই পরিস্থিতিকে থ্রি ফোল্ড রিপিটেশন বলা হয়। এমন অবস্থায় কোনও প্রতিযোগী ড্রয়ের আবেদন করতে পারে।) ড্র করার সুযোগ থাকলেও সে পথে না গিয়ে গুকেশ জেতার জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন। ম্যাচের পর গুকেশের মন্তব্য, 'খুব একটা খারাপ অবস্থায় ছিলাম না। মনে হয়েছিল জেতার সুযোগ আছে। তাই খেলা চালিয়ে যাই।'

অন্যদিকে, গুকেশের ওপেনিং নিয়ে লিরেনের মন্তব্য, 'শুরুর দিকে এতটা সময় নিচ্ছি কারণ গুকেশের ওপেনিং সত্যিই আমাকে চমকে দিচ্ছে।'

ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ ফাইনালে

মাসকাট, ৪ ডিসেম্বর : জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে দেখা যাবে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে। ভারতের হয়ে গোল করেন দলরাজ সিং, রোহিত ও সারদানন্দ তিওয়ারি।

১০ মিনিটে দলরাজ সিং ভারতকে এগিয়ে দেন। ৪৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রোহিত। শেষ কোয়ার্টারে তৃতীয় গোলটি করেন

জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকি

সারদানন্দ তিওয়ারি। ম্যাচের শেষলগ্নে কামারুদ্দিন মালয়েশিয়ার হয়ে একটি গোলশোধ করেন। এই নিয়ে টানা জুনিয়ার এশিয়া কাপ জয়ের হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় দল। বুধবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে মরিয়া পিআর শ্রীজেশের ছেলেরা। অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান ৪-২ গোলে জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

বাকি মরশুমে নেই কৃষ্ণা

ভুবনেশ্বর, ৪ ডিসেম্বর : বড় ধাক্কা ওডিশা এফসি-র সামনে। গুরুতর চোটের জেরে বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গেলেন রয় কৃষ্ণা। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন সের্জিও লোবেরার দলের ফিজিয়ান স্ট্রাইকার। জানা গিয়েছে, তাঁর এসিএল গ্রেড থ্রি ইনজুরি রয়েছে। মুম্বই সিটি ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে কৃষ্ণার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওডিশা কোচ লোবেরা। তিনি মেনে নেন, 'রয়ের না থাকা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে বড় ধাক্কা।'

আইএসএলে সবে জয়ে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। সময়ই বলবে তারা কতটা এগোতে পারবে। তবে ব্যক্তিগত সদর্থক ভাবনাচিন্তাগুলি একান্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সামনে মেলে ধরলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

বিদেশের ভালো ফল কাজে লাগছে : দিমি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ হালকা চালেই শুরু করা যাক! কলকাতার কী কী ভালো লাগল?

দিয়ামান্তাকোস : এই শহরটা খানিকটা গ্রিসে আমার শহরের মতোই। মানে শহর যেরকম হয় আর কী। প্রচুর বড় এবং উঁচু বাড়ি। কোচি একটু গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা, সমুদ্রে ধারগুলো যেমন হয়। এখানে এসে আমার নিজের শহরে থাকার মতো অনুভূতি হচ্ছে। আসলে আমি এথেন্সে জন্মেছি ও বড় হয়েছি তো তাই এরকম জায়গাই আমার পছন্দের।

■ এখানকার খাবার খেয়েছেন?

দিয়ামান্তাকোস : এখানকার খাবার বড্ড মশালাদার। একদম খেতে পারি না। চিকেন টিক্কা ভালো।

■ ইলিশ মাছ খেয়েছেন? ইস্টবেঙ্গলের মাছ এটা।

দিয়ামান্তাকোস : না, খাইনি। জানতাম না। এবার খেয়ে দেখব।

■ সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে আপনি যে কোনও দলে যেতে পারতেন। কিন্তু গত চার বছর শেষদিকে থাকা ইস্টবেঙ্গলে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?

দিয়ামান্তাকোস : শুরুতে ইমামি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ যখন কথা বলে তখন এই ক্লাবের ইতিহাস সম্পর্কে শুনি। এমন একটা দলে যোগ দিতে চেয়েছিলাম, যাদের ট্রফি জয়ের ঐতিহ্য ও সম্মান আছে। ইস্টবেঙ্গল অতীতের গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে চলেছে, সেটাও আমাকে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়। তাছাড়া এবার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগও কারণ। অনেককিছু করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়েছিল।

■ এই কোচ আসার আগে কখনও মনে হয়েছে, না এলেই ভালো হত?

দিয়ামান্তাকোস : না, মনে হয়নি। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেই বিষয়ে এই ধরনের কিছু ভাবলে তাতে ভালো হয় না। একবার বেছে নিয়েছ মানে এবার সফর শেষ করতেই হবে। তাছাড়া এবার দলগঠন নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন ছিল না। হয়তো সবসময় সবকিছু ঠিক যায় না। কিন্তু সেটা তো নিজেদেরই ঠিক করতে হয়।

■ অস্কার ব্রুজোঁ আসার পর কীরকম পরিবর্তন চোখে পড়ছে?

দিয়ামান্তাকোস : প্রত্যেক কোচের ফুটবল আদর্শ আলাদা হয়। আসল পরিবর্তন হয়েছে মানসিকতায়। আমাদের এটাই সমস্যা ছিল। ম্যাচ হারতে শুরু করলে নিজেদের প্রতি বিশ্বাসটা হারিয়ে যায়। তখন সেটা ফিরিয়ে আনাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এই নতুন কোচ এসে বিশ্বাসটা প্রথমে ফিরিয়েছেন। এবার এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

■ শুধু মানসিকতার পরিবর্তন নাকি সাজঘরের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ?

দিয়ামান্তাকোস : সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ওটা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। তুমি নিজের সেরাটা দিচ্ছ অথচ হারতেই থাকো, হারতেই থাকো, তখন মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। আমরা সেটাই বদলেছি। ফলে জয়ে ফিরতে পেরেছি। বদলটা লাগে। ২৫ জন ফুটবলারকে তো আর বদলানো যায় না। তাই কোচের বদল হয়েছে।

■ ফিটনেস কি সঠিক জায়গায় ছিল?

দিয়ামান্তাকোস : এটা নিয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। কোচরাই বলতে পারবেন। আমার ফিটনেস বেড়েছে, এটুকুই বলতে পারি।

■ এখনও আপনারা লিগ তালিকার ১৩ নম্বরেই আছেন মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে। কতটা এগোনো সম্ভব?

দিয়ামান্তাকোস : এখনও অনেক দূর যেতে হবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, জয়ের ধারাবাহিকতা। মরশুমের শেষ অবধি নিংড়ে দিতে হবে। তারপর দেখা যাবে!

■ একটা দল যখন ভালো করে তখন তাদের একজন ভালো নেতা থাকে। মাঠের থেকেও বেশি মাঠের বাইরে। আপনাদের দলে সেটা কে ?

দিয়ামান্তাকোস : আমাদের দলে তিন-চারজন এমন আছে যারা জুনিয়ারদের সাহায্য করে। ভারতীয়-বিদেশি মিলিয়ে অভিজ্ঞরা। খারাপ সময়ে জুনিয়ারদের পাশে থাকাটা জরুরি। খারাপ সময়েও আমাদের মধ্যে একতা ছিল।

■ গত বছরের সর্বোচ্চ গোলদাতার সবে গোল পাওয়া শুরু হল। শুরুটা এত খারাপ কেন? দল গোল খেলে কি স্ট্রাইকারদের চাপ হয় ?

দিয়ামান্তাকোস : আসলে ম্যাচ না জিতলে গোল করার আত্মবিশ্বাসটা কমে গিয়ে কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে। আমি সবসময় জিততে আর গোল করতে পছন্দ করি। ভালো লাগছে সেটা শুরু করতে পেরে। আশা করছি, এভাবেই চলবে এখন।

গোল হজম করলে গোটা দলই সমস্যায় পড়ে। গোল না খেলে অন্তত একটা পয়েন্ট আসবে। গোল করলে জয়ের সুযোগ বাড়ে। এএফসির পর থেকে টানা পাঁচ ম্যাচ আমরা হারিনি। তাতে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এটার দরকার ছিল। বিদেশে ভালো কিছু দলের বিপক্ষে খেলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফেরাটা আইএসএলে কাজে লাগছে।

■ এএফসিতে আরও ভালো করার আশা রাখেন?

দিয়ামান্তাকোস : অবশ্যই। তবে এখনও মাস চারেক বাকি। আপাতত আইএসএলে মনোনিবেশ করেছি আমরা। কোনও টুর্নামেন্টে একবার ভালো কিছু করলে আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য থাকবেই।

■ হবি কী ?

দিয়ামান্তাকোস : বাবা হওয়ার পর থেকে ছেলে পানোস আমার যাবতীয় ফাঁকা সময় নিয়ে নিয়েছে। ওর সঙ্গে খেলি, ওকে এখানে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দিয়েছি। সেখানে নিয়ে যেতে হয়। স্ত্রীকেও সময় দিতে হয়।

চলতি আইসএলে বাকি সফরে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের ফর্মের উপর ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর রণনীতি অনেকটাই নির্ভর করবে।

ভারতীয় ফুটবলে বাগান এখন বেঞ্চমার্ক : অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ দশ বছর আগেই এদেশে কোচিং শুরু করেন। স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, মুম্বই সিটি এফসি হয়ে এবার কলকাতায়। ফুটবল পরিবেশে কী পার্থক্য দেখছেন?

অস্কার : সেই ২০১১ সাল থেকেই গোয়া এবং কলকাতা যে ভারতীয় ফুটবলের মূল জায়গা এটা বুঝেছিলাম। তাই এখানকার ঐতিহ্য, বড় ক্লাবের পরম্পরা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো ক্লাবগুলোর সম্পর্কে আমার ভালোই জানা ছিল। তখন গোয়াতে ডেম্পো, সালগাঁওকার, চার্চিল ব্রাদার্স, স্পোর্টিংয়ের মতো দলগুলির মধ্যেও এসব ছিল যা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওদেরটা ভেঙে পড়েছে। এটা আনন্দের যে কলকাতার দুই ক্লাব নিজেদের সঠিক পথে চালিত করেছে। স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা জরুরি।

■ প্রত্যেক কোচেরই নিজস্ব ফুটবল দর্শন থাকে। আপনার দর্শন কী?

অস্কার : এটা একটা জটিল বিষয়। প্রথমত একজন কোচের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে যে তুমি কেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবে যোগ দিয়েছ। অবশ্যই আমার একটা ধারণা আছে। সেরা ফুটবলটা কীভাবে তুলে ধরতে হয় সেই রাস্তাটা আমি জানি। কিন্তু কখনো-কখনো নিজের ধারণার সঙ্গে দলের গঠন খাপ খায় না। ফলে তখন শুধুই ফুটবলীয় ধারণা দিয়ে সবটা করা যায় না। কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে দেখার চোখটা জরুরি। ফুটবলাররা কেমন, দলের পরিস্থিতি, অবস্থান, ক্ষমতা, সবকিছু। আর কোচ হিসাবে তোমাকেই প্রথম মানিয়ে নিতে হবে। যেটা আমি করছি। একজন কোচকে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী।

■ বিশেষ কোনও কোচের দর্শন অনুসরণ করেন?

অস্কার : অনেক কোচের। যখন ফুটবলারদের কাছ থেকে সেরাটা বার করে আনতে হয় তখন আমি উদাহরণ খোঁজার চেষ্টা করি। আমি স্প্যানিশ বলে লা লিগা আমার কাছে সেরা উদাহরণ তুলে ধরে। কী পদ্ধতিতে খেলাবে, খারাপ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো কী করে, সেগুলো দেখি আর ভাবি। কোনও ফুটবলারের থেকে সেরাটা দরকার হলেও এটা করি। একজন কোচের নাম এক্ষেত্রে বলতে পারব না। পেপে বোরদালাস, জুরগেন ক্লপ, পেপ গুয়ার্দিওয়ালা কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলতে হলে, শরীরী ফুটবলে হোসে মোরিনহো, উনাই এমেরি, লুইস এনরিকে, এরকম আরও কত আছেন ।

■ ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েই প্রথম কী মনে হয়েছিল?

অস্কার : দলে যোগ দেওয়ার আগেই আমার কাছে যাবতীয় তথ্য ছিল ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে। আইএসএলে ৬টা ম্যাচ খেলার পর আমি যোগ দিই। ফলে আমার দলটাকে নিয়ে বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল। আমার ভিডিও অ্যানালিস্ট, টেকনিকাল কাজে সাহায্য করার জন্য লোক আছে। ওখান থেকেই আমার কাজটা শুরু হয়। এটা ছাড়াও আমি কথা বলে সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা পারো ম্যাচটা খেলতে নামি। যে ম্যাচটায় আমরা কর্তৃত্ব নিয়ে খেলি। আমার ভাবনা ওখানে প্রথমবার কাজে লাগল। শক্তি ও দুর্বলতাগুলো বুঝলাম ও সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করি।

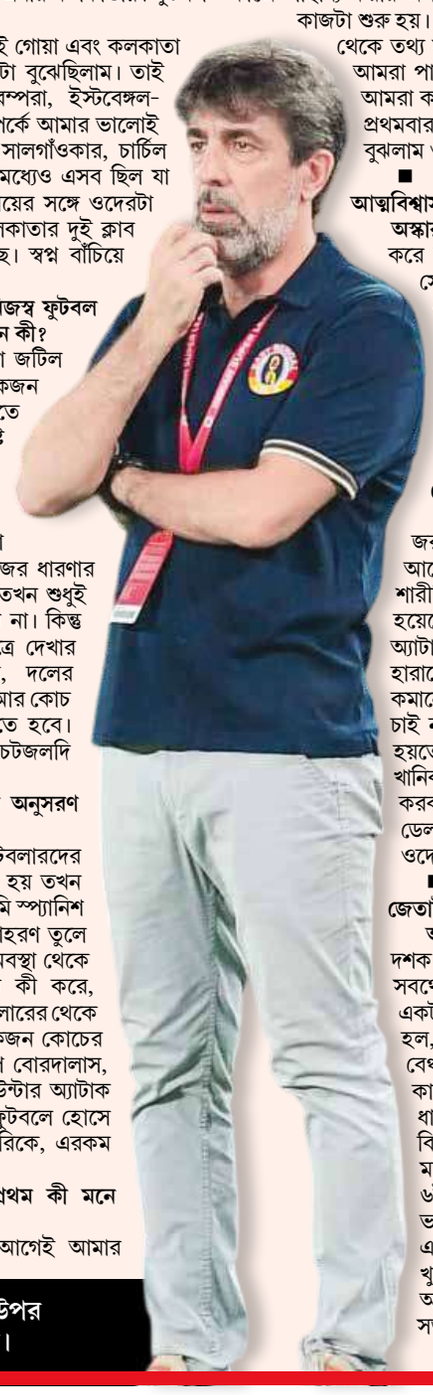

■ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপই তাহলে আত্মবিশ্বাস ফেরাল?

অস্কার : অবশ্যই। পারোর বিরুদ্ধে প্রথমে গোল করে দুই গোল খেয়ে যাওয়া বোকামি ছিল। সেসময়ই আমি বুঝি ফাঁকটা কোথায়। এদেশে লম্বালম্বি এগোনো এবং সেট পিস কাজে লাগানোর উপর মূলত ফুটবল দাঁড়িয়ে আছে। সেভাবেই মানিয়ে নিয়ে এগোই।

■ আপনার আগেও স্প্যানিশ কোচই ছিলেন। আপনি এসে কি মানসিকতায় পরিবর্তন করলেন নাকি খেলার ধরনে?

অস্কার : কী পরিবর্তন করেছি থেকেও জরুরি দুজনেই কী করেছি সেটা নিয়ে আলোচনা করা। আমাকে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোয় জোর দিতে হয়েছে। খেলার মধ্যে সংঘবদ্ধতা, কাউন্টার অ্যাটাকে চাপ বাড়ানো এবং বলের দখল না হারানো। আমাদের সঙ্গে ফুটবলারদের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করছি। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ অন্য কোচেদের ভাবনাচিন্তা হয়তো আলাদা। ও বার্সেলোনার মানুষ। খানিকটা কর্তৃত্ববান। তবু আমি ওর প্রশংসাই করব কারণ ও ক্লাবকে ট্রফি দিয়েছে। ডিমাস ডেলগাদোরও ফুটবল জ্ঞান অসম্ভব। হয়তো ওদের ভাবনাচিন্তাগুলো কাজে দেয়নি।

■ সমর্থকদের হৃদয় জিততে ডার্বি জেতাটা জরুরি এখানে। পারবেন?

অস্কার : আমি এটা জানি। গত কয়েক দশক ধরে সারা ভারতে এই ডার্বিটাই সবথেকে বড় ম্যাচ। এটা একটা ম্যাচ নয়, একটা ট্রফির মতো। তাছাড়া আর একটা হল, গত কয়েকবছরে এদেশের ফুটবলে বেঞ্চমার্ক হল মোহনবাগান ম্যাচ জেতা। কারণ ওরা বড় ক্লাব, দারুণ স্কোয়াড, ধারাবাহিকতা, ট্রফি....তাই চ্যালেঞ্জটা বিশাল। কিন্তু আমরা এখন ট্রফি জিততে মরিয়া। তাই ১১ জানুয়ারি ডার্বির আগের ৬টা ম্যাচে জিততে হবে আইএসএলে ভালো জায়গায় থাকতে। আশা করছি এবার ডার্বিতে অন্য গল্প হবে। সমর্থকরা খুশি হতে পারবেন। ঘরের মাঠে জেতার অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তাহলেই সম্ভব উপরের দিকে এগোনো।

আক্রমণে বাড়তি নজর মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রক্ষণের দুর্বলতা ঢাকতে আক্রমণে জোর দিচ্ছেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। কার্ড সমস্যায় শুভাশিস ও আলবার্তো নেই। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় স্প্যানিশ কোচ। রবিবার নর্থইস্টের বিরুদ্ধে আক্রমণে তিন বিদেশিকে খেলাবেন তিনি।

চেন্নাই ম্যাচে নেই নুঙ্গা

আইএসএলের শুরুর দিকে আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলিয়েছিলেন মোলিনা। কিন্তু রক্ষণ জমাট না বাঁধায় বাধ্য হন দুই বিদেশি ডিফেন্ডারকে একসঙ্গে খেলাতে। গত ম্যাচে কার্ড দেখায় নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন না আলবার্তো রড্রিগেজ। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থাকলেও আরও একবার আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলানোর সুযোগ পাচ্ছেন মোলিনা। সেক্ষেত্রে মরশুমে প্রথমবার জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিংসকে একসঙ্গে খেলানোর অপশন থাকছে বাগান কোচের হাতে।

চেন্নাইয়ান ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের ক্লেইটন সিলভা।

বুধবার অনুশীলনে আক্রমণে বাড়তি জোর দিলেন তিনি। শুরুতে ফিজিকাল ট্রেনিং করেন বাগান ফুটবলাররা। পরে দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানোর সঙ্গে কাউন্টার অ্যাটাকে ওঠার দিকেও নজর ছিল মোলিনার। এদিন পুরো সময় অনুশীলন করেননি ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড। তিনি অবশ্য নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন। শনিবার মোহনবাগান গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দেবে।

এদিকে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে পুরো সময় দেখা গেল স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে। প্রথমের দিকে সাইডলাইনে থাকলেও পরের দিকে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন তিনি। এদিন নন্দকুমারও পুরো সময় অনুশীলন করলেন। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় চেন্নাই ম্যাচে খেলতে পারবেন না লালচুংনুঙ্গা। তাঁর পরিবর্তে প্রভাত লাকড়াকে খেলাতে পারেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা বেশি।

জার্মান কাপ থেকে বিদায় বায়ার্নের

প্রথম লাল কার্ড ন্যুয়েরের

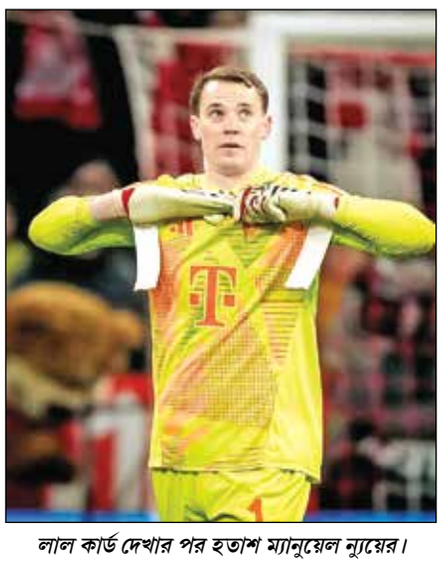

লাল কার্ড দেখার পর হতাশ ম্যানুয়েল ন্যুয়ের।

মিউনিখ, ৪ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে লেভারকুসেনের কাছে হেরে জার্মান কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় বায়ার্ন মিউনিখের। ১০ জনে খেলে ১-০ গোলে হার জার্মান জায়েন্টদের।

ম্যাচের শুরুতেই লাল কার্ড দেখে বিপত্তি ঘটান বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। বক্সের বাইরে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে জেরেমি ফ্রিংপংকে ফাউল করে কার্ড দেখেন। ১৮ মিনিট থেকে ১০ জনে খেলতে হয় মিউনিখকে। কেরিয়ারে এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন ন্যুয়ের। বাকি সময় বায়ার্নের গোলের নীচে খেললেন ড্যানিয়াল পেরেতজ।

এদিকে, দশজন হয়ে যাওয়ায় ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। তার মাঝেও কিংসলে কোমান, লেওন গোরেৎজারা যদিও বা দুই-একটা সুযোগ পেলেন, তাও কাজে লাগাতে পারলেন না। উলটোদিকে, লেভারকুসেনের হয়ে ৬৯ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন নাথান টেলাস। এই জয়ের ফলে জার্মান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল জাভি অলন্সোর দল। এদিকে, দলের হারের জন্য স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে দায়ী করলেন ন্যুয়ের। দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'লাল কার্ডটাই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিল। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

রক্ষণে জোড়া বিদেশির ভাবনা চেরনিশভের

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ছয় বিদেশিকে মাথায় রেখেই পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের ছক কষছেন আন্দ্রেই চেরনিশভ।

শুক্রবার দিল্লিতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ সাদা-কালো ব্রিগেডের। বুধবার সকালে প্রস্তুতি সেরে বুধবারই রাজধানী শহরে পৌঁছেছেন অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, বিকাশ সিংরা। যদিও জামশেদপুর ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়ায় কলকাতায় ফিরেছেন রক্ষণভাগের ফুটবলার গৌরব বোরা। তাই পাঞ্জাব ম্যাচে রক্ষণ জমাট করতে ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও জোসেফ আদজেইকে একইসঙ্গে খেলতে দেখার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কা ও সিজার লোবি মানঝোকির মধ্যে একজনকে বসতে হতে পারে।

এদিকে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে মহমেডান কর্তাদের হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দাবি করে সাধারণ সমর্থকদের সঙ্গে একই গ্যালারিতে বসতে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ক্লাব সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজুর। পাশাপাশি জামশেদপুরের সমর্থকরা তাঁদের সঙ্গে এবং সাদা-কালো সমর্থকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন বলেও জানান মহমেডান সচিবের। তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য করে সাম্প্রদায়ীক স্লোগানও দেওয়া হয়েছে।' যদিও এফএসডিএলের তরফে জানানো হয়েছে মহমেডানের কর্তা থেকে তাদের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা, সকলকেই হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা বসেছিলেনও সেই বক্সেই।

গোল না করেও বার্সার জয়ের নায়ক ইয়ামাল

জোড়া গোলের পর চেনা সেলিব্রেশন রাফিনহার।

মায়োরকা, ৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় জয়ে ফিরল বার্সেলোনা। লামিনে ইয়ামাল শুরু থেকেই মাঠে নামলেন। নিজে গোল পেলেন না ঠিকই। তবুও মায়োরকার বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জয়ের নেপথ্য কারিগর তিনিই।

মঙ্গলবার ইয়ামাল ফিরলেও আরেক তারকা রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে ছাড়াই দল সাজান বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। সেই জায়গায় খেলান ফেরান টোরেসকে। ১২ মিনিটে কাতালান জায়েন্টদের এগিয়ে দেন টোরেসই। ঘরের মাঠে মায়োরকা অবশ্য প্রথমার্ধেই সমতা ফেরায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই তাদের চেপে ধরে বার্সা। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেন ইয়ামাল। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদ করেন রাফিনহা। ৭৪ মিনিটে তৃতীয় গোলটিও করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ইয়ামালের মাপা পাস ধরে বল জালে জড়ান তিনি। মিনিট পাঁচেক পর ১৭ বছর বয়সি স্প্যানিশ তরুণের সাজিয়ে দেওয়া বলেই গোল করেন ফ্র্যাঙ্কি ডি জং। ৮৪ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন পাও ভিক্টর।

গোল না পেলেও বার্সার এই জয়ের কৃতিত্ব ইয়ামালকেই দিচ্ছেন ফ্লিক। ম্যাচ শেষে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ইয়ামাল দুর্দান্ত খেলেছে। ইতিবাচক আক্রমণ তৈরি করেছে। নিজেও গোল পেতে পারত।' পাশাপাশি বলেছেন, 'লেওয়ানডস্কির বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা মধুমতী হনমন্ত শুনালে - কে 06.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90L 81906 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার জীবনে ডিয়ার লটারির আগমন ঘটে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে। আমি ডিয়ার লটারির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি এবং আমি মনস্থির করি ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার। এটি আমার জীবনে কার্যকরি প্রভাব ফেলেছে এবং আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছি। এমন একটি উপলক্ষের জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।